রিয়েল ডেমন
ত্রিনিত্রি
নীরব
কফি শপ

ভূমিকাঃ

আমি প্রফেশলান লেখক না। ছোট বেলা থেকে টুকটাক লেখালেখির অভ্যেস ছিল। আমি যখন ইংল্যান্ডের ব্রাডফোর্ড কলেজে পড়ি তখন পরিচয় হয় বাংলাদেশের সবথেকে বড় অনলাইন কমিউনিটি ব্লগ সামহোয়্যারইন ব্লগ ডট নেটের সাথে। সেই থেকে ছোট গল্প, বড় গল্প, কবিতা, রম্য, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে যাচ্ছি। তবুও একটি কথা বলতে চাই, আমি প্রফেশনাল লেখক না।

সামহোয়্যারইন ব্লগে লেখালেখির প্রথম থেকে যারা আমাকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে ব্লগার দাইফ ভাইয়া এবং ব্লগার কামরুল হাসান শাহী ভাই অন্যতম। একদিন শাহী ভাই আমাকে ফেসবুকে মেসেজ দিয়ে বললেন একটি জয়েন্ট গল্প লিখার জন্য। তার আইডিয়াটা দারুন পছন্দ হয়েছিল।

সামহোয়্যারইন ব্লগে অন্যান্য ভালো লেখকদের মধ্যে ব্লগার নীরব ভাই এবং ব্লগার ত্রিনিত্রি আপুর সাথে খুব ভালো পরিচয় ছিল। তাদের দুজনকে অফার করা মাত্র রাজি হয়ে গেলেন একটি জয়েন্ট গল্প লিখতে। আমরা তিনজন মিলে দুই মাস পরিশ্রম (নাকি পন্ডশ্রম?!) করে লিখলাম "কফিশপ" নামের গল্পটি। ব্লগে একমাস ব্যাপি এই গল্প পোষ্ট করার পরে দেখা গেলো গল্পটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গল্পটি ব্লগের বাইরের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে এই ই-বুকের কাজ শুরু করলাম। এই ইবুকের এডভান্টেজ হচ্ছে, পাঠক এটিকে গল্প এবং উপন্যাস দুই ভাবেই নিতে পারবেন।

গল্পটি তিনটি চরিত্রের ভালোবাসা এবং তাদের অনুভূতি নিয়ে সাজানো। গল্পে রিক-এর চরিত্রটি নিয়ে লিখেছি আমি। নিশাত- নামের চরিত্রটি নিয়ে লিখেছেন ব্লগার ত্রিনিত্রি আপু এবং নীরব - নামের চরিত্রিটি নিয়ে নিয়ে লিখেছেন ব্লগার নীরব ভাই।

গল্প লিখার সময় আমরা কমিউনিকেশন করেছি ফেসবুক এবং ইয়াহুতে। আমি দেশের বাইরে আছি , ত্রিনিত্রি আপু ঢাকায় এবং নীরব ভাই সিলেটে। তারপরেও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং পাঠক গল্পে এই দূরত্ব খুঁজে পাবে না।

আমাদের এই গল্পের অসম্ভব সুন্দর প্রচ্ছদটি করেছেন ব্লগার - বোকা ছেলে।

ব্যাক্তিগত জীবনে নীরব ভাই একজন কবি এবং লেখক। তিনি সিলেটের শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করছেন। ত্রিনিত্রি আপু একজন ডাক্তার কিন্তু তার শখ হচ্ছে বাংলাদেশের এক মাথা থেকে অন্য মাথা চষে বেড়ানো। তিনি দারুন দারুন সব ভ্রমন কাহিনী লিখে অত্যন্ত জনপ্রিয়। আমি বর্তমানে প্যারিসে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে ডিপ্লোমা করছি।

আশা করছি গল্পটি সকলের কাছেই ভালো লাগবে।

হাফিজুর রহমান রিক (রিয়েল ডেমোন)

©realsrv@yahoo.com

Copyright- realsrv@yahoo.com

উৎসর্গ-

সামহোয়্যারইন ব্লগের সকল সাহিত্যপ্রেমী ব্লগারদের।

চমৎকার সব সাহিত্য প্রতিনিয়ত উপহার দিয়ে যাচ্ছেন।

Copyright- realsrv@yahoo.com

রিকের কথাঃ ছন্নছাড়া জীবনে নিশাত

"ঐ রিকশা সামনে টান দে...."

আধঘন্টা হয়ে গেলো এই সায়েন্সল্যাব মোড়ে আটকে আছি। ঢাকা শহরের এই একটা সমস্যা, যার জন্য কত প্রেমিকের প্রেম বিসর্জিত হয়েছে তার কোন ইয়াত্তা নেই। প্রাথমিকভাবে একটা জরিপ করলে এই সংখ্যাটা নেহায়েত কম হবে না। মাঝে মাঝে বিরক্তি লাগে লাল সবুজ বাতির ট্রাফিক সিগন্যালটা দেখলে। সবুজ বাতি জ্বলছে অথচ যানবাহন সব স্থির আটকে আছে। ডানদিকের টয়োটা পিরামিড কারে একটা মেয়ে বসে আছে। দেখতে ভালোই। আমি পুরাই পাঙ্খা ভাবে আছি, মেয়েটা দুই তিনবার তাকিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষনে ব্যার্থ। এই জিনিসটা ব্যাপক মজার আমার কাছে। ঢাকা শহরে যারা বাইক চালায় না তারা এই মজা থেকে বঞ্চিত। এই জ্যামে বোরিং বসে থাকার চেয়ে একটু এন্টারটেইনমেন্ট হলে খারাপ হয় না , তাকালাম মেয়েটার দিকে। লজ্জা পেয়েছে, হা হা। বাঙালী মেয়েদের এই দিকটা ভালোই লাগে, কেউ তাকালেই এমন একটা লজ্জার ভাব ধরে যে প্রেম হয়ে গেছে। লাভ এট ফার্স্ট সাইট।

ওহ নুশা!!!

ইদানিং আমার কি হয়েছে কে জানে, প্রেম ভালোবাসার কথা মনে হলেই নিশাতের মুখ ভেসে আসে। আমি কি নিশাতকে ভালোবাসি? আমার মন থেকে এই প্রশ্নটা প্রায়ই আসে। কিন্তু মানুষের ব্রেইন বলে আরেকটা জিনিস আছে। আমার ব্রেইন এই প্রশ্নের উত্তরে বলে,

"বাবা রিক! এসব কি? এসব প্রেম ভালোবাসা তোমার সাথে যায়না বোকা ছেলে। তুমি কি জেনে শুনে বলির পাঠা হতে চাও? স্থির হও বৎস, তুমি এসব ভাবলে কি করে হবে বলো ? আজিব!!! "

ধুর ব্যাটা ব্রেইন আপাতত দূরে গিয়া মর। নুশাকে বলেছিলাম ক্যাফে ম্যাঙ্গোতে আসতে। মেয়েটা অনেকক্ষন থেকে অপেক্ষায় আছে মনে হয়। আদ্রিতাকে ভার্সিটি থেকে ড্রপ করে দিয়ে আসতে যেয়ে এত বিরম্বনা। আদ্রিতা আমার ড্যাফোডিল ফ্রেন্ড, ব্যাচমেট। শালি আমাকে ওর ফ্রি ড্রাইভার পাইছে, "রিক আমাকে একটু ড্রপ করে দাওনা , প্লিজ প্লিজ প্লিজ।" এমন আবেদনময়ী আবদার কিভাবে ফেলি? আজিব নারী জাতি।

Copyright- realsrv@yahoo.com

ওহ নুশা!!!

এই মেয়েটা কি আমাকে শান্তিতে একটু থাকতে দেবে না ! সারাদিন মাথায় ঘুরপাক খায়। ব্যাপক যন্ত্রনায় আছি এই সম্পর্কের উর্দ্ধে থাকা মেয়েটিকে নিয়ে। একরাত ছাদের বড় ট্যাঙ্কের উপরে শুয়ে ভেবেছি এই মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক কি। প্রথমে ভাবলাম বন্ধু, কিন্তু ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব হলো কবে সেটাই খুঁজে পেলাম না। পরে ভাবলাম ভালোবাসার একটা সম্পর্ক হতে পারে, কিন্তু কিসের প্রেম ভালোবাসা? আমাদের মাঝে এমন কোন স্বীকৃত রিলেশন নেই। লাস্ট ভাবলাম স্যোলমেট হতে পারে, নাহ এটাও না। মাত্র দুই বছর হলো এই মেয়ের সাথে পরিচয়, ও কিভাবে আমার স্যোলমেট হয়! তাছারা আমি ওর মাইন্ড রিড করতে পারি না আর টেলিপ্যাথির মাধ্যমে আমি জানতেও পারি না ও কি করছে। সুতরাং ও আমার সোলমেটও না। পুরা একটা রাত জেগে শেষে কোন ডিসিশনেই আসতে পারলাম না।

নুশা মানে নিশাত নামের এই মেয়েটার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ফেসবুকে। তারপর মেসেন্জারে নিয়মিত বার্তা চালাচালি। আতেল টাইপ মেয়ে। মেডিক্যাল স্টুডেন্ট। প্রথম দিকে ইউরোলজি অথবা কার্ডিয়াক সার্জারি নিয়ে মাথা নষ্ট করে দিত। ধীরে ধীরে বুঝলাম এই মেয়ের মাঝে খুব সুন্দর একটা মন আছে। একদিন নিজ থেকেই বলে ফেললাম " নুশা লেটস মিট..." আমি ভেবেছিলাম এই মেয়ে দেখা করার কথায় ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে অফার এসেপ্ট করে নিলো! কি আর করার, ডেট ফিক্সড ক্যাফে ম্যাঙ্গোতে। সেই থেকে এই কফিশপটা আমাদের নিয়মিত দেখা করার স্থান হয়ে গেলো। ছিমছাম এই কফিশপের সবথেকে আকর্ষনীয় প্লেস হলো স্মোকিং জোন। সেই দিকটায় আমার ভালো ঝোক থাকলেও পাশে থাকা মেডিকেলের একটা মেয়ের সামনে দিয়ে সেখানে গেলে কি পরিমান বয়ান শুনতে হবে সেটা ভেবে আর যাওয়া হয়না। এই মেডিকেল পড়ুয়া আতেল মেয়েটাকে বিরক্ত করতে আমার কেমন যেন ভালো লাগে। সেজন্য ফোন বন্ধ করে রেখেছি যাতে ফোন দিতে দিতে অধৈর্য হয়ে যায়।

Copyright-realsrv@yahoo.com

প্রথম যেদিন নুশার সাথে দেখা করতে যাই সেদিনও অনেক দেরী করে গিয়েছিলাম। আসলে টাইম নিয়ে তেমন মাথা ব্যাথা আমার কোন কালেই ছিল না। আজরাঈল আঙ্কেলতো আর বলে কয়ে আসবে না। সুতরাং এসব ক্যালকুলেশনে সময় দিয়ে সময় নষ্ট করা আমার নীতির বাইরে। যাইহোক, সেদিন কফিশপের পাশে বাইক পার্ক করে ঢুকতে যেয়ে ভাবলাম প্রায় ৪০ মিনিট লেট, মেয়েটা চলে গেছে হয়ত। দরজার কাছে যেতেই মেয়েলি একটা কণ্ঠ থেকে শুনলাম,

"এসেছো তাহলে?"

তাকিয়ে দেখলাম ছিমছাম সুন্দরী একটা মেয়ে। হলদে গায়ের বর্ন আর ব্ল্যাক ড্রেসের সাথে ম্যাচ করিয়ে কালো টিপ আর চোখে কাজল। মেয়েরা চোখে কাজল দিলে তাদের সৌন্দর্য কয়েকশগুন বেড়ে যায়। আমার জানা মতে মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে এই মেয়ের চোখে ব্রিলিয়ান্ট ভাবধারী একটা কালো চশমা থাকার কথা। কিন্তু মেয়েটা একটু ডিফ্রেন্ট।

একটু না অনেকখানি। কোন ছেলের সাথে সরাসরি আই কন্ট্যাক্ট করে খুব কম মেয়েই কথা বলে , এই মেয়েটির সেই সাহস আছে। কিছুটা অবাক হলেও কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব নিয়ে আমার চিরচারিত হাসি দিয়ে বললাম ,

“আসলাম তো; আলমাসে আসছিলাম একটা পারফিউম নিতে। ভাবলাম রাস্তাটা ক্রস করে তোমাকে দেখা দিয়েই যাই"

নুশা আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো। বলতে ইচ্ছে করতেছিল ," আমার কি রূপ গজাইছে নাকি? এমনে তাকায়া আছো কেন?" কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে বললাম,"তারপর?"

পাশেই ওয়েটার দাড়িয়ে ছিল। নুশার কোন কথা শোনার অপেক্ষার চেয়ে ওয়েটারকে অর্ডার দিয়ে বি দেয় দেয়াটাই আমার কাছে মূখ্য তখন। ওয়েটারকে একটা এক্সপ্রেসো আর একটা কোল্ড কফি আনতে বললাম। আমার অভিজ্ঞতা বলে মেয়েরা কফি টফি এত খায় না, খেলে আইসক্রিম জাতীয় জিনিসই ভালোবাসে বেশী।

নুশা স্বাচ্ছন্দের সাথেই কোল্ড কফি গ্রহন করলো। বুঝে নিলাম ভুল হয়নি , তাছারা রিক ভুল করতে পারে না। সেদিন ভালো একটা সখ্যতা গড়ে উঠলো ওর সাথে। একসাথে বেড়িয়ে পড়লাম দুজনে। মেঘলা আকাশের নীচে রিক্সায় চড়ে যেতে ইচ্ছে হলো তাই আমার জি এফ মানে আমার বাইকটাকে রেখেই নুশাকে পৌছে দিতে মেডিক্যাল হোস্টেলের দিকে রওনা দিলাম। সেদিন নুশাকে হাত ধরে রিক্সা থেকে নামানোর সময় আমার মাঝে অদ্ভুত একটা অনুভূতি খেলেছিলো, আজও ওর হাত ধরলে ঠিক তেমনি একটা অনুভূতি আমাকে গ্রাস করে নেয়। কিন্তু আমার মাইন্ড এন্ড ব্রেইন গেইমে ব্রেইন বরাবরই জয়ী হয়। সুতরাং দৈববানী ,"বাবা রিক! সংযত হও।"

ওগ গড, জ্যাম ছেড়েছে। এতক্ষনে আমার মোবাইলে ট্রাই করতে করতে নুশা নিশ্চিত ক্লান্ত হয়ে গেছে। কফিশপে পৌঁছে দেখি চেয়ারটাতে চুল ছেড়ে বসে আছে নুশা। বিরক্তি নিয়ে হাতে মোবাইলটা ঘুরাচ্ছে আর সময় দেখছে। মনে হচ্ছে ডান পাশের টেবিলে বসে থাকা চশমা পরা কর্পোরেট ব্যাটার কপালে ছুরে মেরে চশমাটা ভেঙে দেবে। এই লোকটাকে দেখছি কিছুদিন ধরে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ব্যাটা বজ্জাত , যদিও চেহারায় ইনোসেন্ট গোবেচারা টাইপের একটা ভাব আছে। এই ধরনের ছেলেরা একটু ভাবুক টাইপের হয়। প্রেমিকার জন্য কবিতা লিখতে এদের জুড়ি নেই। যাইহোক সামনে যেয়ে দাড়ালে নুশার মোবাইল আমার কপালেও জুটতে পারে। সুতরাং পেছন থেকে যেয়ে বললাম,

“নুশা, অর্ডার দাওনি কিছু?”

“রিক, তো্মার আসার কথা কয়টায়? মোবাইলের সমস্যা কি?”

“ওহ, মোবাইল? মোবাইলটা সাজিয়ার কাছে রেখেছিলাম ক্লাসের সময়। আর নিতে মনে নাই”।

Copyright- realsrv@yahoo.com

এদিকে মোবাইল আমার পকেটে বন্ধ হয়ে পরে আছে। আমার মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে কিছু বললে নুশার ভেতরে একটা জেলাসি কাজ করে। তপ্ত শিখার মত লাল হয়ে যাওয়া নুশার চেহারাটা তখন দেখার মত। তাই মাঝে মাঝে বানিয়ে কিছু গল্পও বলে ফেলি এমন কিছু মেয়ের নাম নিয়ে যাদের সাথে আমার জিন্দেগীতে দেখা হয় নাই। বেচারী নুশা সেইসব মেয়েদের নাম শুনলে জ্বলে আর আমি মাঝখানে পানি ঢেলে না দিলে প্রায় ভষ্ম হয়ে যায়।

"ভালো। আর দেরী কেন হলো? সাজিয়াকে বাসায় পৌঁছে দিলে নাকি?"

"ও মাই গড! নুশা! আর ইউ জেলাস? ওয়াও, ইউ আর সো সো জেলাস।"আমি কিছুতেই হাসি দমকে চেপে রাখতে পারছিলাম না। মেয়েরা এতটা পারে কিভাবে?

Copyright- realsrv@yahoo.com

নুশা রেগে গিয়ে মেয়েদের স্বভাবজাত হুমকি দিতে থাকে, এখনি চলে যাবে। আরেকটু রাগিয়ে দিতে বলি, "ওরে খাইছে রে ! এই ভালো স্টুডেন্টদের সাথে থাকাই সমস্যা, বুঝলা না? খালি জ্ঞান ঝাড়াঝাড়ি। আর মেডিকেলের ছাত্রী মানে তো......হা হা "

চেয়ার থেকে উঠে দাড়িয়ে চলে যেতে উদ্ধত হয় নুশা। আমি জানি ও যাবে না , আমাকে কিছু ফ্রি পরামর্শ দিয়ে আবার বসবে। আর সেই বয়ান শুনলে আমার মাথা ঘুরায় তাই বললাম ,

"আরে বাবা, সরি সরি। বললেই যেতে দেবো নাকি?"

"ঠেকাবে কি করে?" বলেই হাঁটা ধরে নুশা।

বুঝলাম এইবার আর রক্ষা নেই। এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে ও অবাক হয়। পেছন থেকে ওর হাত ধরে প্রথম যে গানের কথা মাথায় আসলো বলে ফেললাম। "হারাই হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে। পলক না পড়িতে হারাইয়া ফেলি চকিতে। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না?"

আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম এই তিনটা বাক্য আমি কত সহজে আবৃতি করে ফেললাম ! আমার ভেতরে কবিগুরু আসলো কোথেকে? যাইহোক, নুশা আমার হাত ছারিয়ে যেতে পারেনি। আমি ওকে কাছে টেনে ওর দিকে তাকিয়ে নিজ মনেই ভাবলাম, এই মেয়েটা চলে গেলে আমার আজকের দিনটা শূন্যতায় কাঁদতো। আমার বারান্দার টবে রাখা ফুল রিক্ততায় মাথা নুইয়ে পরতো। আমি নুশাকে আরেকটু কাছে টানি , ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই যা আমার হার্টবিটের সাথে সমান্তরালে ক্রিয়াশীল। She's now a part of my life.......।

নিশাতের কথাঃ আবছা ভালোবাসা

অনেকক্ষন ধরে বসে আছি, প্রায় ৩০ মিনিট হয়ে গেলো। নেহায়েত আমাকে প্রতি সপ্তাহে দুই তিনবার করে দেখে, নতুবা এতক্ষণে ওয়েটারগুলো বার বার বাঁকা দৃষ্টি দেয়া শুরু করে দিতো। অসহ্য লাগছে আমার, মনে হচ্ছে উঠে চলে যাই। রিক এসে ঘুরে যাক; ওর জন্য এরকম শাস্তিই ঠিক হবে। কিন্তু ভয়ও হয়, যদি রিক আর না আসে? রিকের সাথে আমার সম্পর্ক প্রায় ২ বছরের, কিন্তু এখনো আমি ওকে বুঝে উঠতে পারিনা। সম্পর্ক? হাসি পায়। কি ধরনের সম্পর্ক আমাদের? কেউ কাউকে কখনো বলিনি যে ভালোবাসি; কিন্তু কেউ কাউকে না দেখে থাকতেও পারিনা। আমি কি রিকের ভালোবাসা, অভ্যস্থতা নাকি শুধুই বন্ধু? প্রশ্নটা আমার ভেতর বারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়; জোর করে দমিয়ে রাখি। না, এর উত্তর আমি জানতে চাইনা; আমি শুধু রিকের কাছাকাছি থাকতে চাই। ওর এলোমেলো চুল আর উদ্ধত দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে চাই, শক্ত করে ধরতে চাই হাত। একদম কাছাকাছি---

“ম্যাম, কিছু কি নেবেন?”

চমকে উঠি আমি। ভাবনায় ছেদ পড়ায় একটু বিরক্ত হই। তাকিয়ে দেখি ক্যাফে ম্যাংগোর নতুন ওয়েটার। নতুন বলেই এসে জিজ্ঞেস করেছে, পুরানো কেউ হলে ভুলেও বিরক্ত করতে আসতো না।

“না, এখনো না। আমি ডাকবো”

মোবাইল টিপে নাম্বার বের করি আমি, অস্থির রিক। কিন্তু রিকের অস্থিরতা এখন আমার মাঝেও ছড়িয়েছে; আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবো?

“সরি, দ্য নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়ালড ইজ আনরিচেবল নাও। প্লিজ...”

বাকি টুকু শোনার আগেই আমি মোবাইল বন্ধ করি। যদি নিজের ইনকাম থাকতো নির্ঘাত মোবাইলটা আছড়ে ফেলতাম। বাবার দেয়া জন্মদিনের উপহার বলেই ফেলতে পারিনা। ডান পাশে কি মনে করে তাকাতেই দেখি চশমা পড়া ছেলেটা বসে আছে, আজও। আমার ভাব ভঙ্গিই দেখছিলো মনে হয়, তাকাতেই চোখ নিবদ্ধ করলো সামনে রাখা নেটবুকের উপর। একটু লজ্জা পেলাম, কতটা বিরক্তি ছিলো আমার চোখে মুখে? সবাই কি বুঝতে পেরেছে যে আমি রিকের ওপর বিরক্ত?

Copyright- realsrv@yahoo.com

ক্যাফে ম্যাংগো আমাদের ভীষন প্রিয় কফি শপ, আমাদের মানে আমার আর রিকের। খাবারের মান খুব বেশি ভালো নয়, সে অনুযায়ী দামটাও একটু বেশিই হয়ত। কিন্তু অসম্ভব স্নিগ্ধ পরিবেশ। চমৎকার ধীর লয়ের মিউজিক বাজতে থাকে সবসময়। হালকা লাল আর মেরুন দেয়াল দিয়ে ঘেরা শপটার এক পাশে আড্ডা মারার জায়গা, আরেকদিকে লাজুক হাসির সাথে কফি পানের জায়গা। স্মোকিং জোনটা বাইরে, বাঁশ আর কাঠ দিয়ে বানানো। রিকের সাথে আমার প্রথম দেখা এই কফি শপে। চোখ বন্ধ করলেই দিনটা এখনো ভেসে ওঠে; ২ বছর আগের মেঘলা একটা দিন। মেঘলা ছিলো বটে, কিন্তু বৃষ্টির ছিটে ফোঁটা ছিলো না। ৬ মাস ফেসবুক আর ইয়াহুতে মেসেজ চালাচালি আর চ্যাট করে আমাদের ল্যাপটপগুলোর আয়ু কমানোর পর রিকই বলেছিলো, “লেটস মিট নুশা”। নুশা, কাঁপন জাগে আমার এই নাম শুনলেই। আমার নাম নিশাত, বাসায় আদর করে নিশা ডাকে, বন্ধুরা কেউ নিশুও ডাকে। কিন্তু নুশা...... রিক অধিকার নিয়ে ডাকে। যেন আমার নুশা হবারই কথা ছিলো, জন্ম জন্মান্তর ধরে। সেদিনও রিক দেরী করেছিলো। ৫ না ১০ না পাক্কা ৪০ মিনিট লেট। আমি যখন মোটামোটি নিশ্চিত যে রিক আসবে না, তখনই দরজা ঠেলে ঢোকে সে। কেউ আমাকে বলে দেয়নি, কিন্তু আমি তাকে দেখামাত্র বুঝি সে রিক। ফেসবুকে তার অনেক ছবি দেখেছি; না সে ছবির জন্য নয়। যে অস্থিরতা সে ছড়িয়ে রাখতো ফেসবুক আর ম্যাসেঞ্জারের উইনডোতে; সেই অস্থিরতা যেন এক মুহূর্তে বাস্তবে চলে এসেছিলো। কেউ লক্ষ্য না করলেও আমি করেছি, রিক ঢোকা মাত্র ক্যাফে ম্যাংগোর ভেতরটা ছটফট করে উঠেছিলো। আমার ৪০ মিনিটে জমা করে রাখা রাগ, ক্ষোভ সব এক নিমিষে কোথায় পালালো আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। অবাক হয়ে শুনলাম আমি বলছি, “এসেছো তাহলে?”

“আসলাম তো; আলমাসে আসছিলাম একটা পারফিউম নিতে। ভাবলাম রাস্তাটা ক্রস করে তোমাকে দেখা দিয়েই যাই”- ঝড়ো হাওয়ার মত হাসি রিকের।

আমি কিছু বলতে পারিনা; নিজের অস্তিত্ব টালমাটাল হয়ে গিয়েছিলো সেদিন। রিক নিঃশঙ্কচিত্তে তার বড় বড় কালো চোখ আমার উপর নিবদ্ধ করে প্রশ্ন করতে পারে, “তারপর?”

আমি কিছু বলতে পারিনা। গলার কাছে জমাট ধরা কিছু একটা আমাকে বাঁধা দেয়। বুক ভরে রিকের গিভেনশি নিও পাই পারফিউমের সুবাস নিতে নিতে শুনি ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে রিক অর্ডার দিচ্ছে,

“একটা এক্সপ্রেসো কফি আর ম্যাডামের জন্য একটা কোল্ড কফি”

Copyright- realsrv@yahoo.com

আমি তাও কিছু বলতে পারিনি; বলতে পারিনি যে আমার ঠান্ডার সমস্যা আছে। আজ অবধি আমি কোল্ড কফিই খেয়ে যাচ্ছি; রিকের ভুল ভাঙ্গাতে পারিনি। জানি সবাই ভুরু কুঁচকাবে, ব্যাঙ্গ করতেও ছাড়বে না; কিন্তু আমি যে পারিনা। কি করবো? রিকের টি শার্টটাও মনে আছে আমার। গাঢ় নেভি ব্লু রঙের, মাঝে লেখা, If you think it's gonna rain, it will rain”। আমি মনে প্রাণে চাইলেও রিক চায়নি। তাই যখন আমাকে রিক মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে পৌঁছে দিলো রিক্সায়, আকাশ মেঘলা থাকার পরেও এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দিলো না মেঘ। রিকের সব কিছু আমার জানা, হাতে হাত রাখার পরেও একটা মানুষ কি করে লক্ষ যোজন দূরে থাকতে পারে কেউ বলতে পারো?

৫টা ২০ বেজে গেছে। রিক পাক্কা ৫০ মিনিট লেট। মোবাইল এতক্ষণ কেন বন্ধ? আমার একটু ভয় ভয় করতে থাকে। আজকালকার যে অবস্থা রাস্তা ঘাটের। রিক আবার চালায় বাইক। মিথ্যে বলবো না, আমার রিককে বাইকের উপর দেখতে ভীষন ভালো লাগে, কি অদ্ভুত ভাবেই না রিক হেলমেটের কাভার সরিয়ে আমার দিকে তাকায়। নিজেই টের পাই আমার রক্ত চলাচল বেড়ে যাচ্ছে–নাহ, যতই অস্বীকার করি না কেন, আসলে আমি রিকের প্রেমে পড়েছি। প্রেম না, প্রেম শব্দে কিছুটা অশ্লীলতা আছে। ভালোবাসা, রিকের জন্য আমার এক সাগর ভালোবাসা।

ডানে এখনো চশমা পড়া ছেলেটা নেটবুকে টাইপ করে যাচ্ছে, পাশে এক মগ কফি। ক্যাফে ম্যাংগোর সব মগ আমার চেনা; ছেলেটা আজ ল্যাতে নিয়েছে। একটু অবাক হলাম, কারন সাধারনত ছেলেটা ক্যাপাচিনো খায়। ছেলেটাও গত ৭/৮ মাস ধরে রেগুলার। আমি আর রিক আসি প্রতি শনি, রবি আর বুধবার। সাধারনত শুক্রবার আমরা অন্য কোথাও ডিনার করি। প্রতিদিন ছেলেটাকে দেখি। অফিস শেষ করেই মনে হয় চলে আসে, কাজ করতে করতে কফি খায়। কখনো কোন বন্ধুকেও দেখিনি। রিক এত দেরী করে, প্রায়ই মনে হয় ওকে জেলাস করার জন্য এই ছেলের সাথে গল্প শুরু করি। এসব অদ্ভুত কথা মনে আসার জন্য নিজেই হাসি। ছেলেটা রিকের মত লম্বা না হলেও বেশ লম্বা। হ্যান্ডসাম বলা যায় না, কিন্তু মায়াকাড়া চেহারা। চশমাটার জন্য একটু গম্ভীর ভাব আছে। মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে হয়, ছেলেটা কে?

“নুশা, অর্ডার দাওনি কিছু?”

চমকে তাকাই আমি। রিক কখন ঢুকলো? এমন ভাবে প্রশ্নটা করলো যেন কিছুই হয়নি। হঠাৎ করে রাগ লাগে আমার, অসম্ভব রাগ।

“রিক, তোমার আসার কথা কয়টায়? মোবাইলের সমস্যা কি?”

“ওহ, মোবাইল?” কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে হাত নাড়ে রিক। “মোবাইলটা সাজিয়ার কাছে রেখেছিলাম ক্লাসের সময়। আর নিতে মনে নাই”

মাথার ভিতর কিছু হয়ে যায় আমার। সাজিয়া? রিকের মোবাইলে আমার অসংখ্য মেসেজ, কেন মোবাইল সাজিয়ার কাছে থাকবে?

“ভালো। আর দেরী কেন হলো? সাজিয়াকে বাসায় পৌঁছে দিলে নাকি?”

রিক তার বিখ্যাত দুষ্টুমি দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমাকে দেখে। দমকা হাওয়ার মত হেসে ওঠে।

“ও মাই গড! নুশা! আর ইউ জেলাস? ওয়াও, ইউ আর সো সো জেলাস”

চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয় আমার। অনেক কষ্টে মনোভাব লুকিয়ে বলি,

Copyright- realsrv@yahoo.com

“জেলাস হবো কেন? আমি কি তোমার গার্লফ্রেন্ড? কাউকে ৫০ মিনিট অপেক্ষা করানো যে কোন ভদ্রতার মাঝে পড়ে না সেটা তোমার বোঝা উচিত”।

“ওরে খাইছে রে”। রিক হাসতেই থাকে। “এই ভালো স্টুডেন্টদের সাথে থাকাই সমস্যা, বুঝলা না? খালি জ্ঞান ঝাড়াঝাড়ি। আর মেডিকেলের ছাত্রী মানে তো......” কথা শেষ করতে পারে না রিক হাসির জন্য।

“থাকতে কে বলেছে?”

উঠে দাঁড়াই আমি। রাগে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি আমি। অদ্ভুত কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছে। চশমা পড়া ছেলেটার সামনে গিয়ে নেটবুকটা কেড়ে নিয়ে আছাড় দিই? কাউকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

“আরে বাবা, সরি সরি। বললেই যেতে দেবো নাকি?”

“ঠেকাবে কি করে?” বলেই হাঁটা দেই।

রিক আমার হাত ধরে ফেলে। অদ্ভুত কণ্ঠে বলে, “হারাই হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে। পলক না পড়িতে হারাইয়া ফেলি চকিতে। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না?”

আমি চোখ বন্ধ করি। মনে মনে ভাবি, রিক যদি আমাকে না আটকাতো, তাহলেও কি আমি যেতে পারতাম? এই উদ্ধত অস্থির কিন্তু ছেলেমানুষী কান্ডকারখানা করা রিক কে আমি কতটা ভালোবাসি ?

Copyright- realsrv@yahoo.com

নীরবের কথাঃ কাগজের খেলাঘর

রোদেলার একটা চমৎকার বিষয় আছে, সে যখন কারো উপর বিরক্ত হয় তখন চোখটা ছোট করে যথা সম্ভব কোটরে ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বিরক্তি নিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিষয়টি সবার কাছে ভাল না লাগলেও আমার কাছে খুব ভাল লাগে। এই যে এখন সে ঠিক সেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটু একটু করে হাসছি আর রোদেলার চোখ ক্রমাগত ছোট হচ্ছে।

রোদেলার রেগে যাওয়ার কারণটা খুব তুচ্ছ। আজ ক্যাম্পাসে আরিয়ানের সাথে বেশ হেসে হেসে কথা বলছিল। আমি ওর সামনে দিয়ে হেঁটে গেলাম অথচ সে আমার দিকে তাকাল না। বিকেলে ক্যাফে ম্যাঙ্গোতে আসতে বলল। মেজাজটা গরম ছিল সকালের ঘটনায়। রুমে শুয়ে ছিলাম। কোন কাজ ছিল না। একটু আগে একটা ছবি আঁকলাম। একটা মেয়ে। গায়ের রঙ গাঢ় নীল। মুখে বিচিত্র খাঁজ কাঁটা। হাতে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু বীভৎস ধরনের ছবিটা। ছবিটা কেন আঁকলাম তা জানি না। কোন মানে খুঁজে পাচ্ছি না। হাতে তুলি নিয়ে শুয়ে শুয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় রোদেলার ফোন। ক্যাফে ম্যাঙ্গোতে যেতে হবে। ইচ্ছে হল বলি, বিজি আছি। যেতে পারব না। কিন্তু না বলতে গিয়েও হ্যাঁ বলে দিলাম।

Copyright- realsrv@yahoo.com

বিকেল ৪ টা। আমি বসে আছি ক্যাফে মেঙ্গোর ডান পাশের এই ফাঁকা অংশটাতে। আমরা প্রায়ই এখানে আসি। আর আমাদের এই জায়গাটাও নির্দিষ্ট। সবসময় রোদেলা আমার আগে আসে, আজ আমি চলে এসেছি রোদেলার আগে। ঠিক ৪ টায় রোদেলা এলো। এসেই মিষ্টি হাসিটা দিয়েই কফির অর্ডার দিল। আমাদের প্রিয় ল্যাতে কফি। আমি আজ চুপ করে বসে আছি দেখে রোদেলা গভীর দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর আমিই কথা বললাম, কি একা কেন? আরিয়ান এলো না?

আমার কথা শুনেই রোদেলা চোখ ছোট করে বসে আছে আর বিরক্তি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। রোদেলাকে রাগিয়ে খুব ভাল লাগছে। সকালের প্রতিশোধটা খুব ভাল করেই নিয়েছি মনে হচ্ছে।

রোদেলার সাথে আমার পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দুরন্ত দিনগুলোতে। রোদেলা এসেছিল অনেক পরে। তখন আমাদের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষার ডেট দিয়ে দিয়েছে। আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিতির বাঁধনে জড়িয়ে গেছি তবে আড্ডা আর পুরনো সেই স্মৃতি রোমন্থন করার ঘটনাগুলো তখনও ঘটে নি। সেদিন ক্লাসে সবাই বসে আছি , টিচার আসেন নাই এমন সময় রোদেলা এলো। আমি রুম থেকে বাইরে যাচ্ছি সিগারেট ধরাব বলে। হঠাৎ করেই দুইজন থেমে গেলাম। আমি রোদেলার দিকে তাকিয়ে আছি আর রোদেলা চোখটা ছোট করে বিরক্তি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ এভাবে তাকিয়ে থাকলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমিও মনে হয় চোখে বিরক্তি টেনে এনেছিলাম। হয়তো সে কারণে রোদেলাই কথা বলল কোন সম্বোধন ছাড়াই, ফার্স্ট সেমিস্টারের ক্লাস কি এইদিকে?

আমার হ্যাঁ শোনার পর ছোট একটা থেঙ্কস জানিয়ে রোদেলা ক্লাসরুমে ঢুকে গেল। আমি সৈকতকে নিয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় গেলাম।

চা সিগারেট শেষ হয়নি এমন সময় সানির মিসকাল। দৌড় দিলাম ক্লাসে। স্যার চলে এসেছেন। আমি আর সৈকত পেছনের ডেস্কে বসে আছি। আমার চোখ নীল ড্রেস পড়া একজনকে খুঁজছে। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি সবাই মুখ টিপে হাসছে। ব্যাপার কি??? ও আচ্ছা। রোদেলার সাথে কথা হয়েছে বলেই এমন টিপ্পনী। যাই হোক, সবার চোখের বাঁকা ভাষা উপেক্ষা করে নীল পরীকে খুঁজে পেলাম। প্রথম থেকে দ্বিতীয় সারির কর্নারের ডেস্কে বসে খুব মন দিয়ে স্যারের লেকচার শুনছে। স্যারের মধুর বাণী শুনতে শুনতে মনে হল কাল রাতে ঘুম হয় নি। ঘুম পরী যে ন আমার চোখে ডিম পেড়ে গেল। এখন ডিমে তা দিতে হবে। মানে এখন না ঘুমালে নতুন প্রজন্ম এই পৃথিবীর আলো ছায়ায় চোখ মেলে তাকানোর সুযোগ পাবে না।

ক্লাসে ঘুম কাটানোর ভাল উপায় চিরকুট চালাচালি করা। গতরাতে ছন্দ আর অক্ষর বিন্যাস মেলাতে মেলাতে যে কালজয়ী বর্ষা কাব্য রচনা করেছি ভাবলাম সেইটাই লিখে পাস করে দেই। কিন্তু পরক্ষনেই থেমে গেলাম। না থাক, আমার সাধের বর্ষা কাব্য সবার হাসাহাসির পাত্র হয়ে যাবে। কিছু লিখবো বলে চিরকুটের উপর কলম ধরে রেখে বসে আছি এমন সময় সজল সামনের ডেস্ক থেকে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল। চিরকুটে লেখা , মামা মামিটা কে?

ঘটনা তো বুঝেই গেছি। আমি লিখলাম , মামিরে র‍্যাগ দে। সব বাইর হয়ে যাবে।

ঠিক হল ক্লাস শেষে রোদেলাকে র‍্যাগ দেয়া হবে। যথাসময়ে ক্লাস শেষ হল আর আমরা নড়েচড়ে বসলাম। আমাদের মাঝে ছিল ইমরুল কায়েস। ক্লাস মনিটর। কুচকুচে কালো করে দেখতে ছেলেটা মেয়ে ঘেঁষা টাইপের। মনিটর বিধায় ডায়াসে দাঁড়িয়ে সে নিজেই শুরু করলো, আজ আমাদের মাঝে নতুন একজন এসেছে তাঁকে অনুরোধ করছি ডায়াসে এসে নিজের পরিচয় দেয়ার জন্য।

Copyright- realsiv@yahoo.com

ইমরুলের এই কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। আমি হাসিনি আর এই অর্থহীন হাসাহাসির মানেও বুঝিনি। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু সজলের গলায় মামি ডাক শুনে হাসি আটকে রাখতে পারি নাই।

রোদেলা ডায়াসে দাঁড়িয়েই নিজের কথা বলা শুরু করলো। যারা র‍্যাগ দেয়ার মুডে ছিল তারা মোটামুটি ছোট খাট একটা ধাক্কা খেলো। তবে তারা রোদেলাকে আটকানোর ফন্দি করতে থাকলো।

রোদেলা একে একে তার নাম, স্কুল, কলেজের নাম বলে গেল। কথা শেষ করে বলল, আর কিছু কি বলতে হবে?

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

'প্রহর শেষে রাঙা আলোয় সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ '

আচ্ছা এখন কি চৈত্র মাস? খুব যে গরম! রোদের ঝলকানিতে চোখ তুলে তাকানো দায়। ধুর , আমি এসব কি ভাবছি!

কেউ একজন রোদেলাকে বলল, ম্যাডাম আপনি আমাদের একটা গান শোনান। আচ্ছা আপনি গান গাইতে জানেন তো?

রোদেলা উত্তর দিল, হ্যাঁ। একসময় গান করতাম তবে আজ আমার গলা একদম ভাল না। সরি আজ গাইতে পারব না।

কিন্তু কে শুনে কার কথা! গান গাইতেই হবে। রোদেলার চোখ ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে। সে চোখে বিরক্তি নিয়েই বলল, সবাই আমাকে আপনি করে বলছে কেন? আমি তো তোমাদেরই ক্লাসমেট। আচ্ছা ঠিক আছে, গান দু লাইনের বেশি গাইতে পারব না।

সবাই সমস্বরে ঠিক আছে বলে সায় দিল। রোদেলা সেদিন গেয়েছিল শ্রীকান্তর 'বধুয়া আমার চোখে জল এনেছে হায় বিনা কারণে' গানটা। কি মিষ্টি গলা! কি মায়া কাড়া চাহনি। রোদেলার এই গান শুনলে যে কারো চোখে জল চলে আসবে। আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে রোদেলার বন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে একটু আগে দেখা সেই সর্বনাশী চোখে নিজেকে পুড়ে যেতে দেখছিলাম।

সে দিনের পর থেকে রোদেলার চোখের দিকে তাকাতে পারতাম না। বলতে গেলে এড়িয়েই চলতাম। তবে রোদেলা বেশ সাবলীল ভাবে সবার সাথে মিশে যেতে লাগলো। যারা সেদিন রোদেলাকে র‍্যাগ দিতে গিয়ে নিজেরাই র‍্যাগ খেয়ে পেট ফুলিয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে চুপ করে বসে ছিল তারাও রোদেলার বেশ ভাল বন্ধু হয়ে গেল। শুধু বাকি রইলাম আমি।

Copyright- realsrv@yahoo.com

আমার সাথে রোদেলার বন্ধুত্ব কিংবা আমি বলব ভালবাসা শুরু হয়েছিল আমাদের ডিপার্টমেন্টের ম্যাগাজিনের বর্ষা সংখ্যায় আমার কবিতা প্রকাশ হওয়ার পর। রোদেলা প্রথম যেদিন এসেছিল ঠিক তার আগের রাতেই কবিতাটা লিখেছিলাম সারারাত জেগে। আমার মনে হয় আমাদের পরিচয় বন্ধুত্ব দিয়ে নয় বরং ভালবাসা দিয়েই শুরু হয়েছিল। যদিও রোদেলার কথায় সবসময় একটা বিষয়ই প্রাধান্য পেত যে আমরা আসলে কে? আমাদের দু জনের সম্পর্কই বা কি?

তোমাকে আমার পাশাপাশি দেখলে যতোটা না ভাল লাগে তার চেয়ে তোমার অনুপস্থিতি আমার বেশি ভাল লাগে। এই অনুপস্থিতি এক ধরনের শূন্যতার জন্ম দেয়। এটুকু শূন্যতাই মনে হয় আমাদের সম্পর্ক। ভালবাসা। আর আমরা দু জন এই শূন্যতার শুরু আর শেষ। ঐ শূন্যতার পূর্ণতার জন্যই তোমার কাছে আসতে ইচ্ছা করে।

আমার এই কথা রোদেলাকে অবাক করেছিল। সে চোখ ছোট করে নয় বরং মুগ্ধ নয়নে আ মার দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। ঠিক এইভাবে সেদিন তাকিয়েছিল। ম্যাগাজিনে 'মেঘ বৃষ্টি প্রেম' কবিতাটা পড়েছিল। ক্লাসের শেষে সেদিন রোদেলা চুপ করে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিল। আমি বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। কিছু বলতে যাব এমন সময় সে নি জেই কথা বলল, নীরব তুমি খুব সুন্দর কবিতা লেখ। আচ্ছা সত্যি করে বোলো তো, এ নগরে কি অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না?

আমি একটু লজ্জা পেয়ে কি বলব আর কি বলা উচিত তা ঠিক করতে না পেরে , কোন কিছু চিন্তা না করেই বলে ফেললাম, আরে কবিতায় তো কতো কিছুই লেখা যায় !

রোদেলা ঝটপট বলল, কবিতায় যা বলেছ তা যেন কবিতাতেই বন্দি থাকে। এ কথা বলেই রোদেলা উড়ে চলে গেল যেন। আমি চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম। আমার মাথায় ঘুরতে লাগলো কবিতার লাইনটা

'অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না
রোদ থাকে সে নগর জুড়ে।'

এই টুকু লিখে নেটবুকের পুরনো ফোল্ডার খুলে 'মেঘ বৃষ্টি প্রেম' কবিতাটা বের করে পড়ছি। কফির মগ তুলে চুমুক দিতে গিয়ে দেখি কফি শেষ। আর একটা কফির অর্ডার দিয়ে নেট বুক থেকে চোখ সরিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি আজও মেয়েটা একা একা বসে আছে। ছেলেটা মনে হয় এখনো আসে নি। তাই হয়তো অপেক্ষা। রোদেলাও কি ঠিক এভাবে বসে থাকত? আমার জন্য অপেক্ষা করতো? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওপাশের টেবিলে তাকাতেই মেয়েটির চোখে আটকা পড়ে যাই। মেয়েটি যেন বিভ্রান্ত। কিছু কি ভাবছে সে ? না কি তার এই অপেক্ষার ক্লান্তিটা আমি প্রতিনিয়ত দেখছি বলে অসস্থিতে পরেছে?

copyright-realsrv@yahoo.com

আজ কি বার? শনিবার। গতকাল এবং গত পরশু ওদের দেখিনি। তারমানে শনিবার, রবিবার আর বুধবার সপ্তাহের এই তিন দিন তারা এখানে বসে। অবশ্যই স্টুডেন্ট। তবে ছেলেটাকে একদম পছন্দ হয়নি আমার। আমার মনে হয় মেয়েটিকে এভাবেই সারাজীবন অপেক্ষা করতে হবে।

ধোঁয়া ওঠা গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে রোদেলার প্রিয় কবিতার মাঝে ডুবে গেছি।

মেঘ বৃষ্টি প্রেম

১.
মেঘমালারা তথাপি মেঘ দেখে, জলের বুকে
মেঘ নিয়ে যায় জলের কণাদের, ভালবেসে

জলে মেঘে বেশ গল্প থাকে
গল্প থাকে না এই নগরে
অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না
রোদ থাকে সে নগর জুড়ে

মেঘ জলের শীতল প্রেম ছুঁয়ে যায়, নগরে
মানুষ ক্রমশ আড়াল হয়, বৃষ্টি শেষ হলে।

২.
পথ ফুরোয়, ডানে বামে
বাঙ্গালি যমুনার তীরে
মেঘ ঘন দুঃখরা মিলে
আড়াল হয়েছে বৃষ্টি জলে।
জীবনের সুতো বাঁধা ছিল যে নীড়ে
নীড় ভেঙ্গেছে প্রবল ঝড়ের তোড়ে
শূণ্য বালুচর জ্বলে পুড়ে
জমাট বাঁধে কাঁচের হৃদয়ে।

কাঁচের বুকে বৃষ্টি জমে

Copyright- realsrv@yahoo.com

অনেক সময় পরে,
ঘরের মাঝে চাতক থাকে
কাঁচের বুকে মেঘ
দেখা হয়নি আজন্ম পরে
অপেক্ষায় থেকেছে প্রেম।

কবিতার মাঝে এতটাই নিমগ্ন ছিলাম যে একদম খেয়ালই করি নি ওপাশের টেবিলে মেয়েটির অপেক্ষার ক্লান্তি শেষ হয়েছে।

Copyright- realsrv@yahoo.com

রিকঃ ভালোবাসা কিংবা কনফিউশন

Copyright- realsrv@yahoo.com

সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে কার মুখ দেখেছিলাম সেইটা নিয়ে টেনশনে আছি। নিশ্চয়ই কোন হ তচ্ছাড়া ছিল। নইলে সারাটা দিন এমন যাবে কেন? ক্লাসে যাওয়ার সময় মাঝ পথে বাইকের ফুয়েল শেষ। আধ কিলোমিটার বাইক ঠেলে ফিলিং স্টেশন পেয়েছি। ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভরে টাকা দিতে যেয়ে দেখি মানিব্যাগ রেখে এসেছি। শেষে আবার দৌড়ে বুথ থেকে টাকা তুলতে হলো। ক্লাসে আসতে লেট একঘন্টা। শারমিন ম্যাম আজ ক্লাসে আসেনি, রিপ্লেসে এসেছেন এক বোরিং টিচার। এখন নেশা পেয়েছে সিগারেটের। আমার একটা বদ অভ্যেস হচ্ছে ক্লাসের মাঝে সিগারেটের বেড়া উঠলে সোজা ক্লাসের বাইরে চলে যাই, ক্লাস ভর্তি ছেলেমেয়ে হা করে তাকিয়ে থাকে। আর আমার ড্যাফোডিলের টিচাররা পর্যাপ্ত মধু পান করেছে ছোটবেলায়। নইলে আমাদের এত অত্যাচারের পরেও হাসিমুখে লেকচার কিভাবে দেয়? ওহ মনে পরেছে, সকাল বেলায় যার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম সে অন্য কেউ না , স্বয়ং আমি। ঘুম থেকে উঠেই নিজের ওয়াল ফটো দেখেছিলাম। মোবাইল বের করে পাওয়ার অফ স্ক্রিনে চেহারা দেখলাম, হুম ঠিকই আছে সব।

আজকে আবার চারটায় নুশার সাথে মিট করার কথা বিকেলে , ওর জন্য একটা রিং কিনেছি প্লাটিনামের। কেন কিনেছি আমি নিজেও জানি না। দেখে পছন্দ হলো আর কল্পনায় সেটা নুশা মানে নিশাতের আঙ্গুলে দেখলাম। প্রথমে ভাবলাম রিং দিলে আবার কি না কি ভেবে নেয় নুশা। পরে সব বিভ্রান্তি তোয়াক্কা না করে নিয়েই নিলাম। তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায় একটি। কোন সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে নুশাকে গিফট করবো ? বন্ধুত্ব নাকি ভালোবাসা? এদুটির কোনটাই আমাদের মাঝে নেই। মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের এই রিলেশনটা কি সংজ্ঞা দেয়া যায়। খুব নতুন কিছু একটা আমাদের দুজনের সম্পর্ক, ভালোলাগা আর সম্পর্কের পরিচ্ছন্নতাই আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করেছে অনুভূতি, রেসপেক্ট আর ভালোবাসা; নাহ ভালোবাসা না, আবার হতেও পারে। আমি ওকে ভালবাসি কি না এখনো জানি না কিন্তু আমি চাই ও আমার হোক আর পৃথিবীটা আমাদের দুজনের। নুশা কি আমাকে ভালোবাসে ?

এই নুশাটার জন্য কেন যেন আমার একটু বেশী টান। কত মেয়ে আমাকে পাওয়ার জন্য ঘুরঘুর করছে কিন্তু আমার মাঝে জায়গা করে নিয়েছে এই নুশামনিটা। মাঝে মাঝে ওর অভিমান কিংবা কঠোর দৃষ্টি দেখলে মনে হয় আমার উপরে ওর একটা দাবি আছে। হ্যাঁ সত্যিই আছে। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে সেই দাবী? আমাদের অসঙ্গায়িত সম্পর্ক? কফিশপে একদিন নুশাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আমাদের মাঝে রিলেশনটা কি নুশা বলতে পারো? "

নুশা দারুন বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমাকে এক্সপ্লেইন করেছিল এভাবে ," আমাদের মাঝে যে সম্পর্কটা আছে সেটা আমরা জানি না, ইন্ডিভিজ্যুয়াল্লি যদি চিন্তা করো তাহলে আমি যেভাবে নেব আমাদের সম্পর্কটা তাই আর তুমি যেভাবে নেবে সেটা টোটালি তোমার উপরে ডিপেন্ড করবে।"

- তাহলে তো আমাদের রিলেশনটা ঝুলন্ত একটা রিলেশন বলা যায়। রিলেশন হ্যাং অন। পুরাই কুয়াকাটার ঝুলন্ত ব্রিজ।
- রিক, ফাজলামি ছারো, রিলেশন আবার ঝুলে থাকে নাকি? তাহলে সেটা কি রিলেশন বলে?
- চেইতা যাও কেনো নুশামনি? আসলে আমি জানি না আমাদের রিলেশন কি, তাই তোমাকে বললাম। আচ্ছা আমরা এভাবে কতদিন চলবো? মানে এভাবে কতদিন আমাদের দেখা হবে এই কফিশপে?
- হুম, ডিপেন্ড করে, তোমার উপরে। আচ্ছা হঠাত একথা কেনো? আমার সাথে দেখা করতে কি খারাপ লাগে তোমার?
- আহ বাবুনি, সিরিয়াসলি নিচ্ছো কেন? আমিতো এমনিতেই বললাম। থাক বাদ দাও, আমার চোখের দিকে তাকাও দেখি তোমার চোখ কি বলে। আমার কথা নাকি অন্য কারো কথা।
- আবার ঢং! চলে যাব কিন্তু?

ওর চলে যাবার হুমকি শুনলে আমি কেন যেন চুপ হয়ে যাই। ওর সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো আবেশে ঘেরা। ইচ্ছে করে এই আবেশ ধরে রাখতে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে নুশাকে বলি , "নুশা, তুমি কি আমার হবে?" কিন্তু আমি পারি না, আমার বাঁধা কোথায় আমি নিজেই জানি না।

ওহ হেল। যত্তসব আতেল মার্কা কথা মাথায় ভর করেছে। উদ্ভট সব চিন্তাভাবনা। শালার এইগুলা ভাবতেও ভালো লাগে। কি যে বিশ্রি অবস্থা আমার সেইটা শুধু আমিই বুঝতেছি। হে খোদা এত কঠিন পরীক্ষা নিও না আমার , তুমিত জানোই আমি না পইড়া পরিক্ষা দেই। আর নুশাকে আমি হারাতে পারবো না । আবার ওই মেডিকেলের বইকে তো আমি ভালবাসি না কিন্ত নিজের সেলফে তুলে রাখতে চাই। আজিব ! পুরাই আজিব!

দুইদিন পরে ভার্সিটির ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এরেঞ্জমেন্ট আমার উপরে ছেড়েছে ক্লাস মনিটরার। তাছারা ফেস্টিভ্যালের প্রেজেন্টেশনও আমাকেই করতে হবে। ক্লাস শেষে সবাইকে নিয়ে প্রস্তুতির কাজ। ছোট খাট একটা সাইক্লোন যাচ্ছে আমার উপর দিয়ে।

Copyright- realsrv@yahoo.com

“রিক আমার হাত দেখবা একটু?” তাকিয়ে দেখি আদ্রিতা। এই মেয়ে দিনে দিনে আমার ছায়া সঙ্গি হয়ে যাচ্ছে। হুট করে কোথা থেকে এসেই হাত দেখতে বলছে। আজিব !

“দেখলাম তো , তোমার হাত খুব সুন্দর।“ এই মেয়েকে এড়িয়ে যাওয়াটাই বিজ্ঞের কাজ। তাই সোজাসাপ্টা বলে দিলাম।

“ আরে আমি হাতের রেখা দেখে ভাগ্য বলতে বলছি, ইরিন বললো যে তুমি নাকি হাত দেখতে পারো, ওর হাত দেখে বলেছ যে ওর দুইটা বয়ফ্রেন্ড আর সেটা নাকি সত্যি! “

“আমাকে কি তোমার গনক টিয়া পাখি মনে হয়?”

জানি এবার এই মেয়ে প্লিজ প্লিজ প্লিজ বলা শুরু করবে। কফিশপে একবার নুশা ভীষণ রাগ করেছিল। কি করবো কিছু বুঝতে না পেরে ওর হাতটা টেনে হাতের রেখা দেখতে লাগলাম। আমার স্পর্শে নাকি জ্যোতিষ বিদ্যায় জানি না, কিন্তু ও রাগ ভেঙ্গে হেসেছিল। মিষ্টি হেসে বলেছিল,

- কি দেখলা হাতে?
- নুশামনি! তোমার দুইটা প্রেম!
- মানে কি?
- বিয়ের পরে তোমার এগারোটা বেবি হবে, তুমি চাইলে ফুটবল, ক্রিকেট, রাগবি,বেসবল যেকোন খেলার টিম করতে পারবা।
- ফাজলামি রাখো, পারলে বলো আমার হাত কার হাতে যাবে?
- এখন তো আমার হাতেই আছে, মানিয়েছে বেশ। এখানে থাকতে পারে যদি তুমি চাও।স্পর্শের উষ্ণ অনুভব আমাকেও ক্ষত বিক্ষত করে, হাতটা কি ধরে রাখব?

কথাটা বলার পরে পুরাই আবুল হয়ে গেলাম। এটা আমি কি বলে ফেলছি ! এদিকে আবেগের আতিশায্যে নুশার চোখ ছলছল,একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে । বুঝলাম ঘটনা খারাপ , ভেতরে এরই মাঝে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঘটনার রেশ কাটাতে শব্দ করে হেসে বললাম,” নুশা কেমন অভিনয় করলাম? পারফেক্ট হয়েছে না? দেখলা তোমার রাগ ভেঙ্গে গেছে, সুতরাং আমার এক্টিং ভালো হয়েছে।“ নুশার দৃষ্টি অদ্ভুত ভাবে বদলে গেলো, পারলে আমাকে খেয়ে ফেলে আস্ত।

Copyright- realsrv@yahoo.com

মেয়েদের ইমোশন নিয়ে খেলতে বরাবরই আমার ভালো লাগে। কিন্তু নুশার বেলায় আমি পারি না। শুধু এই মেয়ের চোখে তাকালেই অপরাধবোধ টের পেয়ে যাই। তাই বলে ক্রাশ খাইছি ভাবা যায় না। অন্য একদিনের কথা বলা যায়, সেদিনের কথোপকথন এমন ছিল,

- আমাকে প্রেমিক হিসেবে কেমন মনে হয় নুশা ?
- হুম, স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট ভালই তো, তোমার অন্যান্ন প্রেমিকারা ভালো বলতে পারবে।
- আজিব! তুমি এত হিংসুট কেন? মেয়েরা আমাকে লাভ করতেই পারে। আমি নিজে ঠিক থাকলেই হল, ইদানিং একটা প্রেম করতে ইচ্ছে করছে। আমার কি যোগ্যতা আছে নুশা?

- শোন রিক, আমি মোটেও হিংসে করছি না, আর আমাদের তো সেই রিলেশন নেই যেখানে আমি দাবী নিয়ে হিংসে করতে পারবো।
- একটা কথা বলবো?
- বলো,
- আমার মনে হয় আমি প্রেমিক হিসেবে ভালো হতে পারি কিন্তু জীবনসঙ্গী হিসেবে কখনই যোগ্য না। তাই তোমার অপিনিয়ন চাইছিলাম। ভালো কথা, আমার সাথে প্রেম করবা?
- আবার দুস্টামি শুরু করলা?
- নাহ, আমি সিরিয়াস।
- তুমি প্রেমিক হিসেবেও যোগ্য না।
- আমিও তাই জানি, এতক্ষনে সত্য বলার জন্যে থ্যাঙ্কস। Thats why i like you most.

আমাদের সম্পর্ক। এভাবেই চলেছি আমরা। একজন বলতে চাই অন্যজন লুকিয়ে যাই। তবুও আমি বুঝতে পারি না ভালোবাসি কি না। ভালোবাসা পরিমাপের স্কেল থাকলে দারুন হতো। আমার এত কনফিউশন থাকতো না।

আদ্রিতার হাত দেখে আর ফ্যাস্টিভালের কার্যক্রম সামলাতে পাঁচটা বেজে গেছে। নুশার কথা মনে পরে গেলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়েছে ও ওয়েট করছে কফিশপে। একবার ভাবলাম বাইক টান দিয়ে দেখা করে আসব, পরে এত কাজ দেখে আর যাওয়া হলো না। একটা মেসেজ করা যায়। পকেট থেকে মোবাইল বের করে একটা মেসেজ লিখে সেন্ড করে দিলাম যে যেতে পারছি না। নুশা একা অপেক্ষায় এতক্ষন ছিল ভাবতেই নিজেরি খারাপ লাগছিল। এই মেয়েটা আমার জন্য সব ফেলে চলে আসে আর আমি ওকে ফেলে সবকিছুর পেছনে ছুটছি। অদ্ভুত। পুরাই আজিব।

Copyright- realsrv@yahoo.com

....

নিশাতের কথাঃ অচেনা আমি

“নিশাত... নিশাত...”

চমকে বাস্তবে ফিরে এলাম। এতক্ষণ কোথায় যে ছিলাম নিজেও জানি না; তবে এই ক্লাসরুমে নিশ্চই না।

“বলো, আমি কি প্রশ্ন করেছি”।

অপমানে মুখ লাল হয়ে ওঠে আমার। আমি কিছুই শুনিনি, নার্গিস ম্যাডামের মুখ অত্যন্ত খারাপ। সামনের ১০ মিনিটের চিন্তায় আমার হাত পা কাঁপতে থাকে।

“বসে বসে আকাশ পাতাল চিন্তা করলে কি মাইক্রোবায়লজী পাস হবে? নাকি পরীক্ষার হলে যক্ষা রোগের জীবাণুর হাত ধরে গান গাওয়ার ইচ্ছা আছে?”

সারা ক্লাস হো হো করে হেসে ওঠে। ম্যাডামের মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। আমি শুধু মনে মনে বলতে থাকি, “হে ধরনী দ্বিধা হও” ধরনী দ্বিধা হবার সময় পেলো না, কারন টিং করে একটা মৃদু ঘন্টা পড়লো। ক্লাসের সময় শেষ। ম্যাডাম খুবই বিরক্ত হলেন। আমি, সুমন আর কাজল–এই তিনজনকে কোন এক অজ্ঞাত কারণে ম্যাম দেখতে পারেন না। আমাদের অমনোযোগী পেলে একেবারে তুলোধুনো করে ছেড়ে দেন।

“আগামীকাল মাইক্রোব্যাকটেরিয়ামের আইটেমটা নেবো।টার্ম এগিয়ে আসছে, এই আইটেম যারা মিস করবে তাদের কিন্তু আর নেবো না”। বিরস বদনে বলে ম্যাম ক্লাস শেষ করলেন। উফফ... একটুর জন্য বেঁচে গেছি।

“কিরে, রাত দিন রিকের চিন্তায় মগ্ন থাকলে হইবো?” সুমির টিটকারি ভেসে আসে।

“আরে ধ্যাত! আমি তো ঝিমাচ্ছিলাম। নার্গিসের ক্লাসে সজাগ থাইকা লাভ কি?”

“হেহে, চান্দু, তোমারে আমি চিনি না! যাই হোক, বুধবার আইটেমটা ভালো করে পড়ে আসিস। ম্যাম কিন্তু তোরে টার্গেট করছে”।

Copyright- realsrv@yahoo.com

কালকে কি বুধবার? আমার বুকটা ধক করে ওঠে। আমার রোল ৮৪; টিউটরিয়াল ব্যাচের শেষ রোল। ৫১ থেকে শুরু হয়ে আমার রোল আসতে আসতে নির্ঘাত আড়াইটা বাজবে। আমি ৪টার মাঝে জাম ঠেলে কফিশপে পৌঁছাবো কি করে? রিককে কি কালকে মানা করে দেবো আসতে? নাহ, তাহলে শনিবারের আগে আর দেখা হবার কোন চান্স নেই। শুক্রবারে মহাশয় যাবেন ক্যামেরা নিয়ে ফটো শ্যুটে। কিসের কি? শুধু একগাদা মেয়ের সাথে হাহা হিহি। নিজের ক্ষুদ্র মানসিকতায় নিজেই বিবর্ণ হই।

ক্যাফে ম্যাংগোর জেনারেটরটা মনে হয় নষ্ট; গরম লাগছে ভীষন। আজকে একটু সেজে এসেছিলাম, এখনতো মনে হয় ভূতের মত দেখাচ্ছে। সাদা রঙ রিকের ভীষন প্রিয়। কোলকাতা থেকে মামী গতবছর যে দুধসাদা কামিজটা এনেছিলো, সেটা বহুযত্নে তুলে রেখেছিলাম স্পেশাল কোন দিনের জন্য। আজকের দিনটা কেন সেই দিন হবে না? অনেকদিন পর আজকে রিক ভোর ৭টায় আমাকে ঘুম থেকে তুলেছে ফোন করে। চোখ খুলেই স্ক্রিনে অস্থির রিক দেখে ভয়ে লাফিয়ে উঠেছিলাম আমি। কোন বিপদ না হলে রিককে সকাল ১০টার আগে বিছানা থেকে তোলা অসাধ্য একটা কাজ।

“শুভ সকাল নুশা”।

“শুভ সকাল? গুড মর্নিং কবে থেকে শুভ সকাল হলো রিক?” রিকের কি মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি!

ফোনের ওপাশ থেকে দুষ্টুমিভরা হাসি শুনেই আমি খেই হারিয়ে ফেললাম। এই ছেলে কি জানে যে তার হাসি আমার জন্য কতটা ক্ষতিকর!

“আজকের শুভ সকালটাকে শুভ দিন করার জন্য কি করা উচিৎ জানো?”

“উমম... না”

“আমাদের সারাদিনের জন্য কোথাও হারিয়ে যাওয়া উচিত”।

“কোথায় হারাবো?”

“কোথাও না। তোমার মত বোরিং মেয়ের সাথে হারাবো নাকি আমি! খেয়ে তো কাজ নাই। পুরা রাস্তা দেখা যাবে তুমি হা করে ঘুমাবা”।

ঠাশ করে কেউ যেন আমার গালে চড় মারলো; অজান্তেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসলো আমার।

“তাও ঠিক... তাহলে তুমি হারাও। আমি ক্লাসে যাই”।

“আরে থামো থামো নুশামণি। ইশ, একটুতেই অভিমান করে অস্থির! আজকে ঠিক ৪টায় ক্যাফে ম্যাংগো। মিস করো না, তুমিই পস্তাবে। বাই সুইট... মানে বিদায় মিষ্টিহৃদয়”।

Copyright- realsrv@yahoo.com

ফুঁসে ওঠা রাগটা আবার একাএকাই জল হয়ে গেলো। আমি সত্যি নিজেকে চিনতে পারিনা যখন আমি রিকের সাথে থাকি। কিভাবে আমার ব্যক্তিত্ব এভাবে দুমড়ে মুচড়ে ভাঙ্গে রিক?

তিনবার পড়া ক্যানভাস ম্যাগাজিনটা পড়ার অভিনয় করতে করতে ঘড়ির দিকে তাকালাম।আজকে সত্যি সত্যি কান্না আসছে। ৪টায় আসার কথা, বাজে ৪টা ২৫। এই আমার সারপ্রাইজ? আজকে পরীক্ষা না দিয়ে ৪০ মিনিট ধরে সাজার এই পুরস্কার? নিজের উপর ভয়াবহ রাগ হতে থাকে। ঠিকই আছে, যেমন কর্ম, সেরকম ফল। নিজের ভেতর থেকে কেউ একনাগাড়ে আমাকে প্রশ্ন করে চললো... কে বলেছিলো পরীক্ষা মিস দিতে?কে বলেছিলো সাজতে? সাজগোজ তো তোমার একেবারেই আসে না, রিক তো হাসাহাসিই করবে। আড্ডার শিরোমণি, আয়রন ওম্যান বলে খ্যাত নিশাতের এই কি রূপ? তোমার এই অবস্থা দেখে কে বলবে যে তুমি মুঠোফোনেই তোমার দুইটা ছোট ভাইবোন আর বাবা-মা কে সামলাও? কে বলবে যে হাত না কাঁপিয়ে তুমি ডিসেকশন রুমে হৃদপিন্ড ব্যবচ্ছেদ করো অবলীলায়? সবার কাছে তুমি আত্মসম্মানে বলীয়ান আর এই ছেলের কাছে আসলেই ছিঁচকাঁদুনে অবলা নারী?

আমি নিরুত্তর থাকি। কিন্তু আমার সত্ত্বার আজকে বাঁধ ভেঙ্গেছে...সে কিছুতেই থামছে না।

"তোমার কি মনে হয় রিক তোমাকে ভালোবাসে? ওর লাইফস্টাইল জানো না তুমি? তোমার মত মেয়ে যে ওর পিছে আরো ১০টা পড়ে আছে সে কি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে আমার?"

চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে আমার। পৃথিবীর যত দীনতা, ক্ষুদ্রতা আর অসহায়ত্ব সবই যেন আমার মাথায় বিশাল এক বোঝা। অস্ফুট কণ্ঠে বলি, "ভালোবাসাটা আসলে কি?"

"ফালতু সেন্টিমেন্ট, যেটা কবিরা তাদের পসার বাড়ানোর জন্য সৃষ্টি করেছে"- কঠোর কণ্ঠে উত্তর দেয় সে।

"প্লিজ থামো"।

Copyright- realsrv@yahoo.com

ক্ষুব্ধ কণ্ঠের হাসি শোনা যায়। "শোনো বোকা মেয়ে, তোমার বাবার প্রতিটি পয়সা হিসেবের পয়সা। তোমাকে প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তি করানোর জন্য তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। রিকের বাবা একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। দুই বছর রিক বসে থাকলেও ওর কিচ্ছু হবে না। তোমার বাবার মত ওর বাবা সন্ধ্যায় ফিরে আবার ছাত্র পড়াতে বসেন না। কারণ উনার..."

"থামো" অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠি আমি।

কফিশপের ভেতরে মানুষ কম, যারা আছে তারাই চমকে তাকায়। লজ্জায় আমার কান গরম হয়ে ওঠে। আড়চোখে দেখি চশমা পড়া ছেলেটা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে। এখন আমার উচিত অতি দ্রুত কফিশপ থেকে বের হয়ে

যাওয়া। যে ছেলে সারপ্রাইজের কথা বলে প্রায় ১ ঘন্টা দেরী করে, তার জন্য অপেক্ষায় থাকার আর কোন মানে নেই; তারপরেও পারি না যেতে। ম্যাগাজিনটার পাতা ব্যস্তভাবে উলটাই শুধু।

“ম্যাম, কফি”।

“হাহ?” অবাক হই আমি। “আমি তো কিছু অর্ডার করিনি”।

“কফিটা ঐ স্যার পাঠিয়েছেন”।

ওয়েটারের নির্দেশ করা দিকে তাকিয়ে দেখি চশমা পড়া ছেলেটা। আমি তাকাতেই কফির মগটা তুলে একটু হাসলো। আমি কি মগটা নেবো? টেবিলের উপর ওয়েটার ট্রেটা রাখতেই মোকার চমৎকার ঘ্রাণ ভেসে এলো। মোকা, আমার প্রিয় কফি; অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা। টুং টুং শব্দ হচ্ছে; মেসেজ টোন। রিকের মেসেজ।

“সরি নুশা। বন্ধুরা ভীষনভাবে ধরেছে, কিছুতেই বের হতে পারছি না। প্রজেক্টের কাজ শেষ হয়নি। Call u l8er”।

চোখ জ্বালা করতে থাকে আমার; এত তুচ্ছ আমি? কি অধিকার আছে রিকের আমাকে এভাবে অপমান করার? যন্ত্রের মত কফির মগটা হাতে নিয়ে চুমুক দেই আমি। চোখ বন্ধ করে বুক ভরে শ্বাস নেই, প্রিয় মাকসুদ স্যারের লেকচার মনে পড়ে। “শ্বাস প্রশ্বাস যে শুধু আমাদের জীবন বাঁচায়, তাই নয়, জীবনের জটিলতাও দূর করতে সাহায্য করে”। ভীষন রকম ইচ্ছে হতে থাকে রিককে আঘাত করতে; আমার অনুভূতিটা কোনভাবে ওকে দেয়া যায় না?

অবাক হয়ে লক্ষ্য করি আমি মগ হাতে চশমাআলার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি তো এ ধরনের মেয়ে না, আমি...আমি...

“কফির জন্য ধন্যবাদ দিতে এসেছেন?” গম্ভীর গলা, রিকের সম্পূর্ন বিপরীত। ছোট করে ছাঁটা খাড়া চুল, কালো ফ্রেমের চশমা।

“হ্যাঁ, কিছুটা কৌতুহলও বটে। হঠাৎ কফি?”

“আপনাকে অনেক বেশী স্ট্রেসড মনে হচ্ছিলো, এজন্য ভাবলাম...”

“অচেনা সবাইকেই এভাবে কফি বিলান নাকি?” একটু কড়া শোনালো কি আমার কণ্ঠ? ছেলেটা একটু অফ হয়ে গেলো মনে হচ্ছে।

“না বিলাই না।প্রায় ৭/৮ মাস ধরেই তো আমাদের দেখা হচ্ছে। অচেনা কি করে বলি, বলুন? চেনা জানা হবার জন্য সবসময় নাম পরিচয় জানার দরকার হয় না”।

“আপনি কি ব্যস্ত?” আমার সত্ত্বা আমাকে বাধা দেয়, অপরিচিত কাকে কি বলছো নিশাত!

“কেন বলুন তো?”

Copyright- realsrv@yahoo.com

"আমি একা কফি খেতে পছন্দ করিনা"।

"আসলে, আ'ম সরি। আমি একটু ব্যস্ত। তাছাড়া আমি যার তার সাথে কফি খাইনা"।

এতটা অপ্রস্তুত কখনো হইনি। কি বলবো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কফির মগটা রেখে দেবো? অট্টহাসি শুনে আমি আরো থতমত খেয়ে গেলাম; আজকে এসব কি হচ্ছে?

"সরি সরি। দুষ্টুমি করলাম। হাহাহা, আপনার চেহারাটা যা হয়েছে না... সরি সরি"।

"আপনি মনে হয় জানেন না, আমি ভীষন রাগী। এখনি যদি এই গরম কফি আপনার নেটবুকের উপর ফেলতাম?" মুখ যতদূর সম্ভব কঠিন করে বললাম আমি।

"হাহাহা, আমি আপনাকে ৭ মাস ধরে দেখছি। গরম কফি ফেললে আপনি আপনার বন্ধুর মাথায় এতদিনে ঢেলে ফেলতেন"

এবারে আমি হেসে ফেললাম। "আমি নিশাত" টুলটা টানতে টানতে বললাম।

"আমি নীরব। You treat me just like another stranger, well it's nice to meet you"

সরাসরি নীরবের চোখের দিকে তাকালাম; গানটা চিনতে পেরেছি আমি। "ইগনোরেন্স?"

"হুমম", একটু সামনে ঝুঁকলো নীরব, চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি।

টেবিলের পাশে রাখা সাইড ব্যাগটা নজরে পড়লো আমার; সাধারনত অফিসগামীরাই এধরনের ব্যাগ ব্যবহার করে। তার মানে বয়সে না হলেও আমার থেকে সে তিন-চার বছরের বড়। আমার কি ভাইয়া ডাকা উচিত না? বোকার মত চুপ করে বসে আছি। আমি তো আর বন্ধু আফরিনের মত স্মার্ট নই...এজাতীয় পরিস্থিতিতে কি করতে হয় কি বলতে হয় কিছুই মাথায় আসছে না।আলগা স্মার্টনেস দেখিয়ে কফিটা নেবার জন্য নিজের উপর অসম্ভব রাগ হতে থাকে। কিছু করার না পেয়ে কফিতে চুমুক দিতেই গরম কফিতে জিহবা পুড়িয়ে একাকার। নীরব অথবা নীরব ভাইয়া চোখে মৃদু হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে। আমার মনে হলো যেন সে আমাকে বিদ্রুপ করছে। ভয়ানক ক্লান্তিকর আর অস্বস্তিকর কিছু মুহূর্ত কাটানোর পর নীরব নিজেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলো।

"তোমাকে তুমি করেই বলি, কি বলো? মেডিকেলে পড়ো বোধ হয়?"

কফির ধাক্কা এখনো সামলাতে পারিনি। "কি করে বুঝলেন?"

মৃদু হেসে নীরব আমার ব্যাগের দিকে ইঙ্গিত করলো। স্ট্রাপে বড় করে আমার কলেজের নাম লেখা।

"আচ্ছা আপনি কি এখানে কারো জন্য অপেক্ষা করেন?" আচমকা প্রশ্ন করে বসলাম আমি।

Copyright- realsrv@yahoo.com

নীরব একটু চমকে গেলো। অদ্ভুত একটা দৃষ্টি দিয়ে হঠাৎ করেই যেন ব্যস্ত হয়ে গেলো কফির মগটা নিয়ে। আমার ভিতরের সব সংশয়, দ্বিধা এক লহমায় মিলিয়ে গেলো। আমি এই দৃষ্টিকে জানি... শূন্যতা আর ক্লান্তিকর এই দৃষ্টির দীর্ঘশ্বাস মেশানো ছায়া আমাকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রেখেছে অনেকদিন।এ আমারই মত কেউ, আমারই মত একজন।

Copyright- realsrv@yahoo.com

নীরবের কথাঃ ধোঁয়াশার শিরোনাম।

চশমা পড়া মানুষ দেখতে আমার খুব ভাল লাগতো। চশমা পড়া মানুষ দেখতে আমার খুব ভাল লাগতো। ছোটবেলায় খুব ইচ্ছে ছিল চশমা পড়ার। কিন্তু চোখে তো আমার কোন সমস্যা নেই , তাহলে? এতো ছোট অবস্থায় লুকিয়ে লুকিয়ে চশমা পড়বো ভাবতেই পারতাম না। আবার যদিও ভাবনা মাথায় আসতো তবে সমস্যা হতো চশমা কেনার টাকা নিয়ে। আমার ধারনা ছিল চশমার দাম খুব বেশি। এতো টাকা কৈ থেকে জোগাড় করবো ??? এই চিন্তা মাথায় আসার পর চশমা পড়ার তীব্র ইচ্ছাটা মাটি চাপা দিলাম। কেননা এতো টাকা পাওয়ার কোন সম্ভবনা ছিল না আর আমি টাকা জমাতে পারতাম না। হাতে টাকা থাকলে এটা ওটা কিনে ফেলতাম। বেশির ভাগ সময় চকলেট কিনতাম। মুখে সবসময় আমার চকলেটের ফ্লেভার থাকত।

ক্লাসে বন্ধুদের মাঝে যারা চশমা পড়তো তাদের চশমার পাওয়ার কতো তা দেখার জন্য মাঝে মাঝে তাদের চশমা পড়তাম কিন্তু অত্যধিক পাওয়ারের কারণ হেতু ১ মিনিটও চোখে রাখতে পারতাম না। মাথা ঘুরত। কি আর করা! চিরস্থায়ী চশমা পড়া আর হল না আমার।

চশমা পড়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অনেক দিন পার করার পর একসময় চোখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেললাম। চোখের রেটিনায় তখন একটাই মুখ। সন্ধ্যার আবছা আলো কিংবা রাতের অন্ধাকারেও সেই প্রিয় মুখের প্রতিবিম্ব যেন রেটিনায় স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে সেজন্য অন্ধকারেও রোদেলার দিকে তা কিয়ে থাকতাম। খুব কড়া ভাবে তাকিয়ে দেখতে চাইতাম রোদেলার প্রতিটি সঞ্চালন। তার বসে থাকা, আড্ডা দেয়া প্রতিটি মুহূর্তের ছবি ধরে রেখেছে আমার চোখের রেটিনা। যার ফলাফল খুব ভয়াবহ। এ ভাবে চুপি চুপি তাকানো যে ভাল না তা খুব ভাল করেই বুঝেছি। হোয়াইট বোর্ডে স্যারের লেকচার গুলোতে চোখ বুলিয়ে অনেক কষ্টে লেখা ধরার পর নোট খাতায় তুলতে গেলেই বিপত্তি। মাথা ঘুরে আর খাতা একদম সাদা। কিচ্ছু দেখি না। ধরতেই পারি না একটু আগে শেষ নোটটা কোথায় লিখেছিলাম। একটু টেনশন হলেও ডাক্তার যখন প্রেসক্রিপশনে ডান এবং বাম চোখের এসপিএইচ -১.৭৫ লিখে দিলেন তখন অসম্ভব খুশি হয়েছিলাম। দেরি না করে দ্রুত চলে গেলাম চশমা নিতে।

copyright-realsrv@yahoo.com

চশমা পড়ে প্রথম প্রথম ক্লাসে যেতে একটু অসস্থি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এক্সট্রা কিছু মুখের সাথে লেগে আছে যেটা যেকোনো মুহূর্তে খুলে পড়বে। এই খুলে পড়ার ভয়ে মাথা নিচে করতাম না। সবসময় মাথা উচু করে রাখতাম। রোদেলা আমার প্রথম চশমা পড়া দেখে চোখ যথারীতি ছোট করে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর হি হি হি করে হাসল। হাসি শেষ হলে বলল, তোমাকে অনেক গম্ভীর গম্ভীর মনে হচ্ছে। বেশ ভাল লাগছে।

রোদেলার হাসি দেখে প্রথমে রাগ হলেও ওর শেষ কথা শুনে খুব ভাল লেগেছিল। সে দিন থেকেই চশমা আমার চোখে। রোদেলার গম্ভীর ভাললাগা নিয়ে পৃথিবী দেখি। মানুষ দেখি। রোদেলাকে দেখি।

আজ অফিসের নতুন কলিগও এই কথাই বললেন। উনার জয়েনিং বেশ কয় দিন হল কিন্তু আজকের আগ পর্যন্ত উনার সাথে আমার কথা হয় নাই। আমি নিজেই কম কথা বলি। আর আমাকে দেখতে না কি বেশ গম্ভীর লাগে। না জানি অন্য কেউ আমার কাছে কি ব্যাবহার পান এই ভয়ে না কি ফরহাদ সাহেব এতো দিন কথা বলেন নাই। আজ বোধ হয় আমাকে গম্ভীর দেখায় নি, যে কারণে ফরহাদ সাহেব একবারেই কফির দাওয়াত দিয়ে ফেললেন। প্রতিদিনের মতই আমি বের হচ্ছিলাম ক্যাফে মেঙ্গোতে যাওয়ার জন্য। ফরহাদ সাহেবকে ক্যাফে মেঙ্গোতে যেতে বলায় উনি রাজি হলেন। কফিবারটা উনি বেশ পছন্দ করেছেন। যাবার সময় বলে গেলেন তিনি মাঝে মাঝে আসবেন আর আমি যখনই আসব ফরহাদ সাহেবকে যেন নিয়ে আসি। তবে আমার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়া দেখে তিনি আর উৎসাহ দেখালেন না। মিসেস ফরহাদ শপিং এ যাবেন তাই দেরি না করে তিনি উঠে গেলেন। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আজ অনেক কিছু লিখতে হবে। লিখতে ইচ্ছে করছে। কোন কোন দিন এমন হয় যা লিখি তাতেই যেন সাহিত্য উঁকি দেয়। বেশ কাব্য কাব্য জীবন হয়ে যায় সেদিন। নদীর স্থির জলের মতো কলকল শব্দে প্রবাহিত হয় কাব্যরা। তার জলে খেলা করে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাগামহীন স্বপ্ন। ঢেউ তুলতে চায় কিন্তু কলকল শব্দে খেই হারায় অসহায় স্বপ্নরা।

Copyright- realsrv@yahoo.com

একটু আগে দেখলাম পাশের টেবিলে মেয়েটা বসে আছে। বরাবরের মতই অপেক্ষায়। মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দর। কেন জানি না মেয়েটিকে দেখলে চম্পা ফুলের কথা মনে হয়। চম্পা ফুলের চাপা সৌন্দর্যের মতই মেয়েটি দেখতে। অনেক ভদ্র মনে হয়। একটু কি অহংকারী? হয়তোবা। তবে মেয়েটির চোখ বেশ মায়াকাড়া। ঘুম ঘুম যেন চোখদুটো তার প্রিয়জনকে না দেখতে পাড়ার কষ্টে অনেক কেঁদে কেঁদে একটা মায়াময়তার আবেশ ধরে রেখেছে। দেখতেই ভাল লাগে। মনে হয় তাকিয়ে থাকি অনন্ত সময়। যদিও রোদেলার চোখে তাকালে আমার বিশ্ব দেখার ইচ্ছে জাগত না।

কথা বলার সময় আমি সাধারণত কারো চোখের দিকে তাকাই না। তাকাই ঠোঁটের দিকে। তবে এই মেয়েটার দিকে যতবারই তাকিয়েছি ততবারই ওর চোখের সীমানায় ধরা পড়েছি। মেয়েটার চোখ যেন জীবিত কোন আগ্নেয়গিরি। একবার তাকালেই সেই আগ্নেয়গিরিতে ডুবতে হয়। তাই সচরাচর ওর দিকে তাকাই না। কেমন যেন অস্বস্থি হয়। তবে এটাও সত্যি এতো দিন ধরে দেখছি তাদেরকে, মেয়েটি না তাকালেও কিংবা আমি নিজের কাজে বিজি থাকলেও ওদের উপস্থিতি টের পাই। এই তো ফরহাদ সাহেব চলে যাওয়ার কিছু সময় পরেই মেয়েটি এসে বসল। তখন শুধু

বুঝেছি সে এসেছে কিন্তু তাকাইনি। কিন্তু এবার নেটবুক থেকে চোখ তুলে তাকালাম কেননা বেশ কিছুক্ষণ হল মেয়েটা একা বসে আছে। তার বয়ফ্রেন্ড এখনো আসেনি। সাধারণত ছেলেটা এতো দেরি করে না। আজ বোধ হয় আসবে না। হয়তো অন্য কোন মেয়ের সাথে ডেটিঙে গেছে। এটাই স্বাভাবিক। গত বেশ কয় বছর ধরেই দেখছি। হয় ছেলেরা নতুবা মেয়েরা, কেউ বসে নেই। একটার পর একটা প্রেম করেই যাছে। এটাই না কি তাদের ভালবাসা। আমরা অনেক পুরনো। প্রেমিককে চিঠি লিখে প্রিয়তমা পুরনো পোস্ট অফিসের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে না। এখন সব মেইলে। ওয়েব ক্যামে ভিডিও চ্যাটে আর ইয়াহু মেসেঞ্জারে সবাই চুটিয়ে প্রেম করছে। ফেসবুকে পরিচয়, উভয়ের উভয়কে পছন্দ হলে দেখা করা তারপর এক অথবা দুই দিনের ডেট। তারপর নতুন কেউ। নতুন পছন্দের কাউকে একসেপ্ট করার জন্য ফেসবুকে বসে থাকা। প্রেম না কি এখন ওখানেই বাসা বেঁধেছে। দখিনা বাতাসে মনে শীতল ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে। অনেক আগেও যেমন দিত, এখনো তেমন তবে সময় আর চরিত্র ভিন্ন। ভিন্ন হয়তো ভালবাসার উপলব্ধি। ভালবাসার বিশালতা। তবে মেয়েটিকে এরকম কিছু মনে হয়নি। এতদিন যাবত দেখছি সে নির্দিষ্ট একজনের জন্যই অপেক্ষা করে।

ছেলেটি বেশ স্মার্ট। আধুনিক ঘরানার পোশাক আশাক তার। আমার কেন যেন মনে হয় মেয়ে টির প্রতি ছেলেটির তেমন কোন আকর্ষণ নেই। তা নাহলে মেয়েটিকে এতক্ষণ একা একা বসিয়ে রাখত না।

চমকে উঠলাম! এক ফোঁটা কি জল গরিয়ে পড়লো? আহা! টলটলে কষ্টস্নাত অশ্রু ফোঁটা কি ঐ বোকা ছেলেটার জন্য? বড় নির্বোধ এই আবেগ। মানুষ দেখে না। লোক লজ্জা নেই। যখন তখন উপচে পড়তে চায় । এই জলের মূল্য দেয়া দরকার। কিন্তু আমি কি করতে পারি? একজন অচেনা কেউ চোখের সামনে কাঁদলে কিছু করার থাকে না। সমবেদনা জানানো বোকামি। হয়তো বিরক্তি অথবা গায়ে পড়ে কথা বলতে এসেছি ভেবে তিরস্কৃতও হতে পারি। রোদেলা কি কখনো এভাবে আমার জন্য কেঁদেছিল?

এক্সকিউজ মি ...

পাতলা হ্যাংলা টাইপের ওয়েটার বেশ হাসি মুখে এগিয়ে এলো।

ঐ টেবিলের ম্যামকে একটা কফি দিয়ে এসো। বলবে আমি পাঠিয়েছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, উনি কি কফি খান জানো?

ওয়েটার একটু ভাবনায় পড়ে গেছে। ওকে আ স্বস্থ্য করলাম, ঠিক আছে একটা মোকা দিয়ে এসো উনাকে। আর আমার জন্য একটা ল্যাতে।

ওয়েটার ছেলেটা চলে যাওয়ার পর ভাবনায় পড়লাম। যদি মেয়েটা অন্য কিছু বলে বসে ! কিংবা কফি ফিরিয়ে দেয়! এ কাজ হয়তো করবে না তবুও আজ ওর মনে হয় মন খুব খারাপ। যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। কোন অনাক ঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটার আশা নিয়ে বসে আছি।

Copyright-realsrv@yahoo.com

আজ সকালে প্রতিদিনের অভ্যাস বসত সিগারেট নিয়ে বেলকোনিতে দাঁড়িয়ে টানছিলাম। আজ আকশে অনেক মেঘ ছিল। বহুদিন গত হয়ে যাওয়া সময়ের শরীর জুড়েও মেঘ ছিল। তখন কতো আপনজন ছিল। দুঃখ পেলে স্নেহ মমতায় আশ্রয় মিলত। প্রিয়জন গুলো আজ দূর আকাশের মেঘের মতো। কষ্ট জমিয়ে কালো ভেলায় ভেসে বেড়ায়। অনেক দূর থেকে ছুঁয়ে দেয় বৃষ্টির জল হয়ে। তারপর আবার শুষ্কতা। ভয়াবহ শুন্যতা। ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেট এর দিকে তাকিয়ে কিছু কবিতার লাইন বিক্ষোভ করে উঠল। তারাও কতো আপনজন !!! হৃদয় নিংড়ানো দুঃখ কষ্টের নির্যাস। শুধু কালি কলমের মায়ায় বেঁধে ফেলা। এইটুকুই প্রত্যাশা তাদের।

সিগারেটের মতো ফুরিয়ে যায় প্রিয়জন। শৈশব কৈশরের শীতের কুয়াশা ঘেরা বনে স্বজনরা আপন হয়। আরো কাছাকাছি বসে থাকে স্বপ্নাতুর চোখে। ভালবেসে ঘর বাঁধে টুনটুনি পাখি। বিচিত্র আল্পনা এঁকে কাছে আসে, দূরে যায় বিচিত্র জন্তু জানোয়ার। এই কাছে আসা যাওয়াও শেষ হয় মেঘ বৃষ্টির বিকেল বেলায়।

সুখ টানে সুখ কৈ? হৃদয় ভর্তি ছাইয়ের পাহাড়। ফুরিয়ে যায় জীবন কণা সিগারেটের শেষ টানে স্বজনহীন এই বিজন বনে।

সকালে বেল্কনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখা কবিতাটা পড়ছিলাম। ওয়েটার কফি দিয়ে গেল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম কি এক ম্যাগাজিনের পাতা উলটাতে। ওয়েটার কফি নিয়ে মেয়েটির টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমি মনে সংশয় নিয়ে তাকিয়ে আছি।

না বাজে কিছু ঘটেনি। তবে মেয়েটা একটু অবাক হয়েছে। কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। আমার দিকে তাকাল। চোখে জিজ্ঞাসা। একটু মনে হয় বিরক্ত। এই অবস্থা কাটানোর কি উপায় থাকতে পারে !!! ভয় শঙ্কা ঝেড়ে ফেলে স্মিত একটু হাসলাম। মেয়েটা তবুও বিরক্ত। ভাবছি যা হয় হোক, আমি আমার লেখায় মন দেই। মাথা নিচু করে লিখছি হঠাৎ কারো উপস্থিতিতে আমার মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটল। তাকিয়ে দেখি আমার সামনে মেয়েটি কফি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমিই কথা বললাম, "কফির জন্য ধন্যবাদ দিতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, কিছুটা কৌতুহলও বটে। হঠাৎ কফি?"

মিষ্টি একটা গলায় কথাটা শোনার পর কেমন যেন এক শূন্যতা ঘিরে ধরল আমাকে। দীর্ঘদিন যে ন কেউ এভাবে কথা বলেনি আমার সাথে। মেয়েটির জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনাকে অনেক বেশী স্ট্রেসড মনে হচ্ছিলো, এজন্য ভাবলাম......"

"অচেনা সবাইকেই এভাবে কফি বিলান নাকি?"

copyright- realsrv@yahoo.com

একটু আগের মিষ্টি গলাটা কেমন যেন অচেনা লাগলো। কি বলব বুঝতে পাড়ছি না। তবে এবার মনে হয় সত্যি কথাটা বলাই ভাল।

“না বিলাই না। প্রায় ৭/৮ মাস ধরেই তো আমাদের দেখা হচ্ছে। অচেনা কি করে বলি, বলুন? চেনা জানা হবার জন্য সবসময় নাম পরিচয় জানার দরকার হয় না”

“আপনি কি ব্যস্ত?”

মনে হল বলি, জি ব্যস্ত। কিন্তু মেয়েটি কেন জানতে চাইছে সেটা জানার জন্যই বললাম, কেন বলুন তো?

“আমি একা কফি খেতে পছন্দ করিনা”

Copyright- realsrv@yahoo.com

বেশ হেসেই কথাটা বলল। খেয়াল করছি একটু আগের সেই বিষণ্নতা মেয়েটির চোখে মুখে নেই। আমার সাথে বসে কফি খেতে চাইছে। কিন্তু এভাবে কি বলে দেয়া যায়, হ্যাঁ বসতে পারেন! মেয়েটাকে একটু ভয় দেখান যায়। বিষণ্নতা চোখে মেখে যতোটা না সুন্দর লাগছিল মেয়েটিকে এখন ততোটা সুন্দর লাগছে না। আমার চুপ চাপ থাকতে থাকতে মনে হয় কথা কম বলা অসুখে পেয়েছে। নিজেও কম হাসি আর অ ন্যের হাসি খুশি চেহারা দেখতেও ভাল লাগে না। মেয়েটিকে একটু ভয় দেখানর জন্য বললাম , “আসলে, আ’ম সরি। আমি একটু ব্যস্ত। তাছাড়া আমি যার তার সাথে কফি খাইনা”

একটু মনে হয় বেশিই বলে ফেলেছি। ভীষণ অবাক হয়েছে মেয়েটি। ওর ভ্যাবাচেকা মুখটা দেখে চরম হাসি পেল। হাসি থামিয়ে বললাম, “সরি সরি। দুষ্টুমি করলাম। হাহাহা, আপনার চেহারাটা যা হয়েছে না... সরি সরি”

খুব ঝটপট উত্তর দেয় মেয়েটি “আপনি মনে হয় জানেন না, আমি ভীষন রাগী। এখনি যদি এই গরম কফি আপনার নেটবুকের উপর ফেলতাম?”

মেয়েটির কঠিন মুখ দেখে হাসি পেল খুব “হাহাহা, আমি আপনাকে ৭ মাস ধরে দেখছি। গরম কফি ফেললে আপনি আপনার বন্ধুর মাথায় এতদিনে ঢেলে ফেলতেন”

এবার যেন রাগ কমে গেছে মেয়েটির। মুখ থেকে কা ঠিণ্যের আভা সরিয়ে শরতের রোদ খেলে গেল। মুখে হাসি নিয়ে বসতে বসতে বলল, “আমি নিশাত”

নিশাতের এপ্রচ দেখে মনে হল, এই ৭/৮ মাসেও আমরা কেউ কাউকে দেখিনি। যদিও আমাদের কথা হয় নি আর এটাই হয়তো অপরিচিতের সাথে কথা শুরু করার চিরাচরিত নিয়ম। আমি এই নিয়ম একটু ভেঙ্গেই বললাম , “আমি নীরব, You treat me just like another stranger, well it’s nice to meet you”.

গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার চোখে তাকিয়ে বলল নিশাত , “ইগনোরেন্স?”

ঠিক কি “ইগনোর’’ এর কথা বলল নিশাত না বুঝেই বললাম , “হুমম”

রিকের কথাঃ অসংজ্ঞায়িত ভালোবাসা আর অতৃপ্ততার কাহন

আজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে। লাইফের ফার্স্ট বোধহয়। রিলেটিভদের কেউ মারা গেলেও এত সকালে কেউ আমাকে উঠাতে পারে না। এর পেছনে অবশ্য একটা কারন আছে। লাইফের স্বপ্ন পূরণের প্রথম স্টেয়ার । ফ্রান্সের নামিদামী ফটোগ্রাফি ইন্সটিটিউট " চার্লস ফটোগ্রাফি স্কুল " এ ফাইল জমা দিয়েছিলাম ছয় মাস আগে। সেখান থেকে তাঁরা আমাকে অফার করেছে তিন বছরের ফটোগ্রাফি কোর্সের জন্য। ফ্রান্স দূতাবাসে কাগজ জমা দিয়েছিলাম , আর আজ ভিসা পেয়ে গেছি। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার ধ্যান জ্ঞান সব এই ফটোগ্রাফিকে ঘিরে। আমার স্বপ্নসিঁড়িতে প্রথম পা রাখা হলো। নিজের ভেতরে অদ্ভুত এক চাপা উত্তেজনা। সাড়ে বারোটায় দূতাবাস থেকে বেড়িয়ে প্রথমে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললাম। আজ বাকি দিন নুশাকে নিয়ে কাটালে খারাপ হয় না! ভাবতেই রোমাঞ্চকর লাগছিল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে ডায়াল করলাম নুশাকে ,

"হাই নুশামনি"

"রিক! তুমি এসময়ে কল করলে? ব্যাপার কি?"

"তোমার কি আজ ক্লাস আছে নুশা?"

"সানডেতে আমার ক্লাস অফ তুমি জানো না? এতদিন থেকে বলে আসছি!"

"ও হ্যাঁ তাইতো! আজ কি সানডে?" যথাসম্ভব আশ্চর্য হওয়ার মত ভয়েজে জিজ্ঞাসা করলাম।

"হয়েছে আর নাটক করতে হবে না, কি বলবে বলো"

"শোন, আমি দুই ঘন্টার মধ্যে ক্যাফে ম্যাঙ্গতে আসছি। তুমি দেরী করো না প্লিজ , ঠিক আড়াইটায় আমি ক্যাফেতে থাকবো। তুমি ঝটপট তৈরি হয়ে চলে এসো। বাই , টেক কেয়ার এঞ্জেল।"

Copyright- realsrv@yahoo.com

ওপাশ থেকে নিশাত কিছু বলতে চেয়েছিল , ওকে সেই সুযোগ না দিয়েই কেটে দিলাম। আমি জানি ও আসবে, যত ঝড় আসুক ও আসবে। হ্যাঁ ঝড়ের কথা থেকেই আকাশের দিকে তাকালাম। আজ আকাশ মেঘলা। বাইক রেখে নুশাকে নিয়ে রিকশায় ঘুরব সারা বিকেল। মেঘলা বিকেলে মেঘমাদুর বিছানো ধরণীর বুকে দুজন ভেসে বেড়াব শীতল কিংবা থমকে যাওয়া বাতাসে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেট দুই আঙ্গুলের টোকায় পারদর্শী ভঙ্গিতে ছুরে ফেলে বা ইক স্টার্ট দিলাম।

গুলশান থেকে মহাখালি হয়ে ধানমন্ডির দিকে যেতে শুরু করলাম। সকাল থেকে তেমন কিছু খাওয়া হয়নি তাই স্টার কাবাবের সামনে বাইক পার্ক করে ঢুকে পরলাম। গতবছর একদিন নিশাতকে হোস্টেলে পৌঁছে দেয়ার সময় স্টার কাবাবের সামনে বৃষ্টি শুরু হলো। বাইক রেখে ঢুকে পড়েছিলাম দুজনে। আমি রাক্ষসের খাচ্ছিলাম আর নিশাত মিটিমিটি করে হাসছিলো। ওকে হাসতে দেখে একটা চিকেন পিস ঠেসে ধরলাম ওর মুখে , সে কি অবস্থা! মনে হতেই শব্দ করে হেসে ফেললাম। পাশের টেবিলের মেয়েটি চোখবড় করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, মনে হয় লাইফে ফার্স্ট কাউকে হাসতে দেখছে। ইচ্ছে করছিল মেয়েটির দিকে চিকেন লেগ পিস এগিয়ে দিয়ে বলি,”খাইবা?”, রাগ সামলে দুইঠোঁট এক করে যথাসম্ভব প্রশস্ত করে একটা হাসি দিয়ে আবার খাওয়ায় মনোযোগ দিলাম। পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখি পৌনে তিনটা বাজে! আজকেও লেট!

ক্যাফে ম্যাঙ্গতে ঢুকে দেখি নুশা বসে আছে। প্র তিবার যেমন দেখি ডানহাতে ওর মোবাইল ঘুরপাক খাচ্ছে , আজও তার ব্যাতিক্রম নয়। পা টিপে পেছন থেকে যেয়ে ওর চোখ চেপে ধরলাম। আমার হাতে হাত আলতো স্পর্শ করিয়ে আধোঅভিমানী স্বরে বললো, “হয়েছে রিক, আর ঢং করতে হবে না, তুমি না আড়াইটায় আসবে বলেছিলে?”

আমি প্রতিবার লেট করলে নুশা পাহাড় সমান অভিমান নিয়ে ভাবতে থাকে আজকে আসলে ওকে চিকেন ফ্রাই কিংবা কিমা বানিয়ে ফেলবো, কিন্তু যখন আমি ওর কাছাকাছি এসে দাঁড়াই তখন ও আর অভিমান বশ করে রাখতে পারে না, অভিমান কমে আধোঅভিমান হয়ে যায়, ক্ষনিকবাদে হিমশীতল। বাইকের চাবি টেবিলে রেখে বললাম,

“খুব ক্ষুধা লাগছিল। তাই স্টারে ঢুইকা খাইলাম।“

“আমাকে বলতে পারতে তো! টাইম নিয়ে কি কোনদিন তোমার সেন্স হবে না?”

নিশাতকে বলতে ইচ্ছে করলো যে আমি হয়ত আর লেট করতে পারবো না, নেক্সট উইকে আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু বলতে পারলাম না। কেন পারলাম না আমি নিজেও জানি না। এতটা সময় খুব চ ঞ্চল ফিল করলেও হঠাত করে ভেতরটা দুমরে মুচরে যাচ্ছিল। এই মেয়েটিকে না দেখে আমি থাকব কিভাবে ? তিন বছরে এক একটি দিন কেমন হবে এই পাগলীকে ছাড়া? আশঙ্কা ভীড় করছিল মনে। সবকিছু চেপে এক চিলতে হাসি হেসে বললাম ,

Copyright- realsrv@yahoo.com

“আহা নুশামনি! তুমি স্কুলের মিস এর মত আমাকে উপদেশ দিতে থাকো কে ন? তারচেয়ে ভালো কফি অর্ডার করি, তাছারা আজ একটা প্ল্যান আছে”।

“কি প্ল্যান আবার?” ফ্যাকাশে মুখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে নিশাত , মনে হচ্ছে ওর অন্যকোথাও কোন কাজ আছে।

“আগে কফি আসুক, পরে তোমাকে বলছি প্ল্যানটা কি। তোমার কি কোন কাজ আছে?“

“নাহ, তেমন কিছু না।“ কিছু বলতে চেয়েও হাসিমুখে রইলো নিশাত।

কফি চলে এলো। আজ ভাবিছি পকেটে থাকা প্লাটিনাম রিং ওকে প্রেজেন্ট করবো। তখন ওর অভিব্যাক্তি কেমন হবে, ভাবতেই ভালো লাগে।

“নুশা, আজ সারা বিকেল তুমি আর আমি রিকশায় করে ঘুরব। “

“কেন? তোমার বাইকের কি হয়েছে?”

“মেঘলা আকশের নীচে দুজনে পাশাপাশি বেড়াব সমস্ত শহর“ নিশাতের সামনে নুইয়ে পরা চুল সরিয়ে দিয়ে বললাম। যখনি ওকে স্পর্শ করি কেমন যেন নীরব হয়ে যায়। খুব অবাক লাগে। এই মেয়েটি অন্যসব মেয়ের থেকে অনেক স্পেশাল আমার কাছে, অনেক ভালো লাগার একটি মেয়ে যার চোখ অনেক কিছু বলে আর আমি বুঝেও না বুঝার ভাব ধরে থাকি। আমি আমার কনফিউশন কাটিয়ে উঠতে পারি না, কনফিউশন আমি ওকে ভালোবাসি নাকি ও শুধু আমার ভালোলাগার একটি মেয়ে?

মেঘলা আঁধারের আকাশের নীচে দুপাশে সারি সারি ছাতিম গাছের মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত রাস্তায় রিকশায় করে দুজনে মেঘলা বিকেল অনুভবের নেশায় চলতে শুরু করলাম। হঠাত ক রেই শীতল ঝরো হাওয়া বইতে শুরু করলো। শেষ বিকেলের গোধূলি বেলায় কাঁদতে শুরু করলো আকাশ। আজ ভিজতে ইচ্ছে করছে। নিশাত রিকশার হুড তুলে দিতে চাইলেও বারন করলাম আমি। রিকশা চলেছে আর বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ছে হাতে মুখে। অন্যরকম এক অনুভূতির জগত। দুজনে ভিজে কাকভেজা সমস্তটা। একসময়ে শীতল বাতাসের প্রকোপে নুশার উষ্ণ হাতের স্পর্শ চমকে দিলো আমায়। এতখানি উষ্ণতার জন্য হয়ত শত নয়, হাজার বছর অপেক্ষা করা যায়। নুশার দিকে তাকাতে দেখি ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সে চোখের কি আবেদন ছিল সেদিন তা বুঝতে পারিনি। অজান্তেই দুজনে কাছাকাছি এসে ছুঁইয়ে দিলাম ঠোঁটে ঠোঁট। A kiss in rain, A perfect romance. স্থায়িত্ব কতক্ষন জানি না, কিন্তু উষ্ণতা পরিপূর্ণ।

ফুলার রোডের স্পিড ব্রেকারে রিকশার ঝাঁকুনিতে সম্ভিত ফিরে পেলাম দুজনে। নিজেকে সামলে নিয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে ভাবলাম এ কি হয়ে গেলো? এভাবে ! নিশাত একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, হয়ত ও নিজেও ভাবতে পারেনি এমন কিছু ঘটবে যার রেশ ও কাটিয়ে উঠতে পারছে না। দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে। বাকি পথ দুজনের নীরব বসে থেকে কাটলো। নিশাতের হোস্টেলের সামনে এসে থামল রিকশা। নিশাত রিকশা থেকে নেমে আমার দিকে তাকিয়ে

Copyright - realsrv@yahoo.com

আছে, আমিও হতভম্ব হয়ে অনুতাপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম, দেখছিলাম নিশাত চলে যাচ্ছে। অন্যসব দিনের মত নুশার হাত ধরে রিকশা থেকে নামিয়ে “বাই এঞ্জেল” শব্দটি উচ্চারন করতে পারছিলাম না। আজ হঠাত এমন কেন হলো? নিশাত কি ভাবছে? ঠিক না বেঠিক? এমনসব আজেবাজে প্রশ্ন খেলছিল মনে। বাসায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেলো। রাতে ঘুম হলো একফোঁটাও।

প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। নিশাত এই এক সপ্তাহে কোন যোগাযোগ করেনি। অনেক বার ভেবেছি ফোন করবো ওকে, কিন্তু অনুতপ্ততা আর অপরাধবোধ গ্রাস করছিল আমাকে। নিশাত তো পারতো একটা ফোন করতে , আবার সব আগের মত স্বাভাবিক করতে পারতো। দুজনে ফের আগের মত। নিশাত কি আমার মত অনুতপ্ত? আজ আমি বাইরে চলে যাচ্ছি, নিশাত এখনো জানে না আজকের দিনটির পরে আবার কবে আমাদের দেখা হবে। আদৌ হবে কি না। ইমিগ্রেশন লাউঞ্জে বোর্ডিং পাস নিয়ে বসে সেই প্লাটিনাম রিং হাতে ঘুরাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম নিশাতকে। শেষটায় আমাদের সাথে এমন কেন হলো? সবকিছু ছন্নছাড়া হয়ে গেলো। নিশাতকে বলাই হয়নি ওর জন্য এই রিং কেনা হয়েছে।

লাউঞ্জের মনিটরে দেখাচ্ছে আর ১০ মিনিট। চলে যাচ্ছি এক অজানা দেশে যেখানে অনেকটা দিন নিশাত না দেখে কাটিয়ে দিতে হবে। আমি কেন এখনো ডিসিশনে আসতে পারছি না যে আমি ওকে ভালোবাসি। কিন্তু আমার সবসময় মনে হয় ওকে ছারা বাকি জীবন কাটানো প্রায় অসম্ভব আমার জন্য। ওকে ছাড়া যে কিছু ভাবতেই পারছি না। নিশাত তো বলতে পারতো, হয়ত মেয়ে বলে মনের কথা কখনো প্রকাশ করতে পারেনি। আর আমিও কত বড় গাধা যে ওকে কখনো বুঝতে পারিনি।

Copyright- realsrv@yahoo.com

পকেট থেকে মোবাইল বের করে আবারো স্ক্রিনে দেখলাম, নাহ নিশাতের নতুন কোন মেসেজ নেই। অন্তত একটা মেসেজ করতে পারতো! আজ মনে হচ্ছে আবার কবে দেখতে পাবো আমার এই এঞ্জেলকে, আজ অনেক বেশীই মিস করছি ওকে। হঠাত করেই নিশাতের ফোন, হাত কাঁপছে আমার। ফোন রিসিভ করে কাঁপা গলায় বললাম,

“হ্যালো!”

“কেমন আছো রিক?”

“নুশা! তুমি এত রাতে ঘুমাও নি? শরীর খারাপ করবে তো!”

“সেদিনের পর থেকে ঘুমাতে পারিনি, ভেবেছি তুমি হত ফোন করবে, সবকিছু আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যাবে, কিন্তু তুমি করনি”

“তুমিও তো পারতে নুশা একটা ফোন করতে”

“অনেকবার চেয়েছি, অজানা কোন বাধায় পারিনি, আজ কিন্তু ফোন আমিই করেছি, আর আমি আজ বুঝতে পেরেছি তুমি অনেক ভীতু একটা ছেলে, যে নিজেকে বুঝতে পারার সাহস রাখে না। “

“নুশা আমি অল্পকিছুক্ষনের মধ্যে চলে যাচ্ছি”

“কোথায়?” চিৎকার করে বললো নুশা। কেঁপে উঠল আমার ভেতরটা , যথাসম্ভব স্বাভাবিক হয়ে বললাম,

“তোমাকে বলা হয়নি, প্যারিসের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষনের মধ্যেই আমার ফ্লাইট ছাড়বে।“

ওপাশে নিশাত নিশ্চুপ হয়ে যায়।

“হ্যালো?” ব্যাকুল হয়ে উঠি আমি। “নুশা?” আবেগের বান ডাকে যেন, নিজেকে নিজে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনা আমি।

“রিক... আমি...”

টু টু আওয়াজে সংবিত ফেরে আমার, নুশা লাইন কেটে দিয়েছে। নুশার বাকি কথাগুলো শোনার জন্য আমার ভেতরটা ছটফটিয়ে ওঠে। বাকিটুক বাকিই রয়ে যায়। ইমিগ্রেশন লাউঞ্জে এনাউন্স হচ্ছে। বোর্ডিং দেখিয়ে ভেতরে যেয়ে বিমানের জানালায় তাকিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। একে একে আমাদের দুজনের অন্তঃসার শূন্য দিনগুলিতে রং তুলির স্পর্শ খুঁজে পাই আমি। মনে প ড়ে কফিশপে কাটানো সময়, নিশাতের অভিমান, নিশাতের হাসি, নিশাতের কান্নার রং, নিশাতের ভালোবাসা। ভালোবাসা!!!

বিমান রানওয়ে ছেড়ে উড়ে গেছে ততক্ষনে, আর আমিও বুঝতে পেরেছি আমি সত্যিই তাকে ভালোবাসি। আজ এই দূরত্বটুকু না থাকলে হয়ত এই ভালোবাসা আমি কোনদিন বুঝতে পারতাম না। হাতের উপরে এক ফোঁটা জল পড়তেই বুঝতে পারলাম, এই হয়ত ভালোবাসা। আজ ভালোবাসা আমার চোখের জল হয়ে আজ অঝোরে ঝরছে। রূপকথার রাজ্যের রাজকুমারী কি অপেক্ষায় থাকবে আমার জন্য? অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, “I have Holding her hands, but didn’t understand her love. She grows within me, but I neglect her. I deserve that punishment, but I love her too. Pardon me my love, Now I can understand you, I love you girl, love you a lot.”

Copyright- realsrv@yahoo.com

নিশাতের কথাঃ মেঘ-রৌদ্রের খেলা

অনেকদিন পর আজকে সূর্যোদয় দেখলাম। ছাদের রেলিংএ ঠেস দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত সূর্যের দিয়ে চেয়ে আছি আমি... অপূর্ব এক লালিমায় চারপাশ পরিপূর্ন। শেষ সূর্যোদয় দেখেছিলাম বোধ হয় দুই বছর আগে, কুয়াকাটাতে। আমি ভীষন ঘুমকাতুরে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মাতাল হবার ইচ্ছে পুরোমাত্রায় থাকলেও ঘুমের দেশে স্বপ্নের মাঝে হারানোটা আমার কাছে বেশী উপভোগ্য। কিন্তু বাবার জন্য পারলাম কই? ভোর পাঁচটায় টানতে টানতে নিয়ে গেলো সৈকতে। ঘুম ঘুম চোখে কৌতুক নিয়ে দেখছিলাম আমার পঞ্চাশোর্ধ বাবার আহ্লাদ আর মার সাথে প্রেম। হঠাৎ রক্তাক্ত আভায় আকাশ জেগে উঠতেই আমি অবাক হয়ে দেখি সাগরের ঠিক মাঝখানে ডিমের কুসুমের মত একটা সূর্য উদিত হচ্ছে, বিশ্বসংসারকে যেন জানান দিচ্ছে তার শ্রেষ্ঠত্ব। মাতাল করা সে আবহাওয়ায় আমি কিছু না বুঝেই হেঁটে চলছিলাম সূর্যের দিকে, আচ্ছন্ন এক নির্বোধের মত। ঢেউএর পর ঢেউ এসে আমাকে সাবধান করেছিলো, “ফিরে যাও নিশাত। আমি এক সর্বনাশা প্রেম”। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চেয়েছিলাম আমি সেই প্রেমকে। হঠাৎ মার চিৎকারে বাস্তবে ফিরে দেখি আমার কোমরের উপর পর্যন্ত জল, সর সর করে সরে যাচ্ছে পায়ের নিচের বালি, আমি ডুবে যাচ্ছি। প্রচন্ড ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। সাগরের নোনা জল নাক মুখ দিয়ে প্রবেশ করে কখনো না পাওয়া সেই প্রেমের আবেগকে গ্রাস করেছিলো এক মুহূর্তে। আমাকে পানি থেকে উঠিয়ে এনে বাবা বুকে চেপে ধরে রেখেছিলো অনেকক্ষণ, স্পস্ট শুনেছিলাম বাবার হৃদপিন্ডের ধুক ধুক শব্দ। এতদিন ভুলেই ছিলাম সেই ভয়ংকর অনুভূতি, হঠাৎ কাল বিকেলের পর ফিরে ফিরে আসছে অনুভূতিটা। রাতে অনেকবার ঘুম ভেঙেছে আমার, মনে হচ্ছিলো কিছু যেন বুকের উপর চেপে বসে আছে। একটা কষ্টের দলা, অথবা জমাট বাঁধা ভালোবাসা। মনের অজান্তেই একবার আঙ্গুল নিয়ে স্পর্শ করলাম নিজের ঠোঁট, দম বন্ধ করা সে অনুভূতি।

কাল সকালে রিক যখন ফোন করে তখন আমি ক্লাসে। রিকের সকাল শুরু হয়ে দুপুরে, তাই স্ক্রিনে রিকের নাম দেখেই চমকে উঠেছিলাম।জানি না কেন আজকাল এরকম হয়। গতানুগতিকের বাইরে কিছু হলেই ভয়ে শিউরে উঠি, কোন খারাপ খবর নয়তো? রিকের সান্নিধ্য পাবার জন্য রবিবারে ক্লাস অফের মিথ্যে অজুহাত দিয়ে দিলাম। এরকম অজুহাত আমি অসংখ্যবার দিয়েছি। যখন যেদিন রিক ফোন করে, সেদিনই আমার অফ ডে। রিকের একদিনও

Copyright- realsrv@yahoo.com

সন্দেহ জাগে না যে একটা মেডিকেলের ছাত্রীর শুক্রবার ছাড়া অফ থাকে কি করে। আসলে রিক এসব মনে রাখার দরকারও বোধ করে না। জানতাম সে আড়াইটায় কখনো কফিশপে থাকবে না, তারপরেও লাঞ্চ না করেই সোয়া দুইটা থেকেই কফিশপে বসে ছিলাম। রিকের জন্য অপেক্ষা, ক্ষণে ক্ষণে ঘড়ি দেখা আর বুকের মাঝে অস্থিরতা... উফফ, কে বলে ভালোবাসা শুধু কবিদের পসার বাড়ানোর হাতিয়ার?

পেছন থেকে রিক এসে চোখ চেপে ধরতেই আমি কেঁপে উঠেছিলাম। রিক জানা সত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিয়েছিলাম ওর হাত। কিন্তু রিককে একটু অন্যরকম মনে হচ্ছিলো। অস্থিরতা নেই; কেমন যেন উদভ্রান্ত ভাব, যেন নিজের সাথে যুদ্ধ করছে। ঘোরলাগা অদ্ভুত দৃষ্টি অস্বস্থিতে ফেলে দিয়েছিলো আমাকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দেরী করার জন্য অভিমানী ভাব দেখানো শুরু করলাম।

“আহা নুশামনি ,তারচেয়ে ভালো কফি অর্ডার করি ?তুমি স্কুলের মিস এর মত আমাকে উপদেশ দিতে থাকো কেন ! প্ল্যান আছে তাছাড়া আজ একটা”।

বুক আবার দুরু দুরু করে ওঠে আমার, প্ল্যান? রিকের কোন সারপ্রাইজই এপর্যন্ত আমার জন্য ভালো কিছু বয়ে আনেনি।

আজ সারা বিকেল তুমি আর আমি রিকশায় করে ঘুরব ,নুশা“”।

যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললাম, “আর তোমার বাইক”?

আস্তে করে আমার কপালের চুল সরালো রিক, কিছু একটা বললোও সাথে। কিন্তু আমি কিছু শুনলাম না। চুলে তো কোন নার্ভ থাকে না, কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স কিচ্ছু জানে না। যদি নাই থাকে, তাহলে রিক আমার চুল স্পর্শ করলেই আমার সমস্ত অস্তিত্ব এভাবে কেঁপে ওঠে কেন? কি ভীষন ভালো লাগায় ভরে যায় চারিদিক। আল্লাহকে অসংখ্যবার ধন্যবাদ দেই যে একজন মানুষ আরেকজনের মনের কথা বুঝতে পারেনা।যদি রিক এসব বুঝতো তাহলে সুইসাইড ছাড়া আমার উপায় থাকতো না।

Copyright- realsrv@yahoo.com

বিকেলে রিকের সাথে রিক্সায় উঠতেই আকাশ কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিলো। প্রকৃতিও মনে হয় চায় না যে আমরা একটু শান্তিমত আন্তরিক সময় কাটাই। আর রিকের মাথাও আজ এমনি নষ্ট ছিল, যে ছেলে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতেও রেইনকোট ছাড়া নড়ে না; সে আজকে বৃষ্টিতে ভিজবে।ঠিক উপন্যাসের মতই আমরা রিক্সাতে ওঠা মাত্র বৃষ্টি শুরু হলো, ঢাকা ভার্সিটিতে দেখলাম অজস্র লাল, বেগুনি আর হলুদ ফুলে ছেয়ে গিয়েছে রাস্তা। বৃষ্টিস্নাত পথ, নির্জন রাস্তা আর রিকের সান্নিধ্য - কি যে হলো আমার মাঝে নিজেই বুঝলাম না। অসঙ্কোচে রিকের হাতটা ধরলাম, এই মুহূর্তটার স্বপ্নেই বুঝি কেটেছে আমার সারাটি কিশোরীবেলা। রিকের তীব্র দৃষ্টির সামনে নিজেকে ভীত কবুতর ছানা মনে হচ্ছিলো; এক মুহূর্তে রিক কি ভীষন রকম অচেনা হয়ে গেলো। তপ্ত একজোড়া ঠোঁট নিজের ঠোঁটের ওপর অনুভব করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। রিকের বাহু শক্ত করে চেপে ধরলাম; প্রাণপণে বোঝাতে চাইলাম, “please, don’t let

me go”. হঠাৎ করেই যেমন কাছে এসেছিলো, তেমনি হঠাৎ করেই রিক দূরে সরে গেলো। কেমন ঘোরের মাঝে সময় কাটলো, হঠাৎ দেখি আমার হোস্টেল এসে গেছে। রিক নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো, একটা কথাও বললো না। বিশাল এক শূন্য মাঠের মাঝখানে আমাকে একা ফেলে রিক চলে গেলো। কি লজ্জা, কি লজ্জা। ভাগ্যিস আমার সামনে এখন কোন আয়না নেই। আমি নিশ্চিত যে আকাশের লালিমা এখন আমার দুই গালে আর কানে শোভা পাচ্ছে। ক্লাসের ফাঁকে বা ওয়ার্ড থেকে ফেরার সময় অথবা ক্ষনিকের বৃষ্টির অবসরে লাজুক মনে এতদিন যে ভালোবাসার স্কেচ আমি কল্পনার পেন্সিলে আঁকতাম, তাতে রঙ বসানোর জন্য রিক আমার হাতে রঙতুলি ধরিয়ে দিয়ে গেছে। রেলিংএর উপরে রাখা মোবাইলটা আরেকবার চেক করলাম, নাহ রিকের কোন মেসেজ নেই। ভীষন কথা বলতে ইচ্ছে করছে, ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে রিকের চিন্তার প্রতিটি জাল। কি ভাবছে সে এখন? কেন ফোন করছে না? বারবার স্ক্রিনে রিকের নাম এনে কল কেটে দেই... কিসের এক দ্বিধায় ফোন করতে পারিনা। হঠাৎ মোবাইলে টুং টুং শব্দ শুনে কাঁপুনিতে মোবাইল হাত থেকে ফেলে দেই; রিকের মেসেজ? মোবাইল তুলে দেখি রিমাইন্ডার বাজছে, সকাল সওয়া সাতটা বেজে গেছে কোন ফাঁকে। নিজেকে শোনাই, “ক্লাসে যাবার সময় হয়েছে নিশাত!”

সকাল ১০টায় ফার্মাকোলজী লেকচার শেষ করেই হুড়মুড় করে ক্লাসরুম থেকে বেরুচ্ছি, আসিফ আটকালো।

“কিরে, এভাবে দৌড়ে কই যাস?”

“আরে দোস্ত, আজকে ওয়ার্ডে মুকুল স্যার সিভিএস আইটেম নিবেন। একবারো প্রাকটিস করিনাই”।

“হেহেহে, তুই এখনো জানোস না? স্যার তো আজকে আসবেন না, আইটেম ক্যান্সেল”।

অপ্রত্যাশিত সংবাদে লাফিয়ে উঠলাম আমি। “বলিস কি!” পরমুহূর্তেই মন খারাপ হয়ে গেলো। আইটেম না হলেও বা কি? ক্লাস অফ পাওয়ার জন্য তো আর রিককে ফোন করা যাচ্ছে না। রিক কেন এখনো ফোন করছে না? সময় কাটানোর জন্য আজিজ সুপারের দিকে রওনা হলাম।বিদিতে আজকে আমি মনের আশ মিটিয়ে বই ঘাটবো। নতুন বইএর ঘ্রাণ নেবো, বুকে চেপে অনুভব করবো শব্দাবলী।

“নিশাত না? কি খবর?”

ওয়েডিং সং বইটা থেকে মুখ তুলে অপ্রত্যাশিতভাবে নীরবকে দেখে চমকে উঠি আমি।

“আরে, আপনি এখানে! অফিস ফাঁকি দিয়ে বই ঘাটছেন?”

নীরব শব্দ করে হেসে ফেলে। “এভাবে অ্যাকিউজ করলে কেমন হবে? অফিস ফাঁকি দেইনি, ছুটিতেই আছি। তা ডাক্তারদের কি সকালে ক্লাস থাকে না নাকি?”

কপট রাগ দেখালাম আমি। “আজকে আমার ক্লাস অফ। আমি কিন্তু সিরিয়াস স্টুডেন্ট”।

“তা কি বই কিনছো?”

Copyright- realsrv@yahoo.com

“এখনো জানি না, যেই বইএর ঘ্রাণ পছন্দ হবে সেটাই নেবো”।

নীরবের চোখে কৌতুক খেলে গেলো, “বইয়ের ঘ্রাণ তো আর লেখার মানের উপর নির্ভর করে না। এখন যদি বিদিশার এরশাদের লেখা বইয়ে তুমি ফুলের সুবাস পাও, তখন?”

থতমত খেয়ে চুপ করে গেলাম আমি, মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো হঠাৎ করেই। বয়সে ছোট পেয়ে ফাজলামি করছে?

“আপনি এত খোঁচা দিয়ে কথা বলেন কেন?”

“সরি সরি। আরে এমনিতেই বলেছি। বইয়ের ঘ্রাণ আমারো খুব পছন্দ”।

“এখন পরিস্থিতি সামলানোর জন্য বানিয়ে বানিয়ে বলছেন?”

“বাপ্রে, এক কথা বলে তো ভালো ঝামেলায় পড়লাম। তা ডাক্তার সাহেব, বই কেনার পর কি আমি আপনাকে এক গ্লাস লাচ্ছির দাওয়াত দিতে পারি? পেনাল্টি হিসেবে?”

“হু পারেন, তবে যদি ডাসের লাচ্ছি হয় তবে”।

নীরবের ডান ভুরু একটু উঁচু হলো। “ঢাকা ভার্সিটির ছাত্র নই, সেজন্য ডাসে খুব কম যাওয়া হয়েছে। দেখি আজকে ডাস কেমন লাচ্ছি বানায়!”

ডাসের পিছনে লাচ্ছি হাতে একটা গাছের নিচে বসে আছি আমরা। আজকের আবহাওয়া ভালো না, গরম বাতাস যেন মুখের সাথে আঠালো হয়ে সেঁটে যাচ্ছে।

“তারপর? আর কি খবর তোমার? আর তোমার বন্ধুর?”

“উমম, ও আছে, ওর মতো। আমি আছি, আমার মতো”।

“চমৎকার উত্তর। কিছুই বোঝার উপায় নেই কার মনে কি চলছে”।

হেসে ফেললাম আমি। “আপনি কি ম্যাগাজিন কিনলেন এটা, পানকৌড়ি নাকি?”

“হ্যাঁ”, ম্যাগাজিনটা আমার হাতে দিলো নীরব।“পেজ নাম্বার ৩৮-টা খোলো। তিন নাম্বার কবিতা”।

“আপনি রাইটার, মানে কবিতা লেখেন?” বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলাম আমি।

“এত চোখ বড় করে তাকানোর কোন দরকার নেই। যে লেখে সেই রাইটার। আমাকে শব্দের কারিগর বলতে পারো”।

শব্দের কারিগর! অবশ্য পানকৌড়িতে যার লেখা ছাপা হয় সে যদি ভাব না মারে তবে কে মারবে? আমি লাচ্ছি পাশে রেখে পত্রিকাটা খুলি। তিন প্যারার ছোট্ট কবিতাটায় আবেগের মেঘ জমাট বেঁধে যেন বৃষ্টি নামাতে চাচ্ছে, কিন্তু রোদের প্রকোপে পারছে না। অজান্তেই আবৃতি করে উঠি,

Copyright- realsrv@yahoo.com

“জলে মেঘে বেশ গল্প থাকে
গল্প থাকে না এই নগরে
অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না
রোদ থাকে সে নগর জুড়ে”।

হঠাৎই নীরবকে আমার ভীষন জানতে ইচ্ছে হলো। কোথা থেকে পাশ করেছে, প্রথম বইপড়া, অতর্কিত প্রেম, আর ভবিষ্যতের ভাবনা- সবকিছুই। কিছু না ভেবেই হঠাৎ বলে বসলাম,

“আচ্ছা, সত্যি কি এই নগরে অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না?”

নীরবের হাত থেকে লাচ্ছি একটু চলকে পড়ে গেলো। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। নীরবের চোখে ইমোশন যেভাবে খেলা করে, সেরকম আর কারো দেখিনি। তার ভেতরের সব চিন্তাই যেন চোখে ফুটে ওঠে। এই যেমন এখন দেখেই মনে হচ্ছে ঝড় বইছে তার মনে, কবিতার ঝড় কি?

অদ্ভুত গলায় থেমে থেমে বললো সে, “এটা...একটা কবিতা...শুধু কবিতা...”।

অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, আমি কি পুরনো কোন আঘাতে নতুন করে খোঁচা দিয়েছি? এক চুমুকে বাকি লাচ্ছিটুকু শেষ করলো নীরব।

“আমার একটু যেতে হবে। আমাকে যদি কখনো দরকার হয়, তুমি জানো আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। যাই আজকে”।

একবারও পিছনে তাকালো না নীরব। সামনে রিক্সা আসতেই উঠে বসলো। ভীষন অবাক লাগল আমার। হঠাৎ কি হলো? যা ইচ্ছে হোক, আমার কি? লাচ্ছিটা শেষ করে মোবাইলটা আরেকবার চেক করলাম, নাহ রিকের কোন পাত্তা নেই। হঠাৎ ভীষন জেদ চেপে বসলো আমার মাঝে। দেবো না ফোন, রিক ফোন না দিলে কখনোই দেবোনা। ভালোবাসার দায় কি শুধু আমার? রিক আমাকে চায় না? চোখের কোণে জ্বালা করতে থাকে। অভিমানের বাষ্প জমাট বেঁধে জল হয়ে গড়িয়ে পড়তে চায়, জোর করে নিজেকে সামলিয়ে রিক্সার খোঁজে হাঁটি আমি। ভীষন তপ্ত রোদে মনের মাঝে একটা লাইন ঘুরপাক খায়, “অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না, রোদ থাকে সে নগর জুড়ে”।

সাতটা দিন পেরিয়ে গেলো, রিকের এখনো কোন খবর নেই। ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারিনা, ঘুমাতে পারিনা। সাতটা দিনে এক মুহূর্তের জন্যও মোবাইলটা কাছছাড়া করিনি। শব্দ হলেই অস্থির হয়ে যায় মন, ভাবি রিক কিনা। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে আমার, রিক এমন কেন করছে? এর মানে কি সে আমাকে ভালোবাসে না? ক্ষণিকের ভুলের জন্য অপরাধবোধে ভুগছে? ভালোবাসার কয়েক সেকেন্ডের স্পর্শ রিকের কাছে এখন পাপ? অপমানের খোঁচায় রক্তাক্ত হতে থাকি আমি প্রতিটি মুহূর্তে। রাত আড়াইটায় আর থাকতে পারিনা আমি, নিজের অহংবোধ আর আত্মসম্মান জলাঞ্জলী দিয়ে রিককে ফোন দেই। ওপাশে অর্ণবের “হারিয়ে গিয়েছি” গানটা শুনতে শুনতে লালচে মুখে পাশবালিসটা শক্ত করে চেপে ধরি। নিজের হার্টবিট নিজেই টের পাচ্ছি। ১০ সেকেন্ডকে আমার মনে হয় দীর্ঘ ১০টি বছর।

Copyright-realsrv@yahoo.com

“হ্যালো?”

“রিক?” কেঁপে ওঠে আমার গলা। “কেমন আছো তুমি?”

রিক চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। হঠাৎ আমার ভিতরের জমানো অভিমান আর ক্ষোভ বন্যার জলের মত তোলপাড় করে বেরিয়ে আসে। হড়বড় করে কথা বলতে থাকি। অনেক প্রশ্ন আমার, অনেক জমানো কথা। যান্ত্রিক কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছে, হট্টগোল। রিক কোথায় যাচ্ছে? আর্তচিৎকার করে উঠি আমি।

প্যারিসের উদ্যেশ্য কিছুক্ষনের মধ্যেই আমার ফ্লাইট ছাড়বে ,তোমাকে বলা হয়নি“”।

প্যারিস? আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। অন্ধকার এক গর্তে অসহায়ের মত পড়তে থাকি আমি। “রিক... আমি...” হঠাৎ গ্রাস করা শূন্যতাকে আমি প্রাণপণ চেষ্টাতেও সরাতে পারিনা। মোবাইলটা সুইচ অফ করে দেই। আজ আমার কান্না আসে না; শুকনো চোখে সামনের দেয়ালে ঝোলানো কার্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকি আমি, আমার জন্মদিনে রিকের দীর্ঘ মেসেজ। প্রতিদিন ঘুমুতে যাবার আগে আমি একবার করে শেষের লাইনটা পড়ি, “doc, heal me from all these sorrow and I’ll follow you in your afterglow”. তার দুঃখগুলো আপন করে নেবার সুযোগ রিক আমাকে দেয়নি, আমার আর কার্ডটার প্রয়োজন নেই। অক্ষম আক্রোশে কার্ডটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে থাকি আমি।

২।

ফরেনসিক মেডিসিনের ভাইবা পরীক্ষা দিয়ে কলেজের করিডোরে এসেই বড় করে নিঃশ্বাস নিলাম আমি। আহ, কি শান্তি! ১৭দিন ধরে টানা পরীক্ষাই দিয়ে যাচ্ছি, টার্ম পরীক্ষাগুলো এত দীর্ঘ হয় কেন? হোস্টেলে ফিরে ক্যালেন্ডারে বিজয়ীর মত শেষ তারিখে টিক চিহ্ন দিলাম। সাথে একটা ছোট ধাক্কাও খেলাম। রিক দেশ ছেড়েছে প্রায় ১ মাস। কেমন আছে রিক? প্যারিসে নাকি অনেক ঠান্ডা? তুষারপাত কি হয় ওখানে? ফায়ার প্লেসের সামনে গুটিশুটি হয়ে বসে কি আমার কথা মনে পড়ে ওর? চোখ ধাঁধানো শুভ্রতা আর ধোঁয়াটে আচ্ছন্ন আকাশ কি ওকে একাকী করে না? রাস্তায় হাত ধরে হেঁটে বেড়ানো ভালোবাসার চাদরে মোড়া যুগলদের দেখলে কে ওর বুকে ধাক্কা লাগে না? আমি জোর করে ভাবি, রিক ভালো নেই। রিক অনেক কষ্টে আছে। আমার ফেসবুক ডিএকটিভ করা, মোবাইল নাম্বার বদলে ফেলেছি। আমার ভাবতে ভীষন ভালো লাগে রিক পাগলের মত ফেসবুকে আমার নাম লিখে সার্চ দিচ্ছে, আতি পাতি করে খুঁজছে আমার ফোন নাম্বার, পাগলের মত মেইল পাঠিয়ে উদভ্রান্ত করে দিচ্ছে আমার ইয়াহু ইনবক্সটাকে। চাপা দীর্ঘশ্বাস বুকে চিড়ে বের হয়। পরীক্ষা শেষে আজকে হোস্টেল বলতে গেলে ফাঁকা। সবাই হয় মামা-খালার বাসায় নতুবা মনের মানুষের হাত ধরে লিখছে তাদের গল্পের নতুন চ্যাপ্টার। সবাই জানে রিক চলে গেছে।তাদের করুণামিশ্রিত দৃষ্টি সারাক্ষণ ঘুরপাক খায় আমার চারপাশে। হঠাৎ করেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। ঝটপট রেডি হয়ে নিলাম। উদ্দেশ্যহীনের মত হাঁটতে শুরু করলাম।

“মামা, কোথাও যাবেন নাকি?”

Copyright: realsrv@yahoo.com

আমি অবাক হয়ে শুনি আমি বলছি, “মামা, ধানমন্ডি পাঁচ, গ্রীনরোডের দিকে”। আমার আমি কারো সঙ্গ পেতে চাইছে, চিৎকার দিয়ে অচেনা কাউকে শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে মনের সব কথা। চেনা মানুষের করুণাভরা দৃষ্টি নয়, অচেনা কারো সহমর্মিতা আমার ভীষন প্রয়োজন। দুই চোখ বেয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরছে, আটকানোর চেষ্টা করলাম না আমি। শূন্য থেকে শুরু করবো আমি আমার জীবন, একদম শূন্য থেকে। রিক নামে কেউ কখনো আমার জীবনে ছিলো না, কখনো না।

কফিশপে ঢুকেই দেখি নীরব তার নির্ধারিত স্থানে বসে আছে। সাথে সাথে সংশয় আর লজ্জার মেঘ এসে আমায় ঘিরে ধরলো। কিছুতেই মন সায় দিলো না নীরবের টেবিলে গিয়ে বসতে। আমার আর রিকের টেবিলের দিকে তাকিয়ে নতুন করে জল এলো চোখে। জোর করে শক্ত করলাম নিজেকে।নির্জিব বস্তুর আবার উনিশ বিশ কি? কফির অর্ডার দিয়ে ক্লান্ত ভাবে তাকালাম নীরবের দিকে। সে নিজেই উঠে এলো।

“কি আজ এতোদিন পর যে?”

“আমি ভীষন ক্লান্ত, ভীষন। দ্বিধা আর অপূর্ণতার হিংস্র ছোবলে আমি পরিশ্রান্ত। আমার অনেক কিছু বলার আছে। আপনি কি শুনবেন আমার কথা?”- বাক্যগুলো পাগলের মত উঠে এলো আমার ভেতর থেকে। কিন্তু মুখে বললাম, “এইতো...”। যেন এই একটি শব্দে অচেনা এই ছেলে সব বুঝে যাবে, চেনা রিক ২ বছরে যা বুঝতে পারেনি। প্রাণপনে প্রার্থনা করছি যেন রিক সম্পর্কে কিছু কেউ জিজ্ঞেস না করে, আমি রিককে চিনিনা। নীরব সেটাই করে বসলো। উত্তর দিলাম না আমি, উলটে প্রশ্ন করলাম যেটা মনের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিলো একটা মাস।

“আচ্ছা এই নগরে অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না কেন বলতে পারেন?”

‘নিশাত অষ্টপ্রহর প্রেম আমরা অন্তরে লালন করি কিন্তু প্রকাশ করতে ভয় পাই। যদি সেখানে রোদের ঝলকানিতে ভালবাসা পুড়ে যায়, এই ভয়ে!’

Copyright- realsrv@yahoo.com

কথাগুলো একদম বুকের মাঝখানে আঘাত করলো। রোদের ঝলকানিতে ভালোবাসা পুড়ে যায়, এটাই নাগরিক ভালোবাসার সত্যতা। এটা উনিশ শতকের রবীন্দ্র আর শরৎএর উপন্যাস নয়, এটা ফাঁপা আর অকেজো একুশ শতক। মেঘের আড়ালে সূর্য হাসে না, সূর্য মেঘকে পুড়িয়ে ফেলে।

“কষ্ট না পেলে এমন মনে দাগ কেটে যাওয়া সত্য কবিতা লেখা সম্ভব না। আপনার কবিতার প্রেরণা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে” দ্বিধাহীন ভাবে বলি আমি। প্রথমদিনের অনুভূতিটা কেন যেন তীব্র হয়ে উঠছে।এ আমারই মত কেউ, আমার মতই একজন।

নীরব একটু থমকালো, তারপর গল্প বলতে শুরু করলো; নীরব আর রোদেলার গল্প। অজান্তেই চোখ ঝাপসা হয়ে উঠলো আমার, হিংসার নীল সাপ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরলো আমায়। রোদেলা এতটা নিষ্ঠুর হয়েও এত ভাগ্যবতী? আর আমি

রিকের জন্য কি করিনি? নীরব থামলে ঠান্ডা কফির গ্লাসটা আঁকড়ে ধরে তাকালাম তার দিকে। নীরব ভীষন সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে, তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো সে। আমার বুকটা দুরু দুরু করে উঠলো, কি বলবে সে?

“নিশাত আমি কি এই চোখের জল মুছে দেয়ার যোগ্য? তুমি কি আমাকে সেই সুযোগ দিবে?”

চমকে উঠলাম আমি। জিহবায় নোনা জলের স্বাদ পেতে বুঝলাম বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে আমার দু’গাল বেয়ে। অস্থিরতায় ফেটে পড়তে চাইছে আমার সত্ত্বা। অজানা অচেনা বহু আকাংখিত যে যত্ন আর নির্ভরতার জন্য বুভুক্ষের মত অপেক্ষায় ছিলাম আমি, সে এসেছে। ভালোবাসা মুখ্য না মানুষটি মুখ্য? নীরব একটু সামনে ঝুঁকলে তার আবেগের বাষ্পেভরা চোখ আমাকে টালমাটাল করে তোলে। অসহায়ের মত থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে আমি তাকিয়ে থাকি নীরবের বাড়ানো হাতের দিকে।

Copyright- realsrv@yahoo.com

নীরবের কথাঃ অন্ধকার যাপন

Copyright- realsiv@yahoo.com

এপার্টমেন্টের ১২ তলায় আমার ফ্ল্যাট। শহরের কোলাহল পেরিয়ে, নিষ্করুণ শুষ্ক শহর থেকে বেশ কাছেই ফ্ল্যাটটা। বন্ধুর ডেভেলপার বাবার প্রথম এপার্টমেন্ট। এপার্টমেন্টের কাজ চলাকালীন সময় আমরা সব বন্ধুরা এখানে এসেছিলাম। আড্ডা, হৈ হুলোর করে সময় কাটিয়েছিলাম। মনে গেঁথে গিয়েছিলো জায়গাটা। নতুন গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকার এক কর্নারে বিল্ডিঙটা। বিল্ডিঙের এক পাশে প্রশস্ত রাস্তা আর অন্য পাশে পরিতেক্ত ফাঁকা অংশ। ১৪ তলার বিল্ডিং এর নির্মাণাধীন ১০ তলায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিলো, আহা এখানে যদি আমার একটা ফ্ল্যাট থাকত! সেদিনের এই হঠাৎ চেয়ে ফেলা ইচ্ছা যে এতো দ্রুত পূরণ হবে তা ভাবিনি কখনো। বাবার রেখে যাওয়া কিছু টাকা আর আমার উপার্জনের টাকা মিলিয়ে চাকরীতে জয়েন করার ২ বছরের মাথায় এই ফ্ল্যাট নিজের নামে কিনে নিলাম। বন্ধুর বাবা ডেভেলপার হওয়াতে একটু সুবিধা হয়তো পেয়েছি তবে আমার এই কর্নারের ফ্ল্যাট পাওয়ার ক্ষেত্রে আমার বন্ধু সৈকতের অবদানই বেশি। সেই সব কিছু ম্যানেজ করে দিয়েছিল। এখন আমি হাতে কফির একটা মগ নিয়ে বারান্দায় দাঁড়াই। রেলিঙের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে আয়েস নিয়ে তাকিয়ে থাকি দূরে , বহুদূরে। আমার এই ব্যালকনি থেকে শহরের অনেক দূর দেখা যায়। আর বিল্ডিঙের পাশের রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ আর গাড়ির আনাগোনা দেখি। খেলনার মতো দেখতে মানুষগুলোকে দেখে বেশ অবাক হই। এই ছোটো ছোট মানুষ গুলোই কি ভীষণভাবেই না জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে। চাইলেই ছেড়ে দেয়া যায় না আবার খুব আপন করে কাছে ধরে রাখাও যায় না।

বেশ কিছুদিন ধরে আবহাওয়া মেঘলা। তবে খুব একটা বৃষ্টি নেই। হালকা শীতল বাতাস আর রাতের আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। ছুটির দিনগুলোতে সাধারণত বাড়িতেই থাকি। আজ দুপুর শেষে মেঘলা আকাশ মাথায় নিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই শরীরের সাথে লেগে থাকা খুব পরিচিত এক বিষন্নতায় চোখে জলের অস্তিত্ব জানিয়ে দিল, আমি ভাল নেই। কফি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই বৃষ্টি নামলো। অঝোর বৃষ্টি। আমার ঠাণ্ডার খুব সমস্যা। একটু ভিজলেই সাইনাসের তীব্র ব্যাথায় খুব কষ্ট পাই। তবুও আজ সব কষ্ট ভুলে বৃষ্টির মাঝে নিজেকে সঁপে দিলাম। আমাকে নিয়ে বৃষ্টি খেলতে লাগলো তার সিক্ততার খেলা। ভাসিয়ে দেয়ার এই খেলায় সব সময় বৃষ্টিই জয়ী হয়। আমি

অসহায় শালিকের মতো শুধু ভিজে গেলাম। ঝাপসা মানুষ, ঘর, গাড়ি আর খুব প্রিয় ভালবাসা বিবর্ণ ক্যানভাসে আমাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে গেল। আমি হাতে তুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঁক লাম ভীষণ বাঁচতে চাওয়ার আকুতি নিয়ে প্রতিনিয়ত মৃত এক পরাজিতের বীভৎস রঙহীন সাদা কালো ছবি।

সেদিন বিকেলে রোদেলাকে দেখলাম ক্যাফেটেরিয়ার জানালা সংলগ্ন চেয়ারে বসে আছে। একটু আগে হয়ে যাওয়া ঝুম বৃষ্টির বড় বড় কিছু ফোঁটা রোদেলার চেয়ার ঘিরে জানান দিচ্ছে নিজের উপস্থিতি। রোদেলাকে দেখলাম হাত দিয়ে বৃষ্টি ফোটাকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। আঙ্গুল দিয়ে বড় বড় এক একটা ফোঁটাকে অন্য ফোঁটার সাথে যোগ করে দিচ্ছে ফলে জমে থাকা বৃষ্টি কনা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে মেঝেতে। রোদেলা একটু একটু করে হাসছে। আবার পরক্ষনেই বিষণ্ন হয়ে যাচ্ছে। কি যেন ভাবছে। বৃষ্টি ফোঁটার সাথে হয়তো কথা বলছে। কতো আপন করে নিয়েছে বৃষ্টিকে। আজ তার সব কথাই বৃষ্টির সাথে। আমার উপস্থিতিতেও তার কোন ভাবান্তর নেই। রোদেলার কাছে আজ অনেক অচেনা আমি।

আজ বিশ্ববিদ্যালয় পেরুনোর চারটি বছর পার হয়ে গেছে আর রোদেলার সাথে যোগাযোগ ছাড়া পেরিয়ে গেছে ৪ বছর তিন মাস ১৮ দিন। অনেক সময়। একজন মানুষের ফিরে আসার জন্য ব্যার্থ অপেক্ষা করার জন্য এই সময় যথেষ্ট বেশি। এটা অনেক সত্য, যে যায় সে আর কখনো ফিরে আসে না। হয়তো ফিরে আসে তবুও তাকে ফিরে আসা বলে না। অনেক বেশি মুখোশ পড়ে ফেলে মানুষ। বিচিত্র মুখোশের আড়ালে প্রকৃত মানুষ হারিয়ে যায়।

রোদেলা খামখেয়ালীপনায় বিশ্বাসী ছিল। কেউ তার কাছে এলে তাঁকে সে খুব আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করতো। মিশত বন্ধুর মতো। তবে এই মেলামেশাটা এমন পর্যায়ের ছিল যে পর্যায়ে গিয়ে আমি নিজেও রোদেলার নাগাল পেতাম না। সে অনেক উচ্চে অথবা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকত। কতদিন, কতদিন যে এভাবে কেটে গেছে যেখানে রোদেলা তার নিত্য নতুন বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকত, আমার সাথে কথা বলারও তার সময় হতো না। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগতো। আর খারাপ লাগার পরিমান বেশি হলেই আমার সিগারেট খাওয়ার মাত্রা বেড়ে যেত। তবে এই কষ্টকর অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হতো না কেননা রোদেলার সেই সব তথাকথিত নতুন নতুন বন্ধুরা একদিন ঠিকই রোদেলাকে ছেড়ে চলে যেত। কারণ একটাই, রোদেলার অত্যধিক অহংবোধ। রোদেলা এ কথা মানতে চাইত না। আমিও মানিনি তবে গত ৫ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে শেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রোদেলাকে পড়তে পারা। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারতাম সে কি ভাবছে। ওর ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে কাউকে খোঁজার মানে আমার কাছে স্পষ্ট ছিল। আমি এও জানতাম কখন, কোনদিন রোদেলার মন খারাপ থাকবে এবং কেন। কখন এবং কি কারণে তার মন আবারো ভাল হয়ে যাবে এ বিষয়ও রোদেলার আচরণ দেখে বলে দেয়া আমার পক্ষে খুব একটা কষ্টের কিছু ছিল না।

রোদেলা কাউকেই তার সমকক্ষ ভাবতে চাইত না। তার যোগ্যতা, সৌন্দর্য আর মানুষকে প্রভাবিত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। সে না বললেও এবং তার সব বন্ধুরাও আমার এই কথার বিরোধিতা করলেও আমি জানি রোদেলা খুব বেশিদিন কাউকেই সহ্য করতে পারত না। রোদেলা নিজে র ভুল গুলো বুঝতে চাইত না কিন্তু অন্যের সামান্য

Copyright-realsrv@yahoo.com

কোন ভুলের কারণে তাঁকে নাজেহাল করতেও ছাড়ত না। আমি তাঁকে বলেছি সে কেন এরকম আচরন করে? জবাবে রোদেলা চুপ করে বসে থেকে আমার হাতটা তার হাতের মাঝে বন্ধ করে ধরে রইলো কিছুক্ষণ। কোন কথা বলল না শুধু তার মাথাটা আমার বুকে রেখে বসে রইলো।

রোদেলা বরাবরই এরকম। যখন কষ্ট পায় তখন আমাকে ছেড়ে যায় না কখনো কিন্তু যখন আনন্দে থাকে তখন আমাকে ভুলে যায়। এমন অনেক বারই হয়েছে যখন আমাদের মাঝে কথা হতো না। প্রথম প্রথম ১ দিন, সর্বোচ্চ ২ দিন আমাদের কথা হয়নি। সে এগিয়ে আসেনি কখনোই। আমিই নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে ওর সাথে কথা বলেছি। তবে সে আমাকে এড়িয়ে চলেনি। আমি কথা শুরু করে দেয়ার পর সে ঠিক আগের মতোই আমার সাথে ভাল করে কথা বলেছে। তবে এই কথা না বলে থাকার স্থায়ীত্ব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। রোদেলার এক রোখা স্বভাব আর রোদেলার প্রতি আমার অত্যধিক ভালবাসা বারেবারে রোদেলার কাছে নিজেকে ব্যাক্তিত্বহীন করে তুলেছিলাম। ভালবাসার কাছে আবার ব্যাক্তিত্বের বিবাদ হবে কেন? আমি তাঁকে ভালবাসি এটাই সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু রোদেলা তার প্রচণ্ড রকমের ব্যাক্তিত্ব দেখাতে গিয়ে আমাকেও অবহেলা করেছে। কখনো এক মাস, কখনো তারও বেশি সময় আমার সাথে কথা বলেনি কোন কারণ ছাড়াই। রোদেলার শীতলতা দেখে মাঝে মাঝে আমিও এগিয়ে যাইনি। তাহলে কি রোদেলার প্রতি আমার ভালবাসার ঘাটতি পড়েছিল? কখনোই না। এ কথা মানতে পারব না। যতক্ষণ আমরা পাশাপাশি থাকতাম তার চেয়েও বেশি স্পর্শে থাকতাম যখন আমরা দূরে থাকতাম। এক একটা রাত বড়ই যন্ত্র ণার কেটেছে। অপেক্ষা করে ছিলাম শুভ্র সুন্দর একটা সকালের আশায়। সকাল এসেছে কিন্তু আমরা হয়তো কেউই ঠিক ফিরে আসতে পারিনি। আমরা পাশাপাশি বসে থাকতাম পুরনো কিছু চিরাচরিত অভ্যাসের কারণে ...

যদিও অনেক পুরনো এ আত্মীয়তা

পাশাপাশির ছন্দপতন আমাদের অজান্তেই

তবুও পাশাপাশি বসে থাকা

নির্দিষ্ট কিছু অভ্যাসে।

Copyright- realsrv@yahoo.com

আমাদের শেষ কথা হয়েছিল সেদিন ক্যাফেটেরিয়ায়। রোদেলা বসে বসে বৃষ্টির ফোঁটার সাথে খেলা করছে অথবা কে জানে হয়তো অভিমানে বৃষ্টি ফোঁটাকে চোখের জল ভেবে অবহেলে ফেলে দিচ্ছে। জানা হয়নি সে কথা। রোদেলাও বলেনি। এই ধারাবাহিক নির্লিপ্ততা আমাদের মাঝে দুস্তর ব্যাবধান করে দিয়েছে। আজ আমরা একে অন্যকে ভালবাসলেও হয়তো কেউ কাউকে আপন করে চাই না। আমাদের কাছাকাছি থাকার স্মৃতি খুব একটা সুন্দর না। পরিমানও কম। হতাশা বেশি। তাই হয়তো আমরা সেদিন চুপ চাপ বসে ছিলাম পুরনো কিছু অভ্যাসে। এর পর রোদেলা আমার সাথে কোন যোগাযোগই করেনি। আমি প্রথম দিকে খোঁজ নিতাম। তখন তাঁকে কিছু সময় হাস্যোজ্জ্বল দেখেছি আবার কখনো নির্লিপ্ত নয়নে রাজ্যের মেঘ দেখে চমকে উঠেছি। এই পর্যন্তই। চোখের আড়াল

হতে হতে আমরা একসময় মনেরও আড়াল হয়ে গেলাম। রোদেলার কোন খোঁজ আমি আজ আর পাই না। সেও কি আমার কোন খোঁজ জানে?

দেশের সবচেয়ে পাঠক প্রিয় ম্যাগাজিন মাসিক 'পানকৌড়ি'র কার্তিক সংখ্যায় একটা কবিতা পাঠিয়েছিলাম। সম্পাদক সাহেব নিজেই আমাকে ফোন করে কবিতা দিতে বললেন। অনেক সম্মানিত বোধ করেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল। আজ কার্তিকের ৭ তারিখ। সৌজন্য সংখ্যা এখনো হাতে পৌঁছায়নি। তবে বাজারে না কি এসেছে। শোনার পর দেরি করলাম না। দ্রুত ছুটলাম আজিজ মার্কেটে। 'পানকৌড়ি' তে নিজের লেখা পড়ে খুব আনন্দিত আমি। খুশি মনে মার্কেট থেকে বের হয়ে আসছি এমন সময় চোখ যেন কোথাও আটকে গেল। তাকিয়ে দেখি বইয়ে মুখ গুজে খুব মনোযোগ দিয়ে নিশাত কি যেন পড়ছে।

"নিশাত না? কি খবর?"

নিশাত যেন চমকে উঠল। তবে ভাল কিংবা খারাপ কোন খবরই জানাল না। কৌতূহলবশত জানতে চাইলাম কি বই কিনছ?

নিশাতের উত্তর শুনে ভাবনাতে পড়ে গেলাম। আজ পর্যন্ত এমন মানুষ চোখে পড়েনি যারা কিনা বইয়ের ঘ্রাণ শুকে বই কিনে। এটা নিশাতের চপলতাও হতে পারে। যাচাই করার জন্যেই বললাম, "বইয়ের ঘ্রাণ তো আর লেখার মানের উপর নির্ভর করে না। এখন যদি বিদিশার এরশাদের লেখা বইয়ে তুমি ফুলের সুবাস পাও, তখন?"

নিশাত যেন একটু বিরক্ত হল। চোখে মুখে একটা বিরক্তির আভাস দেখতে পেলাম। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য নিশাতকে লাচ্ছি খাওয়ার কথা বললাম। হেমন্ত চলে এলেও এখনো প্রকৃতি অনেকটাই রুক্ষ , শুষ্ক। ভাবলাম একটু ঠাণ্ডায় বসে নিশাতের সাথে কিছু আলাপ জমান যায়। অনেকদিন পর দেখা। বেশ ভাল লাগছিলো। ভাবিনি কখনো এভাবে কোথাও দেখা হবে।

নিশাত দাওয়াত কবুল করলে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক বাবা, আমার উপর কেউ কোন কারণে বিরক্ত হয়ে আছে জানলে ভীষণ অস্বস্থি হয়। আপাতত এই যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচা গেল।

নিশাতই ঠিক করলো ডাসে লাচ্ছি খাবে। ডাসের পিছনে একটা বড় কড়ই গাছের নিচে আমরা বসে লাচ্ছি খাচ্ছি। "তারপর? আর কি খবর তোমার? আর তোমার বন্ধুর?"

বেশ চটপটে উত্তর দিল নিশাত "উমম, ও আছে, ওর মতো। আমি আছি, আমার মতো"

শুনে বেশ ভাল লাগলো। তবে ক্যাফে মেঙ্গোর সেই নিশাতকে আজ একটু অন্যরকম মনে হল। খুব পরিচিত অভ্যাস বদলে ফেললে মানুষ কিন্তু বদলে যায় না। তাতে অন্য কোন ঘটনা থাকে । থাকে কিছুটা রহস্য।

Copyright- realsiv@yahoo.com

কথা ঘুরানোর জন্যই আমার হাতের ম্যাগাজিন নিয়ে কথা বলল নিশাত। ওকে আমার কবিতাটা দেখালাম। বেশ অবাক হয়েই ম্যাগাজিনটা হাতে নিলো। কিছু সময় যেন সে কবিতার মাঝে ডুবে গিয়েছিলো। হঠাৎ আবৃতি করলো কবিতার কিছু লাইন,

"জলে মেঘে বেশ গল্প থাকে
গল্প থাকে না এই নগরে
অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না
রোদ থাকে সে নগর জুড়ে"

হঠাৎই কেমন যেন এলোমেলো মনে হল নিশাতকে। একটু বিষণ্ন। এবার মনে হয় সেই পুরনো নিশাতকে ধরতে পাড়ছি। জানতে চাইল, "আচ্ছা, সত্যি কি এই নগরে অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না?"

চমকে উঠলাম। ছোট খাট একটা ধাক্কার মতো খেলাম। হাত থেকে চলকে একটু লাচ্ছি পড়ে গেল মাটিতে। বিরাট রহস্যময় এই পৃথিবী। বিরাট রহস্য ময়। রোদেলাও ঠিক এই কথাই আমাকে বলেছিল। তার কথায় একটা আবেগ ছিল। কিছু কান্না ছিল। নিশাতের কথায় একটা জিজ্ঞাসা ছিল। কথায় যেন একটা শুন্যতা ছিল। নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল। কি অবলীলায় না এই প্রকৃতি আমার সাথে হরদম বিভিন্ন খেলা খেলে যাচ্ছে ! এই খেলায় আমিই প্রতিবার পরাজিত হচ্ছি।

সেদিন যেমন রোদেলাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি আজ একই উত্তর নিশাতকেও দিতে পারলাম না। শুধু আমতা আমতা করে এটুকুই বললাম, "এটা...একটা কবিতা...শুধু কবিতা..."

আর এক মুহূর্তও বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। খুব দ্রুত লাচ্ছি শেষ করে উঠে পড়লাম। নিশাত একটু অবা ক হল। আমি জেনে শুনেই উঠে পড়লাম, জানি ঠিক হয়নি এভাবে চলে আসা, তবুও।

Copyright- realsrv@yahoo.com

কেন এমন হয়? নিশাত আর রোদেলা আমার চোখে এক মায়াজাল তৈরি করে ফেলেছে। কে আলো আর কে মরীচিকা? বিবর্ণ ক্যানভাসে কখনো নিশাত আবার কখনো রোদেলার পদচারণে আমার পৃথিবীতে এক দমবন্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কেউ খুব কাছে আবার কেউ অসীম দূরত্বে। কখনো নিশাত স্মিত হাসির জালে বেঁধে ফেলছে। আবার কখনো রোদেলার অনুপস্থিতির তীব্র যন্ত্রণা ম্লান হয়ে যাচ্ছে। বাঁচতে ইচ্ছে করছে খুব। বুক ভরে শ্বাস নিতে ইচ্ছে করছে। মন খুলে হাসতে ইচ্ছে করছে। এখন নিশাতই যেন রোদেলা আর রোদেলা অনেক বিবর্ণ। রোদেলার হাসি আমি ভুলে যাচ্ছি। রোদেলার প্রতিনিয়ত নির্লিপ্ত ভাবাবেগ আর নিশাতের ঝলমলে উপস্থিতি আমার চোখে যন্ত্রণার জাল বুনছে।

গত এক মাস ধরে প্রতিদিনই ক্যাফে মেঙ্গোতে যাচ্ছি। কফি হাতে নিয়ে বসে থাকি। এক লাইনও লিখতে পারি না। রোদেলাকে নিয়ে লেখা অংশ গুলো বারবার পড়ি কিন্তু স্বস্থি পাই না। এলোমেলো লাগে। নিশাতের বসে থাকার টেবিলে তাকালে অন্য ধরনের এক ভাল লাগায় মন ভরে যায়। আমি লেখা বাদ দিয়ে, কবিতা লিখতে না পাড়ার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে নিশাতের টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকি। নিশাত এতো দিনেও কফি শপে আসেনি। আজ এলো। নিশাতের দিকে তাকানো যায় না। চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখটা অনেক শুকনো। পোশাকেও কেমন যেন জীর্ণতা। দীর্ঘ বিষণ্নতা চোখে মুখে। কফি শপে ঢুকেই সে তার নির্ধারিত টেবিলে গিয়ে বসল। ওয়েটারকে কফির অর্ডার দিয়েই আমার দিকে তাকাল। এই নিশাত অনেক বিক্ষিপ্ত। একে আমি চিনি না।

ছোটো একটা হাসি দিয়ে নিশাত মাথা নিচু করে বসে রইলো। আমি উঠে গেলাম। হেসে হেসেই বললাম, কি আজ এতোদিন পর যে?

নিশাত মাথা নিচু করেই বলল, এইতো...

চেয়ারটা সরিয়ে বসলাম। নিশাত যেন একটু বিরক্ত হল। আজ কি তোমার মন খারাপ ? তোমার বন্ধু কোথায়?

এইবার নিশাতের চোখে মুখে কান্না র একটা ছায়া দেখতে পেলাম। অবাক হলাম। আগ্রহ হচ্ছিল খুব। আজিজ মার্কেটে দেখা হবার পর এই একমাসে আজই প্রথম দেখা হল আমাদের। সেদিনের নিশাতের প্রশ্ন এড়িয়ে চলে এসেছিলাম। আজ কি নিশাত আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাবে বলে ঠিক করেছে?

উত্তর পেলাম না। এমন সময় ওয়েটার কফি দিয়ে গেল। নিশাতকে আস্বস্থ করলাম কফি খেয়েছি। তুমি খাও। সে মানবে না। তার একা কফি খেতে ইচ্ছে করে না। তাই আমি আমার কফির জন্য অপেক্ষা করছি। এতোটা সময় আমরা কেউ কোন কথা বলিনি। শেষে নিশাতই শুরু করলো, “আচ্ছা, এই নগরে অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না কেন বলতে পারবেন?”

আবারো একই প্রশ্ন। আজ উত্তর দেয়া দরকার। ‘নিশাত অষ্টপ্রহর প্রেম আমরা অন্তরে লালন করি কিন্তু প্রকাশ করতে ভয় পাই। যদি সেখানে রোদের ঝলকানিতে ভালবাসা পুড়ে যায় , এই ভয়ে!’

নিশাত অবাক হল। বলল, ‘কষ্ট না পেলে এমন মনে দাগ কেটে যাওয়া সত্য কবিতা লেখা সম্ভব না। আপনার কবিতার প্রেরণা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।’

নিশাতকে আজ অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে সব। একে একে সব কথাই বললাম অবশেষে। রোদেলার কথা। তার ফিরে না আসার কথা আর আমার দীর্ঘ অপেক্ষার কথা। নিশাতকে খুব দুঃখী একটা মেয়ে মনে হল। জানতে ইচ্ছে করলো না কেন সে আজ এতোটা বিমর্ষ। আমার গল্প শুনে নিশাত অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। কোন কথাই সে বলল না। আমিই বললাম , ‘নিশাত দিন শেষে রাতের যে তীব্রতা আর দীর্ঘ একাকিত্তের যন্ত্রণা এ সব এখন খুব মিনিংলেস মনে হয়। কেউ কখনো কারো জন্যে অপেক্ষা করে

Copyright- realsrv@yahoo.com

বসে থাকে না। এতদিন রোদেলার জন্য অপেক্ষা করে আমি ভুল করেছি। আজ মনে হয় আমারও অধিকার আছে ভালবাসা পাবার। রিক্সায় করে বৃষ্টিতে ভেজার।‘

নিশাত খুব মন দিয়ে কথা গুলো শুনছিল। ওর চোখে রাজ্যের অশ্রু জমা হচ্ছে। এই বুঝি গড়িয়ে পড়বে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেলতে ইচ্ছে হল, ‘নিশাত আমি কি এই চোখের জল মুছে দেয়ার যোগ্য? তুমি কি আমাকে সেই সুযোগ দিবে?’ বলে দিলাম সব দোদুল্লোমনোতা কাটিয়ে।

নিশাত চমকে উঠে তাকাল আমার দিকে। তার চোখে জমে থাকা জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো নিশাতের গাল বেয়ে। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

Copyright- realsrv@yahoo.com

রিকের কথাঃ সূর্যাস্তে ভালোবাসার রোদন

সাতটি বছর পেরিয়ে গেছে। এরই মাঝে বদলে গেছে অনেক কিছু, বদলে গেছি আমি নিজেও। মানুষ দ্রুত নিজেকে বদলে নিতে পারে, কিন্তু বদলে যাওয়া সময় ভুলে যেতে পারে না। আজো সেই পুরনো স্মৃতিরা বারে বারে এসে বিলীন হয় আমার মাঝে। নিয়তি আমাকে দিয়েছে অনেক, শুধু কেড়ে নিয়েছে অমূল্য একটি কিছু। আমি রাত দেখি, চাঁদ দেখি, শুধু তাকে দেখিনা আর। বাবার বিশাল ব্যাবসার ভার আমার উপরে, সাথে আছে শখের ফটোগ্রাফি। আমার স্বপ্ন আমি ধরেছি, আজ দেশের সেরা ন্যাচারাল ফটোগ্রাফারদের মধ্যে আমি একজন। বাইরের বিভিন্ন বড় সেমিনারে ডাক পরে আমার। এইতো ছিল আমার স্বপ্ন, নাকি আরও কিছু? হ্যাঁ আরও কিছু ছিল, কিন্তু আমার হেঁয়ালিপনায় তা আজ আমার থেকে অনেক দূরে, অনেক বেশী দূরে, আমি সেই ঠিকানা জানি না।

Copyright- realsrv@yahoo.com

আজ আমি বাবা মায়ের পছন্দের পাত্রীর সাথে বেঁধে নিচ্ছি জীবন। বাবার বন্ধু ওবায়দুল করিমের মেয়ে তিথি। আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী। খুব ছোট থাকতে একবার তিথির উপরে রেগে যেয়ে প্রকান্ড এক থাপ্পর মারলাম , বেচারির একটি দাঁত ইন্তেকাল করলো। মেয়েটি সবসময় হাসিখুশি আর চঞ্চল। উদ্দীপনায় ভরা একটি মেয়ের সাথে প্রানহীন আমি জড়িয়ে যাচ্ছি বাকি জীবনের সন্ধিতে। মেয়েটি খুব সহজে আপন করে নিতে জানে। ওর কথায় মনে হয় কতদিনের পরিচয় আমাদের। এই মেয়ের সান্নিধ্য পাওয়া হয়ত ভাগ্যের ব্যাপার। রূপ গুন সবদিক থেকেই অতুলনীয়। আমার বাবা মা অনেক দিন থেকেই পছন্দ করে রেখেছে তিথিকে। তিথি ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স করছে। প্রায়ই এসে হাজির হয় আমাদের বাসায়। এরই মাঝে সে আপন করে নিয়েছে সবাইকে। আমার মা খুব বেশী পছন্দ করেন এই মেয়েকে। মায়ের কথাতেই তিথির সাথে পারি দিতে হচ্ছে বাকি পথ।

গেস্টদের মাঝে তিথির কাজিন রোদেলার হাজবেন্ড নীরব সাহেবের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকেই নিশাতের কথা খুব বেশী মনে পড়ছে। ভদ্রলোক হয়ত আমাকে চিনতে পারেনি, কিন্তু আমি ঠিকই তাকে কফিশপে দেখতাম একটা

ল্যাতে নিয়ে নেটবুকে বসে আছেন। আমার আর নিশাতের কথার মাঝে প্রায় সময় চোখ তুলে তাকাতেন আমাদের দিকে। প্রথমে রোদেলার সাথে তাকে দেখে চিনতে পারিনি, রোদেলাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে,

“হাই, অ্যাম রিক”

“নীরব”

“আপনাকে কোথাও হয়ত আগে দেখেছি নীরব সাহেব”

“পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসছে, হয়ত জীবনের কোন সফরে দেখা হয়েছিল, বাই দ্যা ওয়ে কেমন আছেন আপনি?”

“ভালো, অনেক ভালো। আপনি কিন্তু বেশ কাব্যিক ধরনের মানুষ , রোদেলা আপু তো ঠিক আপনার বিপরীত, বেশ চঞ্চল দেখছি তাকে।”

“হুম, আমার শ্যালিকাও কিন্তু আপনার মত ছটফটে। আপনাদের জমবে ভালো” বলেই মৃদু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন তিনি।

Copyright- realsrv@yahoo.com

তার কথার অর্থ যখন বুঝতে পারলাম, চিনতে পারলাম তাকে। সে হয়ত আমাকে এখনো সাত বছর আগের সেই রিক ভাবছে। কিন্তু এই রিক আর সেই পূর্বের রিকের মাঝে যে বিস্তর কিছু তারতম্য ঘটে গেছে তা হয়ত তার চোখে ধরা পরেনি। একবার ভাবলাম তার কাছে জানতে চাইব নিশাতের কোন খবর জানে কি-না, পরেই আবার ভাবলাম এই ভদ্রলোকের সাথে তো আমার কিংবা নিশাতের কখনো কোন কথাই হয়নি।

নিশাতকে সেই প্লাটিনাম রিং আর দেয়া হয়ে উঠেনি। সুযোগ এসেছিল ঠিকই কিন্তু পরিস্থিতি সহায় হয়নি। প্রতিটি ব্যার্থ প্রেমিক যেমন ভালোবাসার বিচ্ছেদের দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়, ভেবে নেয় নিজেকে অপরাধী, আমিও কিন্তু এর ব্যাতিক্রম নই। ভুল তো আমারই ছিল, আমিই তো ছেড়ে গিয়েছিলাম তাকে তিনটি বছরের জন্য। কিন্তু এই তিনটি বছর যে আমি কতখানি ব্যাকুল ছিলাম, কতটা স্বপ্ন গড়েছি তাকে নিয়ে, কতবার হেটে গেছে অসীমে তার হাত ধরে, নিশাত কি বুঝতে পারেনি? পেরেছে হয়ত, ভেবে নিয়েছে নির্ভরতার যোগ্য আমি নই, সত্যিই তো আমি ছিলাম না। কিন্তু যখনই পরম যতনে বাড়িয়েছি হাত, সে হাতে কেন মেলেনি স্পর্শ?

সেই তিনটি বছরে অকথ্য তৃষ্ণা নিয়ে আর হারানোর হাহাকার নিয়ে আগুনে ঝাপ দেয়া উই পোকার মত জীবন্ত জ্বলেছি আমি। আমার ভাবনা জুড়ে একটি নাম, একটি মুখ জানান দিত নিজেকে, এখনো দিয়ে যায়। প্যারীর টুকরো ইটের শত বছরের পুরনো পথে হেটে যাওয়ার সময় আনমনে তাকে পাশপাশি কল্পনায় দাঁড় করিয়েছি, অজান্তেই বাড়িয়ে দিতাম হাত। কিন্তু সেই হাত নিশাতের উষ্ণ স্পর্শ পায়নি। শহরের শ্বেত মানুষগুলো হয়ত এই উদভ্রান্ত ছেলেটিকে বহুবার দেখেছে মাঝ পথে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। তুষার পড়া বিকেলে যখনই কোন কফিশপে ঢুকে

যুগলবন্দী ভালোবাসা দেখেছি, পকেট থেকে সেই প্লাটিনাম রিং বের করে ভাবনায় ডুবে গেছি পুরনো অতীতে। নাফ নদীর পাড়ে বসে সূর্যাস্ত দেখেছি তাকে পাশে নিয়ে। আইফেলের চুড়ায় চিৎকার করে ডেকেছি একটি নাম, “নিশাত!”

আমি প্রথম যখন বুঝতে পারি নিশাতকে অনেক দূরে রেখে এসেছি , ঠিক তখনি আবিষ্কার করলাম নিশাত আমাকে আরও দূরে ঠেলে দিয়েছে। প্যারিসে পৌঁছে প্রথমেই নিশাতকে জানাতে চাইলাম আমার অনুভূতি , আমার আবেগ, আমার ভালোবাসা। কিন্তু সেই সুযোগ আমাকে দেয়নি অভিমানি মেয়েটি। তার সাথে যোগাযোগের কোন পথ সে খোলা রাখেনি আমার জন্য। মোবাইল সিম থেকে শুরু করে ফেসবুক ,ইয়াহু সব ডিএকটিভেট করে দিয়েছিল। তার অভিমানের কাছে আমি অনেক আগে থেকেই কি পরাজিত ছিলাম না? এভাবে এতটা শাস্তি আমাকে না দিলেও কি হতো না? আমি যে নিজের সীমানার বাইরে চলে এসেছি সেকি নিশাত বুঝতে পাড়ছে না ? কেন ভালোবাসায় এমন হয়?

চার বছর আগে আমি ঠিক-ই ফিরে এসেছি। হন্যে হয়ে খুঁজেছি নিশাতকে। প্রতিদিন বিকেলে সেই ক্যাফে ম্যাঙ্গোতে বসে থাকতাম, যদি কোনদিন ভুল করে কিংবা ভালোবাসার টানে ফিরে আসে নিশাত। আমি জানতাম এ শুধু গল্প উপন্যাসেই সম্ভব, বাস্তবতার নায়িকারা কখনো ভুল করে আসে না। তবুও কিসের আকর্ষণে আমি কাটিয়ে দিতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আমি নিজেও জানতাম না। অপেক্ষা কিংবা প্রতিক্ষা ছাপিয়ে অনেক এগিয়ে ছিল ভালোবাসা। দৃষ্টি বিছিয়ে বসে থেকেছি প্রতিটি দিন। হঠাত এলোচুলের কাউকে দেখে মনে হতো এই বুঝি নিশাত এলো , অভিমানী স্বরে বলবে,”এতদিন কোথায় ছিলেন।“ নাহ, নিশাত জীবনানন্দের বনলতা নয়, হয়ত এসে রাগত চোখে তাকিয়ে থাকবে। আমিই বলবো, “হাই নুশামনি! তুমি এখানে?”

নুশা বিরক্তির চোখে তাকিয়ে বলবে , “কেন তুমি ছিলেনা বলে কি এখানে আসা নিষেধ ছিল?”

“আচ্ছা, তুমি কি আমার উপরে রেগে আছো?”

“কেন? কোন অধিকারে আমি তোমার প্রতি রাগ করবো?”

“শোন বাবুনি, রাগ করলে তোমার ঠোঁট কাঁপে, চোখের দৃষ্টি সরু হয়ে যায়। এখনো কিন্তু তার ব্যাতিক্রম নয় , সুতরাং আমি ধরে নিতে তুমি রেগে আছো। আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই, যা শুনলে তোমার রাগ চলে যাবে।“

“আহা যত ঢং, কি বলবে বলো”

“নুশা! আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, মেয়ে তুমি কি চিরদিনের জন্য আমার হবে?”

নাহ, নিশাত আর আসে না; সার্ভিসম্যান এসে বলে, “স্যার, ইটস ক্লোজিং টাইম নাউ।“

Copyright- realsrv@yahoo.com

মাঝে মাঝে অজানার আশঙ্কায় দুরু দুরু করতো বুক। নিশাত কি এই তিন বছরে অন্য কোন বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ? বাঁধা পড়েছে অন্য কোন রোদের মায়ায়? সে কি অপেক্ষায় নেই আমার? আর অপেক্ষায় থাকবেই বা কেন? কিসের ভিত্তিতে সে আমার জন্যে অপেক্ষায় থাকবে? আমিত আমাদের সেই রিলেশনকে কোন স্বীকৃতি দিতে পারিনি। নিশাত কি ভালবাসেনি আমায়? তবে কি তার অপেক্ষায় থাকাটা উচিৎ নয়?

ক্লান্ত হয়ে পড়ি আমি। এই জবাবহীন প্রশ্নগুলোর চাপ আমি নিতে পারি না, অসহ্য লাগে সব। কোথায় আমি খুঁজিনি তারে? নিশাতের হোস্টেলে যেয়ে জানতে পারি সে আগেই পাশ করে বেড়িয়ে গেছে। ওর মেডিকেলে যেয়ে বর্তমানের কোন ঠিকানাই মিলেনি। নিশাত কি জানে এই ভালোবাসা কত গভীর? এত ভালোবাসা অস্থির করে দেয় আমায়। অস্থির প্রতিটি রাতে রিল্যাক্সিনের পাতা থেকে একের পরে এক ঘুম পাড়ানি দানা উঠে আসে , তবুও নিদ্রা জড়ায় না আমায়।

একদিন ভাগ্যক্রমে এক প্রাইভেট মেডিকেলে দেখা হয়ে যায় নিশাতের বান্ধবী প্রীতিলতার সাথে। ভাগ্যিস সেদিন আনমনে গাড়ি চালিয়ে ল্যাম্পপোস্টের সাথে দুর্ঘটনা হয়েছিল। আমাদের চারপাশের এক অদৃশ্য বলয় আমাদের কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করে আমাদের চাওয়া পাওয়া। সেদিন দুর্ঘটনায় কপালের বাঁ-পাশ কেটে যায়। ঝিকাতলায় জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটালে যেতে হলো ড্রেসিং করাতে। সেখানেই এপ্রন পড়া প্রীতিকে দেখলাম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ড্রেসিং করার ফাঁকে আমাকে সে জিজ্ঞাসা করেই ফেললো , “আপনার নাম রিক না?”

“হ্যাঁ ডক্টর, আপনি কি আমাকে চিনেন?”

“আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি, নিশাতের সাথে হোস্টেলের গেইটে। ওর কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি, আমরা রুমমেট ছিলাম দুজনে।”

“আমি নিশাত কে খুঁজছি, ও কোথায়? আমি ওকে সমস্ত শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিশাত কোথায় ?”

“আপনি চলে যাওয়ার পরে নিশাত একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। ও আছে এই শহরেই। “

“প্লিজ আপনি আমাকে ওর এড্রেস দিন, প্লিজ ডক্টর”

“আমাকে ডক্টর বলার দরকার নেই, আমি প্রীতিলতা, নিশাতের এড্রেস আমার কাছে নেই, তবে ফোনে প্রায়ই কথা হয়, আমি আপনাকে ওর ফোন নাম্বার দিতে পারি, কিন্তু আমার নাম বলা চলবে না। আর আপনি কিছুক্ষন রেস্ট নিন, নতুবা আবার ব্লিডিং শুরু হয়ে যাবে। অনেকখানি কেটে গেছে। “

“থ্যাঙ্কস প্রীতি, আমি বলবো না। আচ্ছা নিশাত কি বিয়ে করেছে?“

“হঠাৎ এমন উদ্ভট প্রশ্ন করছেন কেন?”

“না, মানে আপনার কপালে সিঁদুর দেয়া দেখলাম। সেখান থেকেই এই প্রশ্নটা মনে আসলো, কিছু মনে করবেন না প্লিজ।“

Copyright- realsrv@yahoo.com

“হা হা, আমাকে তো সিঁদুর দেখে বুঝেছেন বিবাহিতা, কিন্তু নিশাতকে দেখে তো বুঝতে পারবেন না, যেহেতু আপনাদের ধর্মে বিবাহিতা আর অবিবাহিতার মাঝে লাল দাগ টানা নেই। আমি ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, আপনি নিজেই যাচাই করে নিবেন।“

“থ্যাঙ্কস এগেইন।“

যতটা সহজ ভেবেছিলাম নিশাতকে ফোন করা ততটা সহজ ছিল না। আমি ছিলাম ভীষণ মাত্রায় এক্সাইটেড, নুশাকে কি বলবো ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না। অন্ধকারে বেশকিছু সময় থাকার পড়ে আলো যেমন চোখ ধাঁধানো মনে হয়, আমার ফিলিংসগুলো সেই সময়ে ঠিক তেমনি ছিল। বইয়ের ভাঁজে থাকা কিশোরীর সুপ্ত ও গুপ্ত গোলাপের ন্যায় আমার চাপা আবেগ বহুদিন পরে কোন বানের ডাকে উছলে পড়তে চায়। আমার ভাবনারা আরও বিকাশিত হয়, নিশাত কি সেই আগের মতোই আছে? সেই ছেলেমানুষি কান্না, ঠোঁট কাপিয়ে অভিমান, মিষ্টি সেই হাসি, বাতাসে কপোলে উড়ে আসা চুল, শুভ্র নরম হাত, অন্য মেয়েদের প্রতি ঈর্ষাকাতরতা; হা হা পাগলী একটা। নাকি সে বদলে গেছে অনেক? চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, গলায় স্টেথোস্কোপ, ডক্টরদের মত খুব গম্ভীর ভাব। এই পাগলী গম্ভীর হয়ে থাকলে কেমন দেখাবে? ভাবতেই হো হো করে হেসে উঠলাম। সেদিন ছিলো কৃষ্ণপক্ষের রাত, রাতের আকশে তাই ঢেকে গিয়েছিল চাঁদ।

ভাবনার ঘুড়িতে সুতো ছেড়ে উড়িয়ে দিলাম দূর আকাশে। অনেক্ষন ধরে স্ক্রি নে তাকিয়ে অবশেষে ফোন করলাম নিশাতকে। ওপাশে রিং বেজে যাচ্ছে, সমান তালে আমি শুনতে পাই আমার হৃদস্পন্দন। পঞ্চম বারে ওপাশ থেকে ভারী এবং ক্লান্তির গলায় ভেসে এলো, “হ্যালো।” নিশাত! কতদিন পরে শুনতে পেলাম নিশাতের গলা। এই কয়েকটি বছরে অলস ক্লান্তি কিভাবে বদলে দিলো তার স্বর? নিশাত কি সত্যিই বদলে গেছে?

“হ্যালো, কথা বলছেন না কেন?”

“নিশাত আমি”

দুই প্রান্তে তারপরে বেশ কিছুক্ষনের নীরবতা। ওপাশ থেকে নিশাতের ভারী বড় নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। আবার থেমে যায় সে শব্দ। থমথমে বেশ কিছুটা সময়। হঠাত কেন এত নীরবতা? আজ কেন আমার এতদিনের এত কথা একেবারেই ফুরিয়ে গেলো? শত চেষ্টাতেও কিছু মনে করতে পারলাম না। অথচ অনেক কিছু বলার জন্য অস্থিরতায় আমি রীতিমত ঘামছি। এই জড়তা থেকে নিশাতই আমাকে উদ্ধার করলো। নীরবতা ভেঙ্গে বললো, “কেমন আছো রিক?”

“ভালো, অনেক বেশী ভালো, চিনতে পারছো তাহলে? কেমন আছো তুমি?

“কবে এসেছো?”

Copyright- realsrv@yahoo.com

“প্রায় ছয় মাস, সেই থেকে খুঁজছি তোমায়। তুমি যে এতটা অভিমানী ভাবতে পারিনি। “

“অনেক কিছুই ভাবনার আড়ালে থেকে যায় , তুমি যে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যাবে , আমিও সেটা ভাবতে পারিনি।“

“আমি পালিয়ে যাইনি নিশাত, তখন সে পরিস্থিতি ছিলোনা তুমিও খুব ভালো করেই জানো। তোমার সাথে আমার ইমিডিয়েট দেখা করা প্রয়োজন, কাল কি সময় হবে তোমার?“

“সেই প্রয়োজন তুমি রাখোনি”

“প্লিজ নিশাত, আমি কাল বিকেল চারটায় ক্যাফে ম্যাঙ্গোতে আসছি, তুমি চলে এসো।“

ফোন কেটে দিলাম। আমি জানি ও আসবে। ওর যতটা পরিবর্তনই হোক না কেন, আমার ডাকে সে আসবেই। কতদিন, কতদিন পরে দেখা হবে দুজনে! সেই স্নিগ্ধ মুখ, সেই পরিচিত কফিশপ আর আমাদের গল্প। কত স্মৃতি, কত কথা, কত সময় কাটিয়েছি দুজনে। ঘুমুতে পারলাম না সে রাতে। কৃষ্ণপক্ষের রাতে চাঁদ খুঁজে কিংবা চাঁদের মত সেই মুখটি খুঁজে কেটে গেলো রাত।

রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম ঠেলে ক্যাফে ম্যাঙ্গোতে আস্তে সাড়ে চারটা বেজে গেলো। সেই টেবিলেই বসে আছে নিশাত। আজ আমার অন্য এক অনুভূতি। এই সেই নিশাত , কিন্তু এই নিশাতকে আমি অনেক ভালোবাসি যা পূর্বে কখনো বলতে পারিনি। আজ বিমর্ষ এক সুখের বেদনায় যেন পূর্ণ হয় বুকের ভেতরটা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম , হয়ত নিশাত টের পেয়েছিল আমার অস্তিত্ব। ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো , “আজকেও অপেক্ষায় রাখলে রিক?”

“স্যরি, আসলে অনেক দিন পড়ে দেখা, আমি লিটল বিট আপসেট ছিলাম। তাছারা ট্রাফিক ছিল খুব। “

“সেই পুরনো অজুহাত?”

“ডিপেন্ড অন ইউ। আমি অর্ডার করে আসছি, একটু প্লিজ।“

Copyright- realsrv@yahoo.com

আমি কফি অর্ডার করে বেড়িয়ে গেলাম, গাড়িতে রেখে এসেছিলাম সেই প্লাটিনাম রিং যেটা নিশাতকে প্রেজেন্ট করে বলবো সেই পুরনো কিন্তু প্রতিদিনে ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে রাখা বাক্যটি । ফিরে এসে দেখলাম কফি চলে এসেছে। নিশাত আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বললো, “তারপরে?” লক্ষ্য করলাম নিশাত সত্যিই খুব গম্ভীর হয়ে গেছে, চোখে মুখে কেমন অস্বচ্ছ থমথমে ভাব। তার ক্ষীণ হাসিটুক যে গম্ভীরতার মাঝে কিছুটা সময়ের জন্য তার সৌন্দর্য শত কোটি গুন বাড়িয়ে দিয়েছিল সেই কথাটি হয়ত নিশাত কোনদিন জানতে পারবে না। আমি নিশাতের চোখে তাকিয়ে কিছুটা অপ্রস্তত হয়ে গেলাম , এতটা বিষণ্ণতার ছায়া আমি এই প্রথম লক্ষ করলাম। সেই চোখে দীর্ঘক্ষণ চোখ রাখা যে কতখানি কষ্টের সে কথা হয়ত কোনদিন কাউকে বলা হবে না। আমি চোখ নামিয়ে আবার নিশাতের চোখে চোখ রেখে বললাম,

”নিশাত, আমি চলে যাওয়ার সপ্তাহ খানেক আগে দুজনের অজান্তে সেই বৃষ্টিতে যা হয়েছিল তার জন্যে আমি কিংবা তুমি দুজনের কেউ দায়ী ছিলাম না , আমাদের পরিবেশ আর পরিস্থিতি বাধ্য করেছিল নিশাত।“

“"সে অনেক পুরনো কথা রিক। ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এখন আর নেই। তার চেয়ে বলো তুমি আমাকে কেন ডেকেছো”।

“আমি শুধু বলতে চাই আমি পালিয়ে যাইনি নিশাত। আমি বুঝতে পারিনি তুমি আমার কতখানি জুড়ে আছো। আমি যতক্ষনে বুঝতে পারলাম, ততক্ষনে আমি অনেক দূরে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমার সাথে যোগাযোগ করতে। আমি দেশে এসে পাগলের মত খুঁজেছি তোমায়। “

“তাই?”

“নুশা আমি অভিনয় করছি না, আজকে আমি বাস্তবতার কথা বলছি। আমার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ইমাজিনেশনে ছিলে তুমি, তুমি আছো তুমি থাকবে নিশাত। শেষ বারের মত একবার বিলিভ করো আমাকে। নিশাত আমি সত্যিই তোমাকে অনেক বেশী ভালোবাসি। তিনটি বছর এইটুকু কথা বলার জন্য ভেতর ভেতরে জ্বলেছি আমি । প্লিজ ডোন্ট লিভ মি।“

“রিক, তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? তাহলে আমি কি কিছু বলতে পারি?”

“নুশা... প্লিজ...”

“রিক, এটা সত্যি কথা যে আমি তোমাকে ভালবাসতাম, এখনো বাসি। এটাও সত্যি যে আমার জীবনে আমি তুমি ছাড়া কাউকে কখনো কল্পনাও করিনি। কিন্তু তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছো রিক। তুমি কি জানো রাতের পর রাত আমি সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখে আর চোখের জল ফেলে কাটিয়েছি? তুমি কি একবারো খোঁজ নিয়েছো এই তিনটা বছর আমি কিভাবে নিজেকে সামলিয়েছি?”

“নুশা...”

নুশা আমাকে কোন কথা বলতে দেয় না। কাঁদতে কাঁদতে কঠিন গলায় বলতে থাকে, “তুমি যে নুশাকে ফেলে চলে গিয়েছিলে সে এখন মৃত। তোমার সামনে এখন ডাঃ নিশাত বসে আছে, যার কাছে রিক শুধুই একটা ছায়া মাত্র। যার কাছে অতীতের চিন্তা করা বিলাসিতার নামান্তর”

“আবার সব ঠিক হয়ে যাবে নিশাত। আমি তুমি , আমরা দুজনে মিলে ঠিক করে নেব।“

“একবারো কি খেয়াল করেছো যে তুমি এখন আর আমাকে নুশা ডাকতে পারছো না? আর তুমি বলছো আমরা সব ঠিক করে নেবো? আমি সরি রিক, আমাকে ক্ষমা করে দিও। সন্ধ্যা ছয়টায় আমার একটা প্রেজেন্টেশন আছে, আমাকে যেতে হবে। দয়া করে আর কোন যোগাযোগ করো না। অনেক কষ্ট দিয়েছো, এখন একটু শান্তিতে থাকতে দাও”

Copyright- realsrv@yahoo.com

ব্যাস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায় নিশাত। বাইরে মেঘলা আকাশ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে ফ্ল্যাশ লাইটের মত আলোর ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দূরের আকাশ থেকে বজ্রপাতের ধ্বনি শোনা যায়। মাথা ভারী হয়ে উঠে। পড়ে দমকা বাতাসের সাথে ধুলো উড়ে যায় নিত্যদিনের ভাঙ্গা গড়ার সাক্ষী এই শহরে , ধুলো হয়ে ভেসে যায় ভালোবাসারা। যে আশার রোদ নিয়ে সকালের সূর্য হাসে, সেই আশার সমস্তটা নিয়ে গোধূলি বেলায় আড়াল হয়ে যায় মন খারাপের রক্তিম আভায়। অতঃপর চাঁদের আলো আসে সূর্যের বিকল্প হয়ে , কিন্তু তার ক্ষীণ আলো কি পারে সেই সকালের সূর্যের অভাব মোচন করতে? চলে যায় সূর্যধোয়া শুভ্রতার দিন। রেখে যায় মন খারাপের বীজ, যার অঙ্কুরোদগমে একসময়ে ছড়িয়ে যায় বিষণ্নতার ডালপালা। কফিশপে মৃদু ভলিউমে গান বেজে যাচ্ছিলো, অর্থহীন-সুমনের "কোন এক নিঝুম রাতে..........."

কোন এক নিঝুম রাতে,
ঝাউ বনে চাঁদের আলোতে।
গান গেয়ে যায় একটি ছেলে,
একরাশ বেদনা বুকে নিয়ে।
তার সেই গানতো কেউ শোনেনা,
হতাশার কথাতো কেউ জানেনা!
তবুও তার আশার প্রদীপ তো নেভে না !

যদি ফিরে পায় সেই হারানো দিন...........!

Copyright- realsrv@yahoo.com

নিশাত চলে যায়। আমি তাকিয়ে থাকি তার চলে যাওয়ার পথে। সেই প্রথম এবং শেষ বার দেখেছি ভালোবাসার চলে যাওয়া। প্লাটিনাম রিং হাতে নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ফিরে আসবে নিশাত। নাহ, ফিরে তাকায়নি। জীবন উপন্যাসের শেষ পাতা নয়। সেদিন নিশাত আমাকে বাস্তবতার হাত ধরতে শিখিয়ে দিয়েছিল। স্বচ্ছ কাঁচের ওপাশে ঝরো বাতাসে উড়ছে তার শাড়ির আঁচল। বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করে। সেদিন নিশাতের গালে তার ছলছল চোখের কিংবা তরুণীর ন্যায় ক্রন্দনরত আকাশের জল মৃদু সন্ধ্যা মেলানো আলো আর ল্যাম্পপোস্টের সোডিয়াম বাতির মিশেলে অদ্ভুত এক রং সৃষ্টি করেছিল। চলে যায় আনন্দের সেই সব দিন , রয়ে যায় শুধুই রোদন। হারিয়ে যায় অজস্র স্মৃতি ভরা খাতা বাদল দিনের শেষলগ্নে, শেষ হয়ে যায় একটি কফিশপের গল্প।

নিশাতের কথাঃ চেনা অচেনা নির্লিপ্ততা

Copyright-realsrv@yahoo.com

দশ বছর পর

আজকাল প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। নিঃস্তব্ধতা ভেদ করে আমার ঘরের দেয়ালঘড়িটার সেকেন্ডের কাঁটার শব্দ। সারাদিনের ব্যস্ততায় মিনিটের হিসাবও যেখানে আমি করিনা, মাঝরাত্রির সেকেন্ডগুলোও যেন দীর্ঘ এক এক ঘন্টা। আমি কান পেতে শুনি ঘড়ির অবিরাম টিক টিক শব্দ। ঘুম ভাঙ্গার পর আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি আবার ঘুমিয়ে পড়তে, ব্যর্থ হই। পানি খাই, হাঁটাহাঁটি করি এমনকি মিউট করে টিভি খুলেও বসে থাকি, ঘুম আর আসে না। শব্দহীন টিভির ভেতরের মানুষগুলোর হাঁটাচলা আর মুখ নাড়া দেখতে দেখতেই মাঝে মাঝে ফজরের আজান শুনি; শুনি আরেকটি কর্মব্যস্ত দিনের পদচারণা। মাঝে মাঝে দমবন্ধ হয়ে আসে, এই যেমন আজকের রাতটা। ঘড়িতে একটা বাজার ধ্বনি শুনেছি, এখন শুনছি দুইটার টিং টং আওয়াজ। ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে পাশে শোয়া আবিরের দিকে তাকাই, নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে; শোনা যাচ্ছে তার মৃদু নাসিকা ধ্বনি। আমার নির্ঘুম রাতে আবিরের কিছুই এসে যায় না। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আবিরকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে আমার, আদুরে গলায় ডাকতে ইচ্ছে হয়, “এই শুনছো, আমার ঘুম আসছে না”। হাত বাড়িয়ে থমকে যাই, একজন স্ত্রীর জন্য সবচেয়ে সহজ কাজটি করা আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন। কার দোষ দেবো, নিয়তির?

ডাইনিং রুমে গিয়ে ফ্রিজ খুলে বরফশীতল পানি গলায় ঢালি টনসিলের সমস্যাকে উপেক্ষা করে। নিজেকে কষ্ট দেই আমি, গত ১০ বছর ধরেই দিচ্ছি। কি লাভ তাতে? কেউ খবরও নেয় না। কিন্তু নিজেকে কষ্ট দেয়াটা একটা নেশার মত, একবার দেয়া শুরু করলে থামানো যায় না। পড়ার ঘরে গিয়ে এলোমেলোভাবে বই টানতে থাকি। মেডিকেলের ভারী ভারী বইএর গন্ধে আমার দমবন্ধ হয়ে আসতে চায়। আর পারিনা, ভীষন ক্লান্ত লাগে। টেনে সরাতে গিয়ে হুড়মুড় করে একরাশ বই মুখ থুবড়ে পড়ে মেঝেতে। বই সাজাতে গিয়ে হঠাৎ জীবনানন্দের একটি বই হাতে ঠেকে, সাতটি তারার তিমির। পাতা উলটাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ি। এই কবিতা একসময় আমি পড়তাম? কবে শেষ কবিতা পড়েছি মনে পড়েনা। মুখ ডুবিয়ে ঘ্রাণ নেই আমি, পুরনো পাতার নেশা ধরানো ঘ্রাণ, কাঁপন ধরায় বুকে। বইটা বুকে

চেপে বারান্দায় গিয়ে ইজি চেয়ারে বসে পড়ি আমি; ক্লান্ত শ্রান্ত। তিরিশ বছর বয়সেই নিজেকে মধ্যবয়স্ক লাগে। একটু ঝিমানি চলে এসেছিলো হঠাৎ নিজের নাম শুনে চমকে উঠি...

“নিশাত... নিশাত”

আমি দুই হাতে নিজের কান চেপে ধরি। একা একা থাকলেই এই কণ্ঠস্বর জেঁকে বসে... অস্থির করে তোলে আমাকে।

“পারলে না তো নুশা... আমাকে ভুলতে পারলে না”।

“একদম চুপ। তুমি কে? আমি কি তোমাকে চিনি?” ফাঁপা ধমকে প্রকম্পিত হই নিজেই।

উত্তরে সেই চেনা হাসি বিদ্রুপ করে আমাকে, “পারলে কি? কোনদিনও পারবে না”।

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে আমার, নিজের ব্যক্তিত্বকে ধরে না রাখতে পারার অপমানে নিজেই ছোট হতে থাকি নিজের কাছে। গলা ভেঙ্গে আসে আমার, হ্যাঁ, আমি ব্যর্থ, আমি রিককে ভুলতে ব্যর্থ। সে তো নিজের কাছে, বাইরের মানুষের কাছে তো আমি পৃথিবীর অন্যতম সুখী মানুষ। লোক দেখানো সফলতায় ভরপুর আমি, আমার জীবন দেখে ঈর্ষান্বিত আমার পরিচিত পরিজন। কোন পার্টিতে যখন আমি নীল অথবা সবুজ রঙের শিফন বা কাতান পড়ে ঠোঁটে আত্মঅহমিকার হাসি ঝুলিয়ে সবার সাথে আবিরকে পরিচিত করিয়ে দেই, আমার মেডিকেলের বন্ধুদের চোখে স্পস্ট ঈর্ষা ফুটে ওঠে। মিথ্যে বলবো না, এই ঈর্ষা আমি উপভোগ করি। বার বার নিজেকে বোঝাই, হ্যাঁ, আমি সফল। কিন্তু এই নির্ঘুম নির্জন রাতে, যখন কেউ নেই চারপাশে, নিজের ক্ষুদ্রতা আর ব্যর্থতায় কুঁকড়ে থাকি আমি। চাওয়া পাওয়া আর অভিযোগের খাতায় সব পেয়েও পাওয়ার ঘরটা ফাঁকা থাকে আমার। টুকরো টুকরো স্মৃতি বারবার ঘুরপাক খায় আমার মাঝে। প্রতিনিয়ত কল্পনা করি, ঐ পরিস্থিতিতে যদি আমি ওরকম না করে এরকম করতাম, তাহলে আমার জীবনটা কেমন হতো? ইজি চেয়ারের কাছে নিজেকে সমর্পন করে চোখ বুজি আমি, অশ্রুগুলো গড়িয়ে যাবার পথ না পেয়ে আমার চুলগুলোকেই ভেজায় শুধু।

Copyright- realsrv@yahoo.com

রিক যখন আমাকে ছেড়ে যায়, বিশ্বাসই করতে পারিনি আমি। মেডিকেলে থাকতে অনেক হিন্দি সিনেমা দেখতাম বন্ধুদের সাথে। এক সিনেমাতে নায়িকাকে বিয়ের শাড়িতে রেখে না বলে নায়ক তার জীবনকে এগিয়ে নিতে অস্ট্রেলিয়া চলে যায়, আর ফিরে আসে না। কতই না গাল মন্দ করেছিলাম আমি, প্রীতি আর সোনিয়া ঐ নায়ককে। মেয়েকে বলছিলাম, তুই শক্ত হ। কে জানতো সিনেমার কাহিনীটাই আমার সাথে হবে? ১ মাস কেটে যাবার পরেও আমি বিশ্বাস করিনি যে রিক চলে গেছে। বারবার মনে হতো রিক অবশ্যই ফিরবে। আমাকে নেটেও খুঁজে না পেয়ে কতদিন আর থাকবে ঐ পোড়া দেশে? কিন্তু জীবন তো আর সিনেমা না, তাই নায়করা শুধু চলেই যায়। ফিরে আর আসে না।

বারান্দার এক পাশে টেবিলে স্তুপিকৃত করে রাখা খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। আবির পড়ুক আর না পড়ুক সে সবকিছুর গ্রাহক। কোন এক জীবনে হয়ত সে এক পাতা রবীন্দ্র আর দুই পাতা হুমায়ূন আহমেদ পড়েছিলো, এখন

সবই বাকির খাতায়। সবার উপরে তিন মাস আগের পানকৌড়ি ম্যাগাজিনটা পড়ে আছে। আমি জানি ৪৬ নং পৃষ্ঠায় নীরবের কবিতা আছে। হঠাৎ গত পরশু পৃষ্ঠা উলটাতে গিয়ে নজরে পড়ে নীরবের নাম। অনেকদিন পর নীরবের কথা মনে পড়ে আমার; দশ বছর আগে শেষ দেখা হয়েছে। কেমন আছে এখন নীরব? রোদেলা কি ফিরে এসেছিলো তার কাছে না এখনো সে একাই আছে? আচ্ছা, আমি যদি সেদিন কফিশপে নীরবের হাতটা ধরতাম... এই কবিতাটা কি আমাকে নিয়ে লেখা হতো? নীরব না রোদেলাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখছিলো, বইটা কি বেরিয়েছে? অলসতা আর ঈর্ষায় পারিনা খোঁজ নিতে। যদি দেখি রোদেলা ফিরে এসেছে আর আমি আজও রয়ে গেছি একলা। অতৃপ্তি আর অন্ধ ভালোবাসা আমাকে ক্ষুদ্রই করেছে শুধু, আকাশের মত বিশাল করতে পারেনি। কফিশপে সেদিন নীরবের প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলতে পারিনি, উদভ্রান্তের মত বেরিয়ে এসেছিলাম। আমার সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে রিক, হাতে রিকের স্পর্শ। নীরবের হাত আমি কি করে ধরতাম? দিনটার কথা মনে হতে আজ মৃদু হাসি দেই। ২১ বছর বয়স কি অস্থির আর হতবুদ্ধির একটা বয়স! বাস্তব বুদ্ধি যদি আমার থাকতো, এক মুহূর্ত দেরী না করে আমি নীরবের হাতটা ঠিকই ধরে ফেলতাম। তার চার-পাঁচ মাস পর নীরবের সাথে আমার আরো একবার দেখা হয়েছিলো। নেটবুক কোলে নিয়ে নীরব গাড়িতে বসে ছিলো, আমি সেই টিএসসির মোড়ে হেঁটে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। এক পলকের জন্য চোখাচোখি হয়েছিলো, ভীষন লজ্জা আর ভয় আঁকড়ে ধরেছিলো আমাকে। নীরবের মুখোমুখি হবার সাহস ছিলো না আমার। ব্যাগটাকে আঁকড়ে ধরে তাচ্ছিল্যভরে মুখ ঘুরিয়ে হন হন করে হেঁটে গিয়েছিলাম আমি। একবারো ফিরে তাকাইনি ব্যাথিত সে মুখটির দিকে। আজকাল নীরবের মুখাবয়ব কল্পনা করতেও আমার কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়, দশ বছর কতটা সময়? রয়ে গেছে শুধু সেই অনুভূতিগুলো, আবেগের কম্পনগুলো, যা কখনো পুরনো হয় না, হবেও না।

দীর্ঘ দুইটি বছর লেগেছিলো আমার নিজের ভুল বুঝতে। বন্ধুদের বকা, আশে পাশের মানুষদের ধোঁকাবাজি দেখেও আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে রিক ফিরবে; বিদেশ গেলে কি আর এক বছরের আগে ফেরা যায়? দুইটা বছর আমি কোনদিকে তাকাইনি, শুধু বাবার কথা মনে রেখে ডাক্তার হবার চেষ্টায় বই, ওয়ার্ড আর স্যারদের লেকচারের মাঝে ডুবে ছিলাম। এক দুপুরে কলেজ বোর্ডে পাশ করা ডাক্তারদের মাঝে নিজের নাম দেখে বাবাকে ফোন দিলাম, বাবার উচ্ছসিত ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দে টের পেলাম, আমি বড় হয়ে গেছি। আমার বাবা এখন আমার মাঝে অবলম্বন খুঁজছেন। হঠাৎ করে সেদিন মনে হয়েছিলো আমি বুঝি আকাশও চাইলে ছুঁতে পারবো, পৃথিবীর কেউ তাদের সুখের সময় আমায় না খুঁজলেও তাদের দুঃখের সময় আমাকেই খুঁজবে।

ইন্টার্নশিপের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিনেই একটা ১৭ বছরের মেয়ে আমার হাতে হাত রেখে মারা গেলো। জীবন-মৃত্যুর এই খেলায় স্তব্ধ হয়ে গেলেও ভেঙ্গে পড়িনি আমি। তার বাবা-মার বুক ফাটা আর্তনাদেও চোখজুড়ে অশ্রু নামেনি আমার। আমি তো আগের নিশাত নেই, আমি এখন ডাঃ নিশাত। শোকে স্তব্ধ হবার সময় আমার নেই। আমার সেটুকু সময় এখন মেঝেতে পড়ে থাকা তিনটি অবিবাহিত মেয়ের লিভার ফেইলুরের সাথে যুদ্ধ করা জনক আর ঐপ্রান্তের বিছানার লিউকোমিয়ার কাছে অসহায় ছেলেটির জন্য। যে চলে গিয়েছে, তার জন্য শোকাবহল হয়ে সময় নষ্ট না করে আমি যাব তার কাছে যে এখনো বেঁচে আছে। শপথ গ্রহণের দিনটির কথা মনে হলে এখনো কেমন যেন হয়ে যাই। আমিসহ আরো একরাশ সাদা অ্যাপ্রোন পড়া তরুন ডাক্তার শপথ গ্রহণ করছি, “I solemnly pledge myself to

Copyright- realsrv@yahoo.com

consecrate my life to the sercive of humanity". কি তীব্র আবেগ, সেবা করার কি বলিষ্ঠ শপথ। দুই নিশাতের মাঝে এখন যোজন যোজন তফাত। বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে আমি প্রথমবারের মত স্বীকার করলাম যে রিক আমার সাথে ছলনা করেছে, সে আর কখনোই ফেরত আসবে না। Though my Love was right, it was for a wrong person.

"কি ব্যাপার, তুমি এখানে বসে আছো কেন?"

চমকে তাকাই আমি। কখন যেন আবির চলে এসেছে ঘুম থেকে উঠে। ঘুম ঘুম চোখে নীল রাতপোশাকের আবিরের কণ্ঠে রাজ্যের বিরক্তি।

"ঘুম আসছে না"। বড় ইচ্ছে করে বলতে, "আবির একটু আমার পাশে বসো না"। বাক্যটা ভোকাল কর্ডে এসে আটকে থাকে, আমি স্পস্ট অনুভব করি। কিন্তু জিহবা অসার আমার।

"এত কাজের প্রেসার না নিয়ে একটু রেস্ট নিলে এসব ইনসোমনিয়া আর হতো না। তা ডাক্তার হয়ে লাভটা কি যদি নিজের চিকিৎসাই না করা যায়? দেখো কি করবা"।

আবীর চলে যায়। এতক্ষনের জমাট বাঁধা মেঘ এবার বৃষ্টি হয়ে দু'গাল বেয়ে ঝরে। চমৎকার স্বামী আবির। দেখতে চৌকস, বুয়েট থেকে রেকর্ড মার্ক্স নিয়ে পাস করা হাস্যজ্জ্বল যুবক। নিজের ফার্ম আর বিজনেস ভালোই বোঝে সে। মেয়ে বিয়ে দিতে হলে একটি ছেলের মাঝে যা যা খোঁজে বাবা মা প্রতিটি উপাদান চমৎকার ভাবে বিদ্যমান তার মাঝে। কিন্তু চার বছরের বৈবাহিক জীবনে কখনো বলেনি, চলোনা আজকে আমরা বিকেলে একটু হেঁটে আসি লেক বরাবর, হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গেলে কেমন হয়? কখনো না দেখা সমুদ্র দেখার তীব্র সাধে আমি নতুন বউ হয়েও লাজ লজ্জা ভেঙ্গে বলেছিলাম যে হানিমুনে যাবো, সমুদ্রের পাড়ে। বেশীদূর না, আমি কক্সবাজারই যেতে চেয়েছিলাম। আবিরের বাবা-মা অতি উৎসাহে ছেলের আপত্তি কানে না তুলে দুইজনকে পাঠিয়ে দিলেন মালদ্বীপে। ছবির মত একটি দেশ, পাগলপারা ভালোবাসা উন্মত্ত ঢেউ হয়ে আমাদের ভাসিয়ে নেবার কথা ছিলো, কিছুই হলো না। আবির সাগরের উপরের একটি হোটেলে মুখে বিরক্তিভাব নিয়ে বই নিয়ে বসে রইলো, একবারো জানালা দিয়ে তাকিয়েও দেখলো না। আমি একা একা হেঁটে বেড়ালাম বালুর সৈকত ঘেঁসে। লেমোনেড হাতে সূর্যাস্ত দেখলাম, ভালোবাসার স্বাদ পেলাম না। সাগরের গর্জন ছাপিয়ে শুধু রিকের কণ্ঠস্বরই ভেসে এলো, "পারবে কি নুশা? পারবে আমায় ছাড়া থাকতে?" রিকের কণ্ঠস্বর অগ্রাহ্য করে দেশে ফিরেই আমি ব্যস্ত হয়ে গেলাম আমার কাজ নিয়ে। আর এখন আমি একজন সফল এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট হবার পথে। ডিপ্লোমা হয়ে গেছে, আগামি বছর এফসিপিএস দেবো। ছোট্ট চেম্বারটাতে এখনই ভীড় করে বেশ কিছু রুগী। সব পরীক্ষা একবারে পাস করা নিশাত ভালোবাসার পরীক্ষায় পর পর দুইবার সাপ্লি খেয়ে গেলো। থমকে গেলাম, মেডিকেলে সাপ্লি খেলে আরেকবার পাস করার সুযোগ থাকে। আসলে আমি ফেল করে গেছি, একে সাপ্লি বলে না।

Copyright - realsrv@yahoo.com

রিক যাবার পর কতদিন আমি কল্পনার সাগরে ডুব দিয়েছি, কল্পনার পাহাড় চূড়ায় গিয়ে রিকের নাম ধরে চিৎকার করেছি; সেসব মনে হলে এখনো গলার কাছটা ব্যথা করে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে দেখা স্বপ্নগুলোতে এমনভাবে তন্ময় হয়ে যেতাম যে ঘুম থেকে উঠেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো যে রিক ফিরে আসেনি। আর যখন আমি রিককে সম্পূর্ন এড়িয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছি, ঠিক তখনই সাড়ে তিনবছর পর সবকিছু তছনছ করে রিক ফিরে এলো। কেন ফিরে এলো রিক?

সেদিনটা ছিল অন্য সব দিনের মতই, ভ্যাপসা গরম আর রোদের হলকায় বিপর্যস্ত জীবন। হাসপাতালে রুগীর প্রেসার ছিলো বেশ। টি ব্রেকে হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠলো। অপরিচিত নাম্বার সাধারনত ধরিনা, সেদিন কি মনে করে ধরলাম। কিন্তু ওপাশে কেউ কথা বলছে না। বিরক্ত হয়ে একটু রাগ হয়েই বললাম,

“হ্যালো, কথা বলছেন না কেন?”

“নিশাত, আমি”।

হঠাৎ করে মনে হয়েছিলো আমার পৃথিবী যেন ওই একটি শব্দে থেমে গেলো। আমি... এই আমিকে আমার চেয়ে ভালো করে কে জানে? এই আমির কণ্ঠস্বর দিনের পর দিন আমাকে অন্ধ ভূতের মত তাড়া করে ফিরেছে নির্জন গলি আর কোলাহল মুখর ক্যান্টিনে।কলিগরা সবাই তাকিয়ে ছিলো আমার দিকে, ওরাও ধরতে পেরেছিলো যেন কিছু হয়েছে। আমার পায়ের সাথে বাঁধা তিনমনি ওজনের পাথর সহ পাটাকে জোর করে টেনে করিডোরে নিয়ে গেলাম। প্রাণপনে নিজেকে সামলে স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম,

“কেমন আছো রিক?”

“ভালো, অনেক বেশী ভালো”।

বুকে শেল বেঁধে আমার; ভালো তো রিক থাকবেই। আমার ইমোশনের কোন মূল্য কি কখনো রিকের কাছে ছিলো? অবলীলায় আমাকে দূরে ঠেলে রিক চাকচিক্যের শহর প্যারিসে ভাল তো থাকবেই।

“কবে এসেছো রিক?”

“প্রায় ছয় মাস, তুমি যে এত অভিমানী ভাবতে পারিনি”।

আমি যে কি উত্তর দিয়েছি আমি তার কিছুই জানি না। শুধু মনে আছে শক্ত করে গরম চায়ের কাপটা মুঠো করে ধরে ছিলাম আমি। মানব জাতির স্বাভাবিক রিফ্লেক্সে যে উত্তর মাথায় আসছিলো তাই বলছিলাম আমি। আমি যে প্রস্তুত ছিলাম না, আমি যে রিককে ছাড়া বাঁচতে শিখে নিয়েছি ততদিনে। রিক দেখা করতে চাইলে আমি না করে দিয়েছিলাম। “ক্যাফে ম্যাংগো, বিকাল ৪টা” শব্দ কয়টা উচ্চারণ করেই রিক ফোন কেটে দিলো, সে জানতো এইই চারটি শব্দই যথেষ্ট ছিলো।

Copyright- realsrv@yahoo.com

রিকের অ্যারোগেন্ট ভাব আর আমার সহ্য হচ্ছিলো না। কি অল্প কয়েকটা কথাই না সে বললো, যেন আমি তুচ্ছ কেউ। হাত পা কাঁপছিলো আমার, মনে হচ্ছিলো অজ্ঞান হয়ে যাবো। সারাটা রাত ক্লিনিকে কি এক অস্থিরতায় পার করেছি সে আমিই জানি। শেষে বুঝলাম, না গিয়ে আমার উপায় নেই। নিয়তি আমায় এমন বানিয়েছে, রিকের জন্য আমার অপেক্ষা আসলে সারা জীবনের। যাবার আগে একনজর নিজের উপরেও বুলিয়ে নেই। আমি আরো শুকিয়ে গিয়েছি, চোখের নিচে রাত জাগায় হালকা কালি। প্রসাধনহীন মুখে ক্লান্তির ছায়া। একজনের চোখেই শুধু সুন্দর হতে চেয়েছিলাম আমি, সে একজনের সাথে দেখা হবার দুশ্চিন্তায় নির্ঘুম এক রাত কাটিয়ে পরদিন দুপুরে ক্যাফে ম্যাংগোতে হাজির হই আমি। দীর্ঘ ৩ বছরে একটিবারও এই পথ মাড়াইনি আমি। পরিচিত টেবিলটি খালি দেখে শিশুর মত খুশী হয়েছিলাম, অভ্যাসবশত চোখ চলে গিয়েছিলো নীরবের টেবিলের দিকে। এক জোড়া কপোত কপোতি কফি আর ভালবাসার গল্পে মগ্ন, নীরব নেই। সেদিনও রিক আগের মতই দেরী করেছিলো, ক্লাসিক রিক।

চোখ বন্ধ করলেই এখনো দৃশ্যটা দেখতে পাই আমি; নেভী ব্লু জিন্স আর সাদা শার্টে রিক আমার সামনে এসে দাঁড়ানো। আমি কিছুই বলতে পারিনি অনেকক্ষণ, রিক... এত দিন পর? যেদিন রিককে শেষ দেখেছিলাম সেদিন সে কি পোষাকে ছিলো? স্মৃতি প্রতারণা করে, কিছুই মনে পড়ে না। জোর করে শক্ত হই আমি, “আজকেও অপেক্ষায় রাখলে রিক?”

পুরনো অজুহাতটা শুনে কি ভালো লাগাতেই না ভরে গিয়েছিলো আমার ভিতরটা। রক্ত মাংসের রিক আমার সামনে ছিলো, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারতাম আমি। তিন বছর ধরে আমি লাল নীল আর কালো রঙের একটা বাক্সে বন্দি ছিলাম, রিক যেন তাতে সবুজ রঙের স্পর্শ বুলাতে এসেছে। কিন্তু আমি কি রিক কে বিশ্বাস করতে পারবো?

“নিশাতআমি চলে যাওয়ার সপ্তাহ খানেক আগে দুজনের অজান্তে সেই বৃষ্টিতে যা হয়েছিল তার জন্যে আমি কিংবা ,
ছিল নিশাত।আমাদের পরিবেশ আর পরিস্থিতি বাধ্য করে ,তুমি দুজনের কেউ দায়ী ছিলাম না“

আমি থমকে যাই, এতদিন পরে এটাই রিকের প্রথম কথা? যে স্পর্শের ছোঁয়া আর কল্পনার শিহরণে একাকিত্বের মুহূর্তগুলোকে আমি সজীব করার ব্যর্থ চেষ্টায় মগ্ন ছিলাম, সেটা রিকের কাছে এখনো অপরাধ আর দায়বোধ? আমায় রিক বোঝেনি, কখনোই বোঝেনি। আচমকা রূঢ় হয়ে যাই আমি।

“সে অনেক পুরনো কথা রিক। ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এখন আর নেই। তার চেয়ে বলো তুমি আমাকে কেন ডেকেছো”।

রিক উত্তরে অনেক কথা বলে, সারমর্ম একটাই। এতদিন পরে সে বুঝতে পেরেছে যে আমিই ছিলাম তার ভালোবাসা। কেন যেন কথাটা আমার বুকে আলোড়ন তোলেনি। যে কথাগুলোর জন্য প্রতিটি ক্ষণ প্রতিক্ষায় ছিলাম, কথাগুলো বড্ড মেকি আর ফাঁপা শোনালো আমার কানে।

“তাই?”

Copyright- realsrv@yahoo.com

প্রতিটি ইমাজিনেশনে ,আজকে আমি বাস্তবতার কথা বলছি। আমার প্রতিটি মুহূর্ত ,নুশা আমি অভিনয় করছি না“
তুমি আছো তুমি থাকবে নিশাত। শেষ বারের মত একবার বিলিভ করো আমাকে ,ছিলে তুমি......”

রিকের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি আমি।

“রিক, তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? তাহলে আমি কি কিছু বলতে পারি?”

“নুশা... প্লিজ...”

“রিক, এটা সত্যি কথা যে আমি তোমাকে ভালবাসতাম, এখনো বাসি। এটাও সত্যি যে আমার জীবনে আমি তুমি ছাড়া কাউকে কখনো কল্পনাও করিনি। কিন্তু তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছো রিক। তুমি কি জানো রাতের পর রাত আমি সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখে আর চোখের জল ফেলে কাটিয়েছি? তুমি কি একবারো খোঁজ নিয়েছো এই তিনটা বছর আমি কিভাবে নিজেকে সামলিয়েছি?”

“নুশা...”

আমি রিককে থামিয়ে দেই, “তুমি যে নুশাকে ফেলে চলে গিয়েছিলে সে এখন মৃত। তোমার সামনে এখন ডাঃ নিশাত বসে আছে, যার কাছে রিক শুধুই একটা ছায়া মাত্র। যার কাছে অতীতের চিন্তা করা বিলাসিতার নামান্তর”

“আমরা দুজনে মিলে ঠিক করে নেব। ,আবার সব ঠিক হয়ে যাবে নিশাত। আমি তুমি“

“একবারো কি খেয়াল করেছো যে তুমি এখন আর আমাকে নুশা ডাকতে পারছো না? আর তুমি বলছো আমরা সব ঠিক করে নেবো? আমি সরি রিক, আমাকে ক্ষমা করে দিও। সন্ধ্যা ছয়টায় আমার একটা প্রেজেন্টেশন আছে, আমাকে যেতে হবে। দয়া করে আর কোন যোগাযোগ করো না। অনেক কষ্ট দিয়েছো, এখন একটু শান্তিতে থাকতে দাও”

স্তব্ধ হয়ে যাওয়া রিককে আমি কফিশপেই রেখে জীবনে প্রথমবারের মত উঠে এসেছিলাম। চোখের জল লুকানোর কোন চেষ্টা করিনি, এতো স্বাভাবিক। একবারও পিছে ফিরে তাকাইনি, হয়ত রিকের চোখে চোখ পড়লে আবার টালমাটাল হয়ে যেতাম। আজ এত বছর পর বিষন্ন এই রাতে বুকের মাঝে নতুন করে হাহাকারের জন্ম হয় আমার। কি হত, কি হত যদি আমি রিককে ফিরিয়ে না দিতাম? এখন আমার জীবন কেমন হতো যদি রিক থাকতো আমার পাশে? নির্ঘুম রাত গুলোতে কি রিক আমার পাশে বসে থাকতো না? প্রতি বছর কি একবার আমরা সমুদ্রের বুকে যেতাম না? গোধূলি লগ্নে লালচে আকাশের নিচে কি আমি আর রিক বালুতে পা ঘষে ঘষে হাঁটতাম না? হয়ত সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি কফি বানিয়ে রিকের ঘুম ভাঙ্গাতাম, পিছনে ফুল ভলিউমে অর্ণবের গান বাজতো। রাতে ডিউটি শেষ করার পর রিক আমাকে বাসায় নিয়ে আসতো। ডিপ্লোমা ডিগ্রীর কাগজটা নেবার সময় রিক ক্যামেরা হাতে স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। হয়ত এতদিনে একটা ছোট্ট শিশু আমাদের দুইজনের মাঝে ঘুমাতো। কে আগে বাবুকে চুমু দেবে সেটা নিয়ে ঝগড়া হতো। আর ভাবতে পারিনা আমি, শান্তি স্নিগ্ধ একটা জীবন না পাওয়ার বেদনায় আচ্ছন্ন আমি ফুঁপিয়ে উঠি।

হঠাৎ চোখ খুলে কেমন যেন মনে হয় আমি বুঝি তিন বছর আগের সেই কফিশপেই আছি, আমার সামনে কাঁচের টেবিল। টেবিলের উপর একটা কোল্ড কফি, রিকের সামনে ধূমায়িত কফি। রিকের দিকে চোখ পড়তেই হাসি আমি,

Copyright- realsrv@yahoo.com

রিক কফিতে চুমুক দেয়। আমি টেবিলের দিকে তাকাতেই চমকে উঠি, এ কোন নিশাতের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে? এ যে বর্তমানের আমি, শ্রান্ত ক্লান্ত সব পেয়েও কিছু না পাওয়ার অতৃপ্তিতে ভোগা আমার প্রতিবিম্ব। ব্যথিত চোখে আমি নিশাতের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকি, ভালোবাসা পেয়েও হারিয়ে ফেলা এক পরাজিত নারীর প্রতিবিম্ব।

Copyright- realsrv@yahoo.com

নীরবের কথাঃ আলো আঁধারি

Copyright- realsrv@yahoo.com

রাত তিনটা। এখনো ঘুমাইনি। সকালে অফিস তবুও ঘুমাইনি। এই না ঘুমিয়ে থাকা ইচ্ছাকৃত নয়। গত চার মাস যাবত আমার এই নির্ঘুম রাত্রি জাগরণ। শুধু রাত্রি নয় দিবস জাগরণও বলা যায়। কোন ভাবেই ঘুম আসে না আমার। নির্দিষ্ট কিছুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য চোখে ক্লান্তি সৃষ্টি করা। চোখের পাতা ভারি করা। তারপর একসময় ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যাওয়া। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। ঘুম ধরা দেয়নি। খুব বেশি কথা বলতা ম তখন নিজের সাথে। রাত্রি দিন বোঝাপড়া করতাম। ঝগড়া করতাম। রাগের আতিশয্যে চেয়ার টেবিল ছুড়ে মারতাম। একটার পর একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতাম। তাতে না কি রাগ কমে। রাগ কমেনি বরং বেড়েছে; যখন নিশাতের নির্লিপ্ততা ক্রমশ বেড়ে গেছে। নিজেকে খুব অপমানিত মনে হতো। প্রকৃতি র দুষ্টচক্রে প্রতিনিয়ত হেরে যাওয়া এই আমি নীরব শুধু প্রকৃতির সাথেই অভিমানে বুঁদ হয়ে থাকতাম। কাউকে বলতে পারতাম না আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দাও। পরম আদরে এনে দেয়া এক গ্লাস বিষও আমি অমৃত ভেবে খেয়ে নিতাম। প্রত্যাশা শুধু এ টুকুই ছিল কেউ একজন পাশে থাকুক। ঠাণ্ডা জল না হোক এক গ্লাস বিষ অন্তত এনে দিক। ছিল না কেউ। থাকার কথা দিয়েও হারিয়ে গেছে কেউ আর কেউ পাশে থাকতে চাওয়ার আকুলতাকে নিস্তব্ধতার আড়ালে ঢেকে রেখেছে। তাই আজ আর কোন কথা দেয়ায় বিশ্বাস নেই আমার। বিশ্বাস নেই কোন নীরবতাকে সম্মতি মনে করে শারদ রোদে শুভ্র মেঘের বু কে রঙ্গিন ঘুড়ি উড়ানোর। রাতগুলো দিনগুলো তাই আমার কাছে এক রঙের কাগজের ঘুড়ি। সুতো নেই , নাটাই নেই শুধু ছেঁড়া ঘুড়ি পড়ে আছে আমার শূন্য ঘরে।

ক্যাফে ম্যাংগোতে নিশাত আর আমার দেখা হওয়ার চার মাস পেরিয়ে গেছে। এই চার মাসে প্রায় প্রতিদিনই আমি অফিস শেষ করে ক্যাফেতে গিয়েছি। নেটবুক খুলে বসে থেকেছি। কবিতা লিখেছি অসংখ্য। রোদেলাকে নিয়ে লেখা স্মৃতিগুলো দিয়েছি পানকৌড়িতে। সম্পাদক সাহেব বিশেষ যত্ন নিয়ে সেগুলো ধারাবাহিক উপন্যাস আকারে প্রতি মাসে ছাপছেন। সম্পাদক নিয়ামুল হোসেন বেশ ভাল বন্ধু হয়ে গেছেন। প্রায় সময় অফিসে যেতে বলেন। সবসম য় যাওয়া হয় না তবে গেলে উনার জন্য নতুন কিছু না কিছু লেখা নিয়ে যেতে হয়। উনি খুব আগ্রহ নিয়ে কবিতা পড়েন। সম্পাদক সাহেবের বদৌলতে প্রতিমাসেই একটা করে কবিতা বের হচ্ছে পানকৌড়ি থেকে। তিনি সেদিন একটা

পরিসংখ্যানও দেখালেন কিভাবে দিন দিন পানকৌড়ির সার্কুলেশন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন নতুন কবি সাহিত্যিকরা লেখা পাঠাচ্ছেন। চিঠিপত্র কলামে নিয়মিত চিঠি আসছে যেখানে আমার কবিতা নিয়ে অনেক আলোচলা, বিশ্লেষণ থাকছে।

দেখা হলেই সম্পাদক সাহেব কবিতার বই বের করার তাগাদা দেন। আমি লজ্জায় কোন কথা বলতে পারি না। লেখালেখি করি ঠিক আছে কিন্তু বই বের করার কথা ভাবিনি কখনো। আর আমার বই পড়বেই বা কে?

সম্পাদক সাহেব স্মিত হেসে বলেন, 'আপনি শুধু অনুমতি দেন আমরাই ছাপবো আপনার কবিতার বই '।

দীর্ঘ দিনের রাত্রি জাগরণের কারণে আমার চোখে মুখে একটা ক্লান্তি ফুটে উঠেছে যেটা আমি নিজেও বুঝতে পাড়ছি। সম্পাদক সাহেব সেদিন বলেই দিলেন, 'কবি সাহেব, চোখে মুখে এতো বিষণ্নতা কেন? এই বার একটা বিয়ে করুন। অনেক দিন তো কোন বিয়ের দাওয়াত পাচ্ছি না'। এ কথা বলেই তিনি ঘর কাঁপিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন। বেশ হাসিখুশি আর মন ভুলো মনের মানুষ তিনি। হাসা শেষ হলে ভুলেই গেলেন একটু আগে কি জানতে চেয়েছিলেন।

ক্যাফে ম্যাংগোর গত চার মাসের অপেক্ষা শেষ হয়েছিলো সেদিন ফুলার রোডে। একটু সময়ের জন্য নিশাতকে দেখলাম। সময়ের হিসাবে ১০ সেকেন্ড হবে হয়তো। এই ১০ সেকেন্ডেই যেন কতো কথা বলা হয়ে গেল। দীর্ঘ দিনের ক্লান্তিকর অপেক্ষা শেষ হল। এই তৃষিত চোখে হঠাৎ রাজ্য জুড়ে ঘুম চলে এলো। গত চার মাসে ৪/৫ দিন পর পর দিন রাত মিলিয়ে ৩/৪ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। সেখানেও বিশৃঙ্খলা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম , আহ তবুও তো ঘুম!!!

আমি অফিস শেষে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছি। আজ ক্যাফেতে না যাওয়ার প্ল্যান। গাড়ি ফুলার রোডে ঢুকতেই নিশাতের চোখে আটকা পড়লাম। কিছুক্ষণ তবু ও অনেক প্রশান্তি। নিশাত চোখ সরিয়ে নিলো। আমিও অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। পেছনে তাকিয়ে দেখি নিশাত গট গট করে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সেদিনের ঘটনায় যতোটা না বেশি কষ্ট পাচ্ছি নিজেকে প্রত্যাহিত হতে দেখে তার চেয়ে বেশি হীনমন্যতায় ভুগছি নিশাতের চোখে আমার প্রতি বিরক্তির দেখা পেয়ে। এটাও সত্য নিশাতের প্রতি আমার চাওয়াটা ভুল কোন চাওয়া ছিল না। নিশাতের নির্লিপ্ততা দেখে খুব বেশি অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে।

২.

বছর খানেক পরের ঘটনা। পানকৌড়িতে লেখা আমার উপন্যাস 'অপেক্ষা'র শেষ পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক খুব ভাল ভাবে গ্রহণ করেছে উপন্যাস 'অপেক্ষা'। আমার ঠিকানায় পাঠকের অনেক চিঠি আসে।

Copyright- realsiv@yahoo.com

মেইল আসে। সে সব চিঠি মেইলে ‘অপেক্ষা’র ঘটনা প্রবাহের মাঝে পাঠক নিজেকে দাঁড় করিয়ে ভেবে নিয়েছেন এই উপন্যাস তারই জীবন কাহিনী। এমনই অসংখ্য মেইলের জবাব দিয়েছি। তবে একটা মেইলে শুধু এ টুকু লেখা ছিল- সত্যি কি এই নগরে অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না?

মেইলকারি একজন পাঠিকা। মেইল আইডি অস্পষ্ট তবুও চিনতে বাকি রইলো না পাঠিকা কে হতে পারে। উত্তর দিলাম, রোদেলা আজ এতো দিন পর? কেমন আছো?

খুব স্বাভাবিক একটা রিপ্লে পেলাম, কাল কি ক্যাফে ম্যাংগোতে আমরা দেখা করতে পারি?

পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পরে রোদেলার সাথে দেখা হবে। সে কি আগের মতোই আছে? এতো দিন পর আমাকে দেখে সে কি করবে? হাসবে? না কি লুকিয়ে চোখের অশ্রু মুছবে?

আমারা দেখা করবো বলে ঠিক করলাম। শুক্রবার বিকেল ৫ টা। আমি ক্যাফে ম্যাংগোতে আমার বসে থাকার জায়গায় বসে আছি। আমার সামনে নেটবুক। কফিতে চুমুক দিতে গি য়ে দেখি রোদেলা ক্যাফেতে ঢুকছে। জলপাই রঙের একটা শাড়ি পড়েছে। মাথার চুল খুলে রেখেছে। একটা চিকন রজনীগন্ধার মালা ঝুলিয়ে রেখেছে ঘাড়ে। হাতে কিছু লাল গোলাপ নিয়ে কফিশপের এদিক ওদিক আমাকেই খুঁজছে। কি অপূর্ব সুন্দর। রোদেলাকে ডাকতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি রোদেলা আমাকে খুঁজছে। খুঁজে খুঁজে না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে আমারই পাশের টেবিলে যেখানটায় নিশাত তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে বসে থাকত।

রোদেলা আমাকে দেখেছে। খুব ধীর পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তাকাতে পাড়ছি না ওর দিকে। আমার চোখে জ্বালা করছে। এতো সুন্দর করে তোমাকে সৃষ্টি করার কি আবশ্যকতা ছিল সৃষ্টিকর্তার?

কেমন আছো নীরব? স্নিগ্ধ হেসে কথাটা বলেই খুব পরিচিতের মতো বসে পড়লো আমার সামনের চেয়ারে। হাত ভর্তি গোলাপ এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি হাত বাড়িয়ে রোদেলার ভালবাসা গ্রহণ করলাম। রক্তিম আলোয় আমরা আবারো হারিয়ে গেলাম আমাদের ফেলে আসা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে।

আমি একটু দ্বিধান্বিত। কি বলব, কি বলা উচিত। এতো পুরনো মানুষের সাথে এতো দীর্ঘ সময় পরে দেখা হলে আগের সেই আন্তরিকতার রঙ বদলে যায়। তবে রোদেলা ঠিক আগের মতোই আছে। আমাকে নিশ্চুপ দেখে এই তো ঠিক আগের মতো বিরক্তি নিয়ে চোখ ছোট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

“নীরব, তোমার ‘অপেক্ষা’ আমি পড়েছি খুব মন দিয়ে। কখনোই ভাবিনি তুমি আমাকে এতোটা মিস করো। এতোটা ভালবাস”

“তোমার ফিরে আসার জন্য কি আমার এই ‘অপেক্ষা’ই প্রয়োজন ছিল, না কি তোমার প্রতি আমার ভালবাসাই মুখ্য ছিল?”

Copyright-realsrv@yahoo.com

“ভালবাসা না থাকলে এই ‘অপেক্ষা’ রচিত হতো না নীরব।”

রোদেলার কথায় আকুতি দেখে দমে গেলাম। অযথাই কেনই বা এই দূরে যাওয়া ? সময়ের ভালবাসাকে আজ কেন অসময়ে মূল্য দেয়া? আজ কি আমি তোমাকে আগের মতো ভালবাসতে পারব?

“একসময় মনে হয়েছিলো তুমি আমাকে ভালবাস না নীরব। আমি প্রতিদিন অপেক্ষায় থেকেছি। তুমি আমার খোঁজ নাওনি। কথা বলনি। আমি খুব বেশি হাসিখুশি এটা তুমি জানো। অনেকেই আমার কাছে এসেছে কিন্তু সবাই কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে একমাত্র তুমি ছাড়া। ভুল করেছি যখন আজ ক্ষমা আমাকে চাইতেই হবে ”

সব কিছু যেন ঘুমের ঘোরে ঘটে যাচ্ছে। আমি জানি না রোদেলা কি বলছে। এই ৫ বছরে কি সে বিয়ে করেনি? করে থাকবে নিশ্চয়ই তবে আজ এতো কথা কেন বলতে এসেছে। হতভম্বের মতো বলেই ফেললাম, তোমার হাজব্যান্ড কোথায়? কি করেন উনি?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো রোদেলা। রোদেলার হাসির ঝির ঝির শব্দে হৃদয়ের খুব গভীরে একটা চিকন ব্যাথার অস্তিত্ব টের পাচ্ছি।

হাসি থামিয়ে রোদেলা বলল, আমাকে কেউ কবিতায় কবিতায় ভালবাসুক এই আশায় এখনো বিয়ে করিনি। এ কথা বলেই আমার নিঃসাড় হাতের উপর হাত রাখল রোদেলা। কতো পুরনো এ স্পর্শ ! কি করে ভুলে যাই আমি?

৩.

রোদেলার সাথে সংসার জীবন আমার ৮ বছরের। একদিনও মনে হয়নি আমরা এক সময় পরস্পর কাছাকাছি বসে থাকতাম নির্দিষ্ট কিছু অভ্যাসে। যে জীবন কিছু নির্জনতা কাটিয়ে এসেছে সে জীবনের রঙ্গিন কিছু সকাল প্রত্যাশিত। এর ব্যতিক্রম হওয়া সুখের নয়। আমরা সুখে আছি। হাসিতে আছি। আমাদের এই অনাবিল আনন্দে মাত্রা দিয়েছে আমাদের ছোটো ঋসব। প্রথম ডাক থেকে শুরু করে বাবুর হাটিহাটি পা পা করে আমাদের ঘরময় ঘুরে বেড়ান, আধো আধো বলে রাজ্যের কথা বলার চেষ্টা এক স্বর্গীয় সুখে ছায়া দিয়ে রেখেছে আমাদেরকে। আমরা ভাল আছি। পুরনো জীর্ণতা দেখে ভয়ে কাঁপন জাগানো সময়ে শূন্য হাত ধরার কোন এক জনের অপেক্ষায় যে দীর্ঘ দিবস রজনী কুরে কুরে খেয়েছে আমাদের, ভোরের আলোর স্নিগ্ধতায় আমরা ভুলে গেছি সময়ের সে সব বিষাক্ত নখ দংশনের যন্ত্রণা। আমরা ভাল থাকার জন্য ভাল থেকেছি একসময় আর আজ আমরা ভাল আছি পরস্পরকে ভালবেসে।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটা ফার্ম করেছি। বেশ ভাল চলছে। রোদেলাও মাঝেমাঝে অফিসে সময় দেয়। পানকৌড়ির গণ্ডি পেরিয়ে আমার লেখা কবিতা দেশের অন্যান্য পত্রিকা, ম্যাগাজিনেও ছাপা হচ্ছে। বেশ লাগে ভাবতে। কখনো কখনো নিজেকেই হিংসে করতে ইচ্ছে হয়।

Copyright- realsrv@yahoo.com

সেদিন অফিসের ঠিকানায় একটা বিয়ের কার্ড এলো। রোদেলার নাম লিখা কার্ডে। রাতে রোদেলার হাতে কার্ড হস্তগত করতেই জানা গেল তার কাজিনের বিয়ে এবং আমাকে যেতেই হবে। আগামীকাল বিয়ে অথচ আগামীকালই কানাডা থেকে কিছু লোক আসবে অফিসে। যদিও অফিসের সিইও তাদের রিসিপ্সনের জন্য আছেন তবুও মিটিঙে আমার উপস্থিতি খুবই জরুরী। রোদেলাকে না করে দেয়ায় সে চুপ করে আমার সামনে থেকে চলে গেল। রোদেলার এই আচরণটা নতুন। আমার কাছে কোন বিষয়ে না শুনলে সে কোন প্রতিবাদ করে না। জোর খাটায় না তবে বিমর্ষ হয়। রোদেলার এই বিমর্ষ থাকাটা একদম ভাল লাগে না আমার। বাধ্য হয়েই ওকে বললাম, হ্যাঁ আমি যাচ্ছি তোমার সাথে। রোদেলার চোখে মুখে হঠাৎ আনন্দের ঝিলিক দেখা গেল। বলল , চা খাবে? চা করে নিয়ে আসি?

বিয়ের আসর। মস্ত বড় ষ্টেজ সাজানো হয়েছে। আলোকসজ্জা চোখে পড়ার মতো। রোদেলা আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল তার কাজিন তিথির হবু বর রিকের সাথে। চেহারাটা অনেক চেনা। বিয়ের পোষাকে রিককে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে, এই সে রিক, যার জন্য নিশাত কফিশপে একা একা বসে থাকত আর মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলত। আচমকা প্রশ্নটা আমার ভেতর এলোমেলো করে দিল। নিশাত কোথায় তাহলে? তবে কি রিকের জন্য নিশাতের অপেক্ষায় থাকতে দেখে নিশাতকে উদ্দেশ্য করে বলা আমার কথাটা সত্যি হয়ে গেল? নিশাত কি রিকের জন্যই অপেক্ষা করে আছে? যেমনটা ভেবেছিলাম রিক আর নিশাতকে কফিশপে প্রথম দেখার পর!

রিক হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, “হাই, অ্যাম রিক”

“আমি নীরব”

“আপনাকে কোথাও হয়ত আগে দেখেছি নীরব সাহেব”

এই প্রশ্ন আমিও করতে পারতাম কিন্তু সে কথা এড়িয়ে গেলাম। কোন আবশ্যকতা নেই এই আনন্দের দিনে পুরনো কথা রিককে মনে করিয়ে দেয়ার। বেশ কাব্য করেই বললাম, “পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসছে। হয়ত জীবনের কোন সফরে দেখা হয়েছিল, বাই দ্যা ওয়ে কেমন আছেন আপনি?”

“ভালো, অনেক ভালো। আপনি কিন্তু বেশ কাব্যিক ধরনের মানুষ , রোদেলা আপু তো ঠিক আপনার বিপরীত, বেশ চঞ্চল দেখছি তাকে”

এই তো আগের রিক। কথাবার্তায় একটু বেশি আন্তরিকতার ছাপ অথচ মনে দুরন্তপনা। বললাম , “হুম, আমার শ্যালিকাও কিন্তু আপনার মত ছটফটে। আপনাদের জমবে ভালো”।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে দেরি নেই। আমাদের বাবু ঋসব হাত ধরে টানাটানি করছে। সে এখানে থাকবে না। তার মার কাছেও যাবে না। আমাকে কোলে নিতে বলছে আর খুব মিষ্টি করে বলছে , “বাবা এখানে এতো আলো কেন? আমি আলো ধরব”

Copyright- realsrv@yahoo.com

ঋসবের কথা শুনে অবাক হলাম। এই শিশুরা অনেক গুরুত্ব পূর্ণ কথা বলে। আমরা বড়রা প্রায়ই যা বুঝতে পারি না। ঋসবকে কিভাবে বোঝাই বাবা সবাই আলোর অভিযাত্রী। আমাদের অন্ধকারেই বসবাস কিন্তু এই আলো পেলে আমরা অন্ধকারের কথা ভুলে যাই।

কোথায় আছে নিশাত? সেদিন নিশাত আমাকে একা রেখে কফিশপ থেকে চলে গেছে। কোন উত্তর জানায় নি। আমিও নিশাতের সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ কিংবা সাহস পাইনি। নিশাত কি এখনো রিকের জন্যই অপেক্ষা করছে ? সে কি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে? না কি এসব কিছুই ঘটেনি। নিশাত নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে নিজের জীবন। এক জীবনে মানুষ কি কারো জন্য শুধু অপেক্ষা করে কাটিয়ে দিতে পারে ? হয়তো পারে না।

ঋসবের কথায় তাকিয়ে দেখি সে আমার হাত ধরে টানছে আর বলছে, বাবা আমি আলো ধরব। রোদেলা ঋসবকে আমার কোলে তুলে দিয়ে বলল, "যাও না ওকে একটু ঘুড়িয়ে নিয়ে এসো"

ঋসবকে কোলে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। ঋসব আলো ধরবে। আমরা সবাই আলো ধরতে চাই। বিভিন্ন রঙ্গের মিশেলে এক আলো, এক জীবন।

তুমি হয়তো বদলে যাও নি
বদলে গেছে আকাশের রঙ
একই আকাশে বিভিন্ন রঙ
বিভিন্ন রঙ মিলে তুমিই আলো...

Copyright- realsrv@yahoo.com

##########

বইটি আমাদের তিনজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। প্রথমেই বলেছি এই গল্প/উপন্যাসের রিক চরিত্রটি লিখেছি আমি (রিয়েল ডেমোন), নিশাত নামের চরিত্রটি লিখেছেন ব্লগার ত্রিনিত্রি আপু এবং নীরব নামের চরিত্রটি লিখেছেন ব্লগার নীরব ভাই। বইতে ব্যাবহৃত কবিতা গুলো নীরব ভাইয়ের লেখা।

"জলে মেঘে বেশ গল্প থাকে
গল্প থাকে না এই নগরে
অষ্টপ্রহর প্রেম থাকে না
রোদ থাকে সে নগর জুড়ে।"

নীরব ভাইয়ের লেখা কবিতার এই চারটি লাইন বিভিন্ন ভাবে টারনিং পয়েন্ট হিসেবে ব্যাবহার করা হয়েছে। গল্পটি সফল করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়েছেন ত্রিনিত্রি আপু। গল্পের চমৎকার প্লটটি মূলত তার-ই আইডিয়া থেকে নেয়া।

Copyright- realsrv@yahoo.com

লেখকদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে-

ব্লগার ত্রিনিত্রি-trinitri17@yahoo.com

ব্লগার নীরব-gupta15.sust@gmail.com

ব্লগার রিয়েল ডেমোন-realsrv@yahoo.com